চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 150 Monday, 1 May, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৫০ সংখ্যা ✱ ১৭ বৈশাখ, ১৪৩০, সোমবার, ১ মে, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে গিয়ে মৃত্যু দুই ভাইয়ের। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

বীরভূমের নলহাটিতে চিকিৎসকের সোনার অলংকার লুঠ করার উদ্দেশ্যে শ্বাসরোধ করে খুন...*বিস্তারিত পাতা ৫*

এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে হিট স্টোক থেকে নিজেদের বাঁচাতে কি করতে হবে। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৮ বছরের খরা কাটিয়ে সোনা জয় ভারতীয় শাটলার জুটির। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

শ্রমিক দিবস

এতদ্বারা সকল পাঠক পাঠিকা ক্রেতা ও বিক্রেতা,বিজ্ঞাপণদাতা সকলকে জানানো হচ্ছে, আর্ন্ত জাতিক শ্রমিক শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১লা মে সোমবার দুরন্তবার্তা ও সুচিকিৎসার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। উক্ত কারণে মঙ্গলবার(০২,০৫,২০২৩) দৈনিক দুরন্তবার্তা ও সুচিকিৎসার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। পত্রিকাটি পুনরায় বুধবার (০৩০৫,২০২৩) থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

রাজ্যে আসবে আই এল ও-র প্রতিনিধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী এবং রূপশ্রী র মতো সামাজিক অনুদান প্রকল্পগুলি র বাস্তবিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আগ্রহী ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আই এল ও। প্রশাসন সূত্রে খবর আগামী ২মে সংগঠনের তিনজন প্রতিনিধি রাজ্যে এসে পৌঁছাবেন। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে তাঁরা হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা কয়েকটি এলাকায় ঘুরে কন্যাশ্রী রূপশ্রী এবং লক্ষীর ভান্ডারের উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিভাবে তারা উপকৃত হচ্ছেন তাও আই এল ও প্রতিনিধি রা জানবেন এবং সরকার কিভাবে এই প্রকল্প গুলি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন সে সম্পর্কেও তাঁরা খোঁজ খবর নেবেন।রাজ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে লক্ষীর ভান্ডার চালু করা হয়েছে।

কংগ্রেসের রাজ পরিবার তো জেলের বাইরে ঃ নরেন্দ্র মোদি

কর্ণাটকের নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন আক্রমণাত্মক হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিন আগেই অভিযোগ করেছিলেন, কংগ্রেস তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছে। এ পর্যন্ত ৯১ বার তাঁকে গালি দেওয়া হয়েছে বলে হিসাবও দিয়েছিলেন। একদিন পর তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বসলেন গান্ধী পরিবারের সদস্যদের। কর্ণাটকের এক সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করলেন, কংগ্রেসের ‘রাজ পরিবার’ (পড়ুন গান্ধী পরিবার) এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা সকলেই জামিনে মুক্ত হয়ে জেলের বাইরে রয়েছেন। যাঁরা নিজেরাই দুর্নীতির অভিযোগে জামিনে মুক্ত, তাঁরা আবার বড় বড় কথা বলছে। আসলে রাজ পরিবার বলতে মূলত সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেছেন। কংগ্রেসের এই দুই শীর্ষ নেতানেত্রীই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় জামিনে মুক্ত। এমনকী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও হেরাল্ড মামলায় জামিনে। কর্ণাটকের ভোটের প্রচারে মোদির এবার কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বাসবরাজ বোম্বাই সরকারের দুর্নীতি। বোম্বাই সরকারকে কংগ্রেস ৪০ শতাংশ কমিশনের সরকার বলে দেগে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার সেই অভিযোগেরও পালটা দিলেন। মোদির বক্তব্য,কংগ্রেসের ইতিহাস আছে ৮৫ শতাংশ কমিশনের সরকার চালানোর। কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীই বলেছেন গরিব মানুষের জন্য ১ টাকার কাজ দিলে মাত্র ১৫ পয়সা পৌছায়।

‘জনতা আমার কাছে ঈশ্বর’

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। আজ মান কি বাত-এর শততম পর্ব। আপনাদের হাজার হাজার চিঠি পেয়েছি আমি, লক্ষ লক্ষ বার্তা এসে পৌঁছেছে আর আমি চেষ্টা করেছি যাতে বেশি বেশি চিঠি পড়ে উঠতে পারি, দেখতে পারি, বার্তার মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারি। আপনাদের চিঠি পড়তে গিয়ে অনেক বার আমি আপ্লুত হয়েছি বলে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আবেগে পূর্ণ হয়েছি, ভেসে গিয়েছি আবেগে এবং আবার নিজেকে সামলে নিয়েছি। আপনারা আমাকে ‘মন কি বাত’-এর শততম পর্ব উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু আমি হৃদয়ের অন্তর থেকে বলছি, প্রকৃতপক্ষে অভিনন্দনের পাত্র তো আপনারা, মন কি বাতের শ্রোতারা, আমাদের দেশবাসী। ‘মন কি বাত’ কোটি কোটি ভারতীয়র মনের কথা, তাঁদের ভাবনার প্রকাশ।২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েই নরেন্দ্র মোদি শুরু করেন ‘মন কি বাত’। দেখতে দেখতে ১০০ পর্বে পা দিল রেডিও অনুষ্ঠানটি। ২২ টি ভারতীয় ভাষা ও ১১টি বিদেশি ভাষা সম্প্রচারিত হল এদিনের ‘মন কি বাত’। স্বাভাবিক ভাবেই এদিন

বক্তব্য রাখার সময় রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন মোদি। জানিয়ে দিলেন, এই অনুষ্ঠান তাঁর কাছে কোনও অনুষ্ঠান মাত্র নয়। তাঁর কাছে এই অনুষ্ঠান যেন এক পূজা। তাঁর মনের আধ্যাত্মিক যাত্রা। গত কয়েক দিন ধরেই প্রধানমন্ত্রীর রেডিও অনুষ্ঠান নিয়ে প্রচার তুঙ্গে ছিল। ‘মন কি বাত’ সম্প্রচারের কথা টুইট করে জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘও। রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে প্রচারিত হয়েছে অনুষ্ঠানটি। সব মিলিয়ে কার্যতই দেশ তো বটেই, বিদেশেও ‘মন কি বাত’-এর ১০০তম পর্ব স্পর্শ করাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে। সেই আবেগ ঝরে পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরেও। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমার কাছে ‘মন কি বাত’ ঈশ্বররূপী জনতা জনার্দনের চরণে প্রসাদের থালার মতো। ‘মন কিবাত’ আমার মনের আধ্যাত্মিক যাত্রা। ‘মন কি বাত’ স্ব থেকে সমষ্টিতে যাত্রা। ‘মন কি বাত’ অহম থেকে বয়মের দিকে যাত্রা। জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বেই দেশের বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেন মোদি। যাঁরা নিভৃতে দেশের মানুষের সেবা করে চলেছেন, এমন বহু অনামী মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অনুষ্ঠানের পরে সেই মানুষগুলিও হয়ে উঠেছেন পরিচিত মুখ। এদিন তেমনই কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। এঁদের সঙ্গে আগেও কথা হয়েছিল তাঁর। তাঁদেরই অন্যতম হরিয়ানার সুনীল জাগলন। ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচির কথা বলতে গিয়ে মোদি উল্লেখ করেন ‘সেলফি উইথ ডটার’-এর জনপ্রিয়তার কথা। এর পিছনে অন্যতম মুখ সুনীল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি মণিপুরের বিজয় শান্তি ও কাশ্মীরের মঞ্জির আলমের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। এছাড়া এদিন ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল আড্রে আজুলে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

‘বিচারপতির মন্তব্যে সংযম থাকা উচিত’, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মত প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ বিচারপতি পদে বসে সংযত হয়েই মন্তব্য করা উচিত। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় -র মন্তব্যের পরিপেক্ষিতেই এই জবাব দেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত। এভাবেই তিনি মতপ্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি একাধিক বিষয়ে হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল, যা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। নিজের এজলাসে চলা বিচারাধীন মামলা নিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলার জেরেও প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। সেই সংক্রান্ত মামলাতেই শুক্রবার এজলাস বদলের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এনিয়ে দিনভর হাই কোর্টের অন্দরেও কানাঘুষো চলে। যদিও এ প্রসঙ্গে বিশেষ কেউ মুখ খুলতে চাননি। বর্ষীয়ান আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ থেকে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রত্যেকে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরাও নীরব। এদিকে শুক্রবার রাতে আদালত থেকে বেরনোর সময়ও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। যার ফলে প্রশ্ন ওঠে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা কার্যত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল কি না। এ নিয়ে আইনজীবীদের একাংশ তাঁকে সমর্থন করলেও বিরোধিতা করেছেন অন্য অংশ।

শুক্রবার রাতে হাই কোর্ট থেকে বেরনোর সময় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্ট যুগ যুগ জিও।’’ মন্তব্যটি ইতিমধ্যে নজর কেড়েছে। এবং সে প্রসঙ্গেই বিচারপতিদের সংযত হয়ে মন্তব্য করার মত প্রকাশ করেছেন বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে মামলা সরানোর রায়ে হতাশ চাকরিপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ। অনেকেই বলছেন, নিয়োগ মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হতে পারে অনিশ্চয়তা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বলেছেন, তিনি যে কাজ ৬ মাসে করতেন, সেই কাজ করতে ৬০ বছরও লেগে যেতে পারে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, বেঞ্চ বদলে সত্যিই কি নিয়োগ মামলা ধাক্কা খেতে পারে? অন্যান্য বিচারপতির কাজ নিয়েও কি প্রশ্ন তুলছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়? এমনটা অবশ্য মনে করছেন না হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত। তাঁর কথায়, ‘‘সব বিচারপতির কাজই সমান। শুধু বিচারের ধরন আলাদা।’’ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘‘আসলে উনি সময়টাকে নিয়ে বলতে চাননি। কাজের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর বিচারের ধরন এক রকম, আরেকজন বিচারপতির কাজের ধরন অন্য রকম।’’ ফলে এজলাস বদল হলেও মামলায় প্রভাব পড়ার কোনও প্রশ্ন থাকছে না বলে মনে করেন বিচারপতি করগুপ্ত। হাই কোর্টের বিচারাধীন মামলার এজলাস বদলের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। সে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘‘আদালতের কর্মপদ্ধতির দুটো ভাগ রয়েছে। বিচারবিভাগ ও প্রশাসনিক। প্রশাসনিক দিক থেকে না পারলেও বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রে যদি কোনও আবেদন সুপ্রিম কোর্টে যায়, সেক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিতে পারে।’’

বুধবার মালদা জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আরও একবার জেলা সফরে বার হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ৩ মে অর্থাৎ সামনের বুধবার তিনি যাবেন মালদা জেলায়। সেখানে ৪ তারিখ থাকছে তাঁর প্রশাসনিক বৈঠক। সেই বৈঠকে মালদা জেলার পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকেরাও থাকতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ একটি বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী ২টি জেলার অবস্থা পর্যালোচনা করে নেবেন। সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে উত্তর দিনাজপুর জেলার থাকার কথা ছিল না। কিন্তু কালিয়াগঞ্জের ঘটনার পরে মালদার বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের ডেকে নিতে পারেন বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে। সেই ঘটনার জেরে থানা ভাঙচুর, পুলিশ কর্মীকে শারীরিক হেনস্থা থেকে পুলিশকে মারধরের ঘটনাও ঘটে। সেই সব ঘটনা আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়। কালিয়াগঞ্জ থানায় হামলার ঘটনার পিছনে আবার কেএলও জঙ্গিদের সরাসরি যোগ থাকার ঘটনাও উঠে আসে। এই রকম অবস্থায় উত্তরবঙ্গের একটি জেলা সফরে গিয়ে পাশের উত্তর দিনাজপুর জেলার দিকে মুখ্যমন্ত্রী মন দেবেন না সেটা হতেই পারে না। তাই সরকারি ভাবে এখনও কিছু ঘোষিত না হলেও মনে করা হচ্ছে আগামী ৪ তারিখের বৈঠকে মালদা জেলার পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলার আধিকারিকেরাও থাকতে পারেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক

‘২৪০ আসন পাবে তৃণমূল’

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ ‘তৃণমূলে নবজোয়ার’ কর্মসূচিতে জেলায় জেলায় ঘুরছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে তিনি বেঁধে দিলেন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের টার্গেট। বললেন, ছাব্বিশে ২৪০ টি আসন পাবে তৃণমূল। ধাপে ধাপে আরও বেশি করে জনসমর্থন আদায় করা। জনগণের কাজ করেই তাঁদের কাছে টানা, ভোটমুখী করে তোলা। বরাবর সেটাই লক্ষ্য রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের । আসন্ন কোনও নির্বাচন কিংবা কোনও ইস্যু নয়। দূরের দিকে চোখ রেখেই তৃণমূল নিজের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফের তা বুঝিয়ে দিলেন। এই মুহূর্তে ‘তৃণমূলে নবজোয়ার’ কর্মসূচিতে জেলায় জেলায় ঘুরছেন অভিষেক। রবিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে তিনি বেঁধে দিলেন লক্ষ্য। রবিবার সকাল থেকে উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জনসংযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর চোপড়ায় প্রথম জনসভা করেন। সেখান থেকেই তিনি বলেন, তৃণমূলকে হারানো, হঠিয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। জনসমর্থন আরও বাড়ছে, বাড়বে। ২০১১ সালে ১৮৪ টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল। ২০১৬ সালে ২১১ টি আর ২০২১ সালে ২১৩ আসনে জিতেছে। এবার ছাব্বিশে ২৪০ আসন পাবে তৃণমূল। তাঁর আরও দাবি, ইডি, সিবিআই যত নোটিস পাঠাবে, তত আন্দোলন তীব্রতর হবে। আমাকে অনেকবার নোটিস পাঠিয়েছে, আমি গিয়ে হাজিরাও দিয়েছি। কিন্তু লড়াই থামাইনি। এটাই তৃণমূল কংগ্রেস। মনে রাখবেন, ইডি, সিবিআই দেখিয়ে অন্য যে কোনও দলকে দুর্বল করা যায়, কিন্তু তৃণমূলকে নয়।

একযোগে বিজেপি-বাম’কে আক্রমণ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় ডোমজুড়ের কর্মীসভায় একযোগে বিজেপি-বাম’কে আক্রমণ কুণালের। কল্যাণের হুঁশিয়ারি ২০২১ এর মতোই বিজেপিকে নির্বাচনে কড়া জবাব দিতে হবে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ঘর গোছাতে নেমে পড়ল তৃণমূল। রবিবার বিকেলে ডোমজুড়ের প্রাচ্য ভারতী স্টেডিয়ামে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক বুথভিত্তিক কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় কুণাল ঘোষ, ডঃ শশী পাঁজা, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব এদিন বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন। সিপিএমের বিরুদ্ধেও সরব হন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, বিজেপি কোনও ইস্যু খুঁজে পাচ্ছেনা। তাই ওরা কুৎসা করে চাপিয়ে দিতে চাইছে। সিপিএমকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন যতবার ভোট করবে ততবার সিপিএম হারবে। নন্দীগ্রামে এদিনের সভা ফ্লপ হয়েছে বলেও কুণাল ঘোষ দাবি করেন। কুণাল ঘোষ এদিন আরও বলেন, বিজেপির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রচারে এর পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষ তখন বুঝবে, কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকারকে দরকার। মমতার রান্নাঘরে দু’একটা পচা আলু যেগুলো ছিল সেগুলো মমতা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। আর বাইরে অমিত শাহ, শুভেন্দুরা সেগুলো বাইরে থেকে নিয়েছে। কাঁথির মেজো খোকা আজকে সভা ডেকেছিল। সেই সভা আজকে ফ্লপ হয়েছে। নন্দীগ্রামে ওদের পায়ের তলার মাটি সরছে। তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা শক্তি যারা নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একমাত্র মোকাবিলা করতে পারে। তবে হ্যাঁ শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা বলবো তা নয় সিপিএমকেও মানুষ যেন ভুলে না যায়। সিপিএমের সেই অত্যাচারের দিনগুলোর কথা। এখন লাল ঝান্ডা হাতে যাদের দেখা যাচ্ছে ওরাই তো বুথে বুথে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দেবে। আগে ওরা নিজেদের ভোট ফিরে পাক তারপরে ওরা লড়াই করতে আসবে। কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, ওরা যা অভিযোগ করছে, কুৎসা করছে ওটা ওদের ব্যাপার। ওরা ইস্যু পাচ্ছে না বলে এই ধরনের কুৎসা করে চাপিয়ে দিতে চাইছে। ডিওয়াইএফআই যে গণভোটই নিক মানুষের ভোটে ওরা শূন্য হয়ে গিয়েছে। সিপিএম একটা নির্লজ্জ বেহায়া পার্টি। ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল ১৭ জন সন্যাসী এবং ২ জন সন্যাসিনীকে পিটিয়ে, পুড়িয়ে গণহত্যা করেছিল। তারা এখন এসে বড়বড় কথা বলছে। কিসের গণভোট। সিপিএমের একা মুরোদ হয়নি। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে শূন্য হয়েছে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। যতবার ভোট করবে ততবার সিপিএম হারবে। যে নারী শক্তির কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন উনি দ্বিচারিতা করেছেন। যেখানে উন্নাস, প্রয়াগ, হাতরাস হয়, যেখানে বিলিকিসের অত্যাচারীদের বিজেপি সরকার ছেড়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্ট ভর্ৎসনা করে, তিনি আজকে এসে কুম্ভীরাশ্রু দেখাচ্ছেন ?

অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে কড়া চিঠি কৌস্তভের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ একদিকে যখন দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে বারংবার আক্রমণ শানাচ্ছে কংগ্রেস। তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আইনি লড়াই লড়ছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। যা নিয়ে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে কড়া চিঠি পাঠালেন আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী। কৌস্তভ বাগচীর পাঠানো চিঠিতে লেখা রয়েছে, আপনার জন্য কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পেশাদার আইনজীবী হিসেবে কার হয়ে লড়বেন, তা ঠিক করতেই পারেন আপনি। কিন্তু কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে দল ও কর্মীদের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তৃণমূলের দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু আপনি যখন সেই দলের নেতার হয়ে লড়াই করছেন, তখন আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাংলায় কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা আজ বলছেন, আমরা আপনার জন্য লজ্জিত। কৌস্তভ জানান, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম সেরা আইনজীবী তা নিয়ে সন্দেহ নেই। উনি কার হয়ে মামলা লড়বেন সম্পূর্ণ ওনার সিদ্ধান্ত। কিন্তু ওনার ভুলে গেলে চলবে না যে দলের উনি বর্ষীয়ান নেতা। দলের কর্মীদের প্রতি ওনার দায়বদ্ধতা রয়েছে। এখন যখন পশ্চিমবঙ্গে আমরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করছি। এই লড়াই লড়তে গিয়ে আমাদের দলের কর্মীদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। তাঁদের ঘর ছাড়া হতে হচ্ছে। এত কিছুর পরও আমরা মানুষের কাছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছি। কিন্তু সেই লড়াই কোথাও একটা জায়গায় ধুলোয় মিশে যাচ্ছে যখন দেখছি অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির মতো লোকেরা এই সকল চোর-জোচ্চোরদের হয়ে লড়ছেন সুপ্রিম কোর্টে।

সুকন্যাকে ১২ দিনের জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডলও আপাতত তিহাড় জেলেই থাকবেন। রবিবার তাঁকে ১২ দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে দিল্লির আদালতে হাজির করান হয়েছিল। সেখানেই তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হল। গত বুধবার গরু পাচার মামলায় দীর্ঘ ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুকন্যাকে। তার পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)’র হাতে গ্রেফতার হন তিনি। গ্রেফতারির পর শনিবার পর্যন্ত ইডির হেফাজতে পাঠানো হয় তাঁকে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। এই গরু পাচার মামলায় সাড়ে আট মাস আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তার পর থেকেই তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন সুকন্যা। বুধবার সকালেই ডেকে পাঠানো হয়েছিল সুকন্যাকে। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অনুব্রত কন্যাকে। ইডি সূত্রে দাবি, সুকন্যা জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসহযোগিতা করেন। তার পরই সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

‘মোদি পদবি’ মামলায় রাহুল গান্ধীর মামলা যারা শুনছেন, সেই বিচারপতিদের বিজেপি যোগ যেন রুটিন হয়ে গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ ‘মোদি পদবি’ মামলায় রাহুল গান্ধীর মামলা যারা শুনছেন, সেই বিচারপতিদের বিজেপি যোগ যেন রুটিন হয়ে গিয়েছে। সুরাটের দায়রা আদালতে রাহুলের মামলা শুনেছিলেন আর পি মোগেরা। সেই বিচারক একসময় মামলা লড়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হয়ে। এবার গুজরাট হাই কোর্ট যে বিচারপতি রাহুলের মামলা শুনছেন তাঁর সঙ্গেও বিজেপি যোগের অভিযোগ উঠছে। মোদি পদবি মামলায় সুরাটের দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে গুজরাট হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল বিচারপতি গীতা গোপির এজলাসে। কিন্তু প্রথম শুনানির দিনই বিচারপতি গীতা গোপি নিজেকে এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সেই মামলা

যায় বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছকের এজলাসে। শনিবার এই মামলার শুনানিও হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে এই বিচারপতিকে নিয়ে সংশয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের অন্দরে। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছক এক সময় বিজেপি নেতাদের হয়ে একাধিক মামলা রয়েছে। এমনকী গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত তৎকালীন মন্ত্রী মায়া কোদনানির হয়েও মামলা লড়েছেন তিনি। ২০০২ সালে আমেদাবাদের নারোদাগাঁও এলাকায় এক দাঙ্গায় মহিলা ও শিশুসহ প্রায় শতাধিক মুসলিম খুন হন। সেই মামলায় সম্প্রতি বেকসুর খালাস হওয়া মায়া কোদনানিদের অন্যতম কৌঁসুলি ছিলেন তিনি। বিরোধীদের দাবি, বিজেপি ঘনিষ্ঠতার পুরস্কারও পেয়েছেন বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছক। ২০১৫ সাল পর্যন্ত গুজরাট হাই কোর্টের প্লিডার হিসাবে কাজ করতেন তিনি। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁকে গুজরাট হাই কোর্টে সরকারি আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এরপরই বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয় তাঁকে। আপাতত রাহুলের মামলা রয়েছে তাঁর হাতেই। যদিও অতীতে কোনও বিচারপতি কোন মামলার আইনজীবী ছিলেন, সেটা পুরোপুরিই তাঁর পেশাদারি সিদ্ধান্ত, সেই অতীত ঘেঁটে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা নেহাতই বোকামি বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

বঙ্গ বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল বেড়েছে, তাই পর্যবেক্ষকদের আসা-যাওয়া কমেছে রাজ্যে

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,৩০এপ্রিল ঃবঙ্গে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যবোংলা নিয়ে উৎসাহ হারাচ্ছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা! যার ফলে কমে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের যাওয়া আসা। যা অস্বস্তিতে ফেলছে বিজেপির বঙ্গ নেতাদের। অথচ ঘটা করে গত বছরেই একঝাঁক কেন্দ্রীয় নেতাকে বাংলার পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন অমিত শাহ জেপি নাড্ডারা। তাতে সুনীল বনসলের মতো বিজেপির প্রথম সারির সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের নেত্রী আশা লাকড়া, বিহারের নেতা মঙ্গল পাণ্ডেদের নাম ছিল। আগে থেকে অমিত মালব্য, সতীশ ধনদের মতো নেতারা তো ছিলেনই। প্রথম দিকে বনসল থেকে শুরু করে পাণ্ডে বা লাকড়ারা নিয়মিত বঙ্গ সফরে এসে সাংগঠনিক বৈঠক করা, দলের অন্দরের সমস্যা মেটানো, দলের পুরনো অথচ বসে যাওয়া নেতাদের ফেরত নিয়ে আসার মতো বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু গত বছরের ডিসেম্বরের পর থেকেই যাওয়া আসা কমে গিয়েছে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের। দলের একাংশের অভিযোগ, কোনও সমস্যা নিয়ে ফোন করলে রাজ্যস্তরেই কথা বলে দেখে নেওয়ার পরামর্শ মিলছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের অনীহা দেখে বসে যাওয়া নেতারা,

যারা দলে ফেরার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন, তাঁরাও ফের নিজেদের গুটিয়ে নিতে শুরু করেছেন। রাজ্য বিজেপির (ক্ষখগু) বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অবশ্য পর্যবেক্ষকদের বঙ্গ সফর কমে যাওয়ার অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, দৈনন্দিন স্তরে কাজকর্ম দেখা পর্যবেক্ষকদের কাজ নয়। রাজ্যে দল চালাতে হবে বঙ্গ বিজেপিকেই। পর্যবেক্ষকরা বিশেষ প্রয়োজনে আসবেন, পরামর্শ দেবেন। বাংলায় আসা কমে যাওয়ার কথা মানতে চাননি বনসল নিজেও। তিনি জানান, কিছুদিন আগেই শাহর (কড্ডটত ক্ষঞ্জজ্ঞ) সঙ্গে বঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, যখনই প্রয়োজন তখনই বাংলায় যাবেন বলেও মন্তব্য করেছেন। যদিও বঙ্গ বিজেপির এক সাংসদের কটাক্ষ, শাহ নাড্ডার মতো নেতারা বাংলায় এলে হাজিরা দিতে সমস্ত পর্যবেক্ষকই উপস্থিত হন। তারপর আর তাঁদের টিকিরও দেখা মেলে না।

ফের হরিয়ানার মর্যাদা বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের শততম পর্ব শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হরিয়ানার জিন্দে বসবাসকারী সুনীল জাগলান-এর সাথে কথা বলে পুরো হরিয়ানা ফের গর্বিত বোধ করে। অনুষ্ঠান চলাকালীন চণ্ডীগড়ের রাজভবনে সুনীল জাগলান প্রসার ভারতী আয়োজিত স্ক্রিনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।সুনীল জাগলান বলেন, হরিয়ানা রাজ্যের জন্য এটি গর্বের বিষয় যে বিবিপুর থেকে শুরু হওয়া একটি প্রচার কেবল বিশ্বের ৮০ টিরও বেশি দেশে পৌঁছেছে তা নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার 'মন কি বাত'-এ চারবার সমর্থন করেছেন। অনুষ্ঠানে উল্লেখ করে শততম পর্বে তিনি কন্যাদের সম্মান বাড়িয়েছেন।জগলান আরও বলেন, 'সেলফি উইথ ডটার' প্রচারাভিযান ৯ জুন, ২০১৫ এ চালু হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম ২৮ জুন, ২০১৫-এ তার মাসিক রেডিও প্রোগ্রামে এটি উল্লেখ করেছিলেন। এরপর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে প্রচার চারবার প্রচারিত হয়।প্রসঙ্গত, কন্যা ভ্রুণহত্যা বন্ধে কন্যা সন্তানের সাথে সেলফি, কন্যাদের নাম, নেমপ্লেট, পিরিয়ড চার্ট, লাডো পঞ্চায়েত, লাডো গো অনলাইন, মেয়েদের বিয়ের বয়স ২১, সুখের চার্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধে সুনীল জাগলান শত শত কাজ করেছেন। মেয়েদের জন্য ইত্যাদি প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে, যা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে প্রশংসিত হচ্ছে।

খাড়গের বিষাক্ত সাপের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিষাক্ত সাপের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। গত শুক্রবার বিজেপির চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে দেখা করে অভিযোগ জানায়। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ, সর্বভারতীয় মিডিয়া ইনচার্জ অনিল বালুনি এবং ওম পাঠক। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার এবং কর্ণাটক নির্বাচনে প্রচারে তাঁকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে।নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, কংগ্রেস সবসময়ই গণতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। তারা সবসময়ই নেতিবাচক রাজনীতি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা একই বিদ্বেষের রাজনীতির অংশ। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনা আজ নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। এই ধরনের শব্দের ব্যবহার ইচ্ছাকৃত এবং কংগ্রেসের ঘৃণামূলক প্রচারের অংশ। কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে, মল্লিকার্জুন খাড়গেকে প্রচারে নিষিদ্ধ করা উচিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও নথিভুক্ত

নিষিদ্ধ কাশির সিরাপসহ আটক যুবক

রায়গঞ্জ, ৩০ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পোস্ট করা উত্তরবঙ্গ সীমান্তের রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীনে ১৩৭ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) বুলকিপুরের বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) সীমান্তে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। এলাকা থেকে ধৃত ভারতীয়ের নাম শিবেন বর্মণ (২৪)।রবিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযাযী, ভারত থেকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের চেষ্টাকালে ধরা পড়েন শিবেন বর্মন। আসামিদের কাছ থেকে ৬৬ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ জব্দ করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবককে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বালুরঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেশে এফএম সংযোগ বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী নতুন ৯১টি ১০০চ এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি,৩০এপ্রিলঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৯১টি নতুন ১০০চ এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন দেশের রেডিও সংযোগকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে।সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে অনেক পদ্ম পুরস্কার প্রাপকের উপস্থিতিতে সন্তোষ ব্যক্ত করে তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, অল ইন্ডিয়া রেডিও-কে অল ইন্ডিয়া এফএম গড়ে তোলার লক্ষ্যে এফএম পরিষেবা বাড়াতে আজকের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল ইন্ডিয়া রেডিও-র এই ৯১টি এফএম ট্রান্সমিটারের সূচনাকে তিনি ৮৫টি জেলা এবং দেশের ২ কোটি মানুষের উপস্থিতির অনুরূপ বলে জানান। শ্রী মোদী বলেন, এর মধ্য দিয়ে ভারতের রং ও বৈচিত্র্যের ঝলক পাওয়া যাবে। তিনি জানান যে নতুন এফএম ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে যে জেলাগুলি যুক্ত হবে সেগুলি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা এবং ব্লক। এক্ষেত্রে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও-র অসাধারণ সাফল্যে অভিনঃদন জানান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের অভিনঃদন জানিয়ে তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রভূত উপকৃত হবেন।প্রধানমন্ত্রী রেডিও-র সঙ্গে এই প্রজন্মের আবেগগত সংযোগের উল্লেখ করেন। তিনি আসন্ন ' মন কি বাত'-এর ১০০তম পর্বের উল্লেখ করে বলেন, আমার ক্ষেত্রে এটা এক অতিরিক্ত আনন্দের যে রেডিও-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক একজন উপস্থাপক হিসেবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষের সঙ্গে এই জাতীয় এক আবেগগত সংযোগ রেডিও-র মাধ্যমেই সম্ভব। এর মাধ্যমে আমি দেশবাসীর কর্তব্যের সম্মিলিত শক্তি এবং দেশের শক্তির সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ' ভারত', ' বাঁচাও বেটি পড়াও', 'ঘর ঘর তিরঙ্গা'র মতো উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের ভূমিকার কথা বলেন যা ' মন কি বাত'-এর মাধ্যমে জন-আন্দোলনের চেহারা নেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফলে, এক অর্থে আমি আপনাদের অল ইন্ডিয়া রেডিও-র দলের অংশস্বরূপ।৯১টি এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন এতদিন পর্যন্ত এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত অবহেলিতদের সুবিধা দেওয়ার স্বার্থে নীতিগতভাবে সরকারের একটি পদক্ষেপ বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। যাঁরা এতদিন নিজেদের দূরের মনে করতেন, আরও বৃহত্তর স্তরে যুক্ত হওয়ার তাঁরা সুযোগ পাবেন বলে তিনি জানান। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাযথ সময়ে প্রচার, গোষ্ঠী নির্মাণ প্রয়াস, কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে আবহাওয়ার শেষ খবর, কৃষকদের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও সব্জির দামের তথ্য, কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহারের ফল যে ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নতুন বাজার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সহায়তা প্রদান প্রভৃতি এফএম ট্রান্সমিটারের সুবিধা মানুষ পেতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এফএম-এর তথ্যপ্রযুক্তিগত মূল্যের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।শ্রী মোদী বলেন যে প্রযুক্তি গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, ভারত যদি তার পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে তাহলে কোনও ভারতবাসীর সুযোগের কোনও অভাব থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ এবং তাকে মূল্যসাশ্রয়ী করে তোলা হল মূলগত দিক। অপটিক্যাল ফাইবারের উল্লেখ করে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে সমস্ত গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার যুক্ত হওয়ায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবথেকে কম মূল্যে ডেটা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামে ডিজিটাল উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটা এক নতুন জোয়ার এনেছে। অনুরূপভাবে ইউপিআই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও রাস্তার হকারদেরকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, গত কয়েক বছর ধরে দেশজুড়ে যে প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটছে তা রেডিও, বিশেষত এফএম-কে এক নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করেছে। ইন্টারনেটের প্রসারের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে রেডিও অনেক উদ্ভাবনী উপায়ে পডকাস্ট এবং অনলাইন এফএম হয়ে হাজির হতে পারছে। তিনি জানান, ডিজিটাল ভারত রেডিও-কে কেবল নতুন শ্রোতাই দেয়নি, এক নতুন চিন্তা প্রক্রিয়ারও জন্ম দিয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, প্রত্যেকটি সম্প্রচার মাধ্যমেই এই অনুরূপ বিপ্লব সাধিত হতে পারে। তিনি জানান যে ডিডি ফ্রি ডিশ পরিষেবা দেশে সর্ববৃহৎ ডিটিএইচ মঞ্চ। দেশের ৪ কোটি ৩০ লক্ষ বাড়িতে সঠিক সময়ে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে এই মঞ্চটি। এর ফলে, কোটি কোটি গ্রামের বাড়ির দরজায় বিশ্বের খবর এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার খবর এসে হাজির হচ্ছে। তিনি জানান যে বহু দশক ধরে অবহেলিত সেইসব সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষা এবং বিনোদন পৌঁছচ্ছে। এর ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য দূর হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই উন্নত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন। ডিটিএইচ চ্যানেলগুলিতে বিভিন্ন রকম শিক্ষা পাঠক্রমের সুযোগ রয়েছে যেখানে ঘরে বসে সরাসরি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান এসে পৌঁছচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে করোনা অতিমারীর সময়কালে এটি এক বিরাট সুবিধা হয়ে দেখা দেয়। ডিটিএইচ হোক কিংবা এফএম রেডিও - ভবিষ্য ভারতের দিকে তাকাতে এই শক্তি আমাদের কাছে এক জানালা খুলে দেয়। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে তৈরি হতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।প্রধানমন্ত্রী ভাষাগত বৈচিত্র্যের বিস্তৃতির ওপর আলোকপাত করে বলেন যে এফএম ট্রান্সমিশন সমস্ত ভাষা এবং ২৭টি স্থানীয় ভাষা-ভিত্তিক অঞ্চলে পৌঁছবে। এই সংযোগ কেবলমাত্র যোগাযোগের সরঞ্জামই নয়, তা মানুষকেও যুক্ত করে। এর মধ্য দিয়ে এই সরকারের কর্মসংস্কৃতির দিকটিও প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক সংযোগ শক্তিশালী করার পাশাপাশি বস্তুগত সংযোগের প্রসারের ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকার সাংস্কৃতিক সংযোগের পাশাপাশি বৌদ্ধিক সংযোগকে শক্তিশালী করছে। প্রধানমন্ত্রী উদাহরণস্বরূপ বলেন, প্রকৃত জননায়কদের পদ্ম এবং অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে এগুলি প্রকৃত অর্থেই জন-পুরস্কারের স্বীকৃতি পাচ্ছে। তিনি বলেন যে এখন আর অতীতের মতো নাম প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করে পুরস্কার দেওয়া হয় না, বরং পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয় রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রকৃত সেবার স্বীকৃতি হিসেবে।দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মীয় এবং তীর্থস্থানগুলির সংস্কারের ফলে পর্যটন বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে। বেশি সংখ্যক মানুষের পর্যটন কেন্দ্রগুলি সফর দেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃদ্ধির উদাহরণ বলে জানান শ্রী মোদী। আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে সম্পর্কিত সংগ্রহালয়গুলির পাশাপাশি বাবাসাহেব আম্বেদকর পঞ্চতীর্থ, প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় এবং জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের উদাহরণ দেন তিনি এবং বলেন এই জাতীয় উদ্যোগ দেশের বৌদ্ধিক এবং ভাবাবেগগত সংযোগের এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে।ভাষণ শেষে প্রধানমন্ত্রী অল ইন্ডিয়া রেডিও-র মতো সমস্ত যোগাযোগ চ্যানেলের লক্ষ্য এবং দিশা উল্লেখ করে বলেন, যে কোনও ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক এর উদ্দেশ্য হতে হবে দেশকে এবং তার ১৪০ কোটি মানুষকে যুক্ত করা। তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, সমস্ত অংশীদার এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চললে তাঁদের নিয়মিত আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।দেশের এফএম সংযোগ প্রসারে সরকারের দায়বদ্ধতাস্বরূপ ৯১টি নতুন ১০০চ এফএম ট্রান্সমিটার ১৮টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৫টি জেলায় স্থাপন করা হয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা এবং সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলকে অনুষ্ঠান কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে - বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, লাদাখ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। অল ইন্ডিয়া রেডিও-র এই এফএম পরিষেবা প্রসারের ফলে অতিরিক্ত ২ কোটি মানুষ যাঁদের ইতিপূর্বে এই অনুষ্ঠান শোনার সুবিধা ছিল না, তাঁরা এখন তা শুনতে পাবেন। এর ফলে প্রায় ৩৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় পরিষেবা প্রসারিত হবে।

তিনদিনের মলদ্বীপ সফরে রাজনাথ সিং, পর্যালোচনা হবে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ ১ থেকে ৩ মে মালদ্বীপ সফর করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি তার মলদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিয়া আহমেদ দিদি এবং বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। আলোচনায় দুদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের সব দিক পর্যালোচনা করা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সফরে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহের সঙ্গেও সাক্ষা করবেন।প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ এবং অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়াতে রাজনাথ সিং মলদ্বীপের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে একটি দ্রুত টহল জাহাজ এবং একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট উপহার দেবেন। সফরকালে তিনি দেশে চলমান প্রকল্পের স্থানগুলোও পরিদর্শন করবেন। এনআরআইদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই সফর দুদেশের মধ্যে মজবুত বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে।ভারত ও মলদ্বীপ সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, জলদস্যুতা, চোরাচালান, সংগঠিত অপরাধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে একসঙ্গে কাজ করছে। ভারত মলদ্বীপের 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' নীতির পাশাপাশি এই অঞ্চলের সকলের জন্য নিরাপত্তা ও উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সহ 'প্রতিবেশী ফার্স্ট' নীতির অধীনে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের মধ্যে যৌথভাবে সক্ষমতা বিকাশের জন্য একসঙ্গে কাজ করার জন্য তৈরি।

নির্বাচন কমিশনের বড় উদ্যোগ, 'বাড়ি থেকে ভোট' শুরু হয়েছে কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিলঃ গত শনিবার থেকে কর্ণাটকে 'বাড়ি থেকে ভোট' শুরু হয়েছে। এবার বড় উদ্যোগ নিয়ে ৮০ বছরের বেশি বয়সী ভোটার এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য এই সুবিধা চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কর্মী ও পোলিং এজেন্টদের পাঁচ সদস্যের একটি দল এ ধরনের ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। জনগণ কমিশনের নির্ধারিত ব্যালট পেপারে গোপনে ভোট দিচ্ছেন, খামে রেখে দলের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এ প্রক্রিয়া চলবে ৬ মে পর্যন্ত। রাজ্যে ২২৪ সদস্যের বিধানসভার জন্য ১০ মে ভোট হবে। আগামী ১৩ মে ফলাফল ঘোষণা হবে।

করোনাকালে মহারাষ্ট্রের জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ৪০৬ জন বন্দি পলাতক

পুনে, ৩০ এপ্রিলঃ করোনাকালে মহারাষ্ট্রের জেল থেকে জরুরি ভিত্তিতে ছুটি এবং প্যারোলে মুক্তি পাওয়া ৪০৬ জন বন্দি এখন সরকারের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কয়েকটি সতর্কতা সত্ত্বেও এরা কেউই আত্মসমর্পণ করেনি। এরা সব মাফিয়া, খুনের আসামি, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। তাদের গ্রেফতারে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। ৩৫০ নিখোঁজ পলাতক বন্দির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।করোনার সময় ৪ হাজার ২০০ জনেরও বেশি বন্দিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এবং সংক্রমণ কমে যাওয়ার পরে কারাগারে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে জরুরি প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কারাগারে ফেরেননি ৪০৬ বন্দি। তাদের গ্রেফতারে চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ। সরকারও চায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সমস্ত জেলবন্দিদের ধরতে।৩৫০ জনের বিরুদ্ধে ২২৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।জেল প্রশাসন স্থানীয় থানায় পলাতক বন্দিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪ ধারার অধীনে মামলা নথিভুক্ত করছে। এ পর্যন্ত এমন ৩৫০ পলাতক বন্দির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। করোনার সময় ইয়েরওয়াদা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ১৮ জনই দুস্কৃতী এবং মাফিয়া বন্দি এখনও পলাতক। এছাড়াও ইয়েরওয়াদা মহিলা কারাগার থেকে ২ জন এবং ইয়েরওয়াদা ওপেন জেল থেকে ৫ বন্দি পলাতক রয়েছে। একইভাবে, তালোজা জেল থেকে ৫০ জন, নাসিক রোড জেল থেকে ৪৪ জন, নাগপুর জেল থেকে ২৩ জন, পৈথান জেল থেকে ২২ জন, অমরাবতী জেল থেকে ৩৩ জন, কোলহাপুর জেল থেকে ২৪ জন এবং ছত্রপতি সম্ভাজি নগর জেল থেকে ২২ জন পলাতক রয়েছে।

দফতরের তদন্ত চলবে, সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃআমাদের দফতরের তদন্ত চলবে। আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না, এই নিয়োগে বেসরকারি সংস্থাকে কেন যুক্ত করা হল?পুর-নিয়োগে দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ নিয়ে গত শুক্রবার এই মন্তব্য করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, আশা করছি, বিভাগীয় তদন্তে প্রকৃত বিষয়টা উঠে আসবে! সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিলেও বিভাগীয় তদন্ত জারি রাখছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কোথা থেকে এল এই সংস্থা? কেন নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত করা হল এই বেসরকারি সংস্থাকে? সবটা খোঁজ নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেছি।'নাম না করে এভাবেই অয়ন শীলের সংস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পুরমন্ত্রী । পাশাপাশি, পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আজ সেটাও সরকারিভাবে বললেন পুরমন্ত্রী। পুরমন্ত্রী বলেন, পুর নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কে আমি আগে জানতাম না। আদালতে মামলা হয়েছে শুনে আমি দফতরের প্রধান সচিব এবং অধিকর্তাদের তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছিলাম। কেন একটা বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হল গ্রুপ-ডি নিয়োগের জন্য? তার রিপোর্ট এখনও পাইনি। তার মাঝেই শুনলাম, হাইকোর্ট সিবিআই তদন্ত দিয়েছে। আজ আবার সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে বলে শুনলাম।প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়কে অব্যাহতির পর সুপ্রিম কোর্ট পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতে কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের উপরও স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ফলে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। একইসঙ্গে স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে ইডির তদন্তের উপরেও। একসপ্তাহের জন্য এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করার সময় তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে গিয়েই পুরসভাতে নিয়োগেও দুর্নীতির খোঁজ পায় ইডি। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়কে সরানোর পর এবার তাঁর পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই-ইডি তদন্তের নির্দেশের উপরও জারি হয়েছে স্থগিতাদেশ।

লুধিয়ানায় কারখানার গ্যাস লিকে ১২ জনের মৃত্যু, অসুস্থ ১০০

লুধিয়ানা, ৩০ এপ্রিলঃরবিবার সাত সকালেই বিপত্তি। লুধিয়ানায় এক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিকের ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ১০০ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। কারখানার ভিতরে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছেন উদ্ধারকারীরা।লুধিয়ানার মহকুমা শাসক স্বাতী তিওয়ানা জানিয়েছেন, রবিবার সকালে গিয়াসপুরার একটি কারখানা থেকে আচমকাই বিষাক্ত গ্যাস লিক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ওই বিষাক্ত গ্যাস নিমিষেই আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। আচমকাই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। চোখের পলকেই অনেকে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। গ্যাস লিকের ঘটনা জানানো হয় পুলিশকে।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। অসুস্থদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকদের দলকেও এলাকায় পাঠানো হয়েছে। কীভাবে কারখানায় গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটল তা জানা যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হবে বলে লুধিয়ানার মহকুমা শাসক জানিয়েছেন। গ্যাস লিকের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভাগবন্ত সিং মান। অসুস্থদের সবরকমের সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন।

অসুস্থ খালেদা জিয়া, রাতেই ভর্তি বেসরকারি হাসপাতালে

ঢাকা, ৩০ এপ্রিলঃ ফের অসুস্থ হয়ে প।ছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। শনিবার রাতেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকার এক বেসরকারি হাসপাতালে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক জেড এম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ' কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই বিএনপি চেয়ারপার্সনকে হাসপাতালে কতদিন ভর্তি রাখা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।'শনিবার বিকেলে গুলশানের ফিরোজা থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা পরীক্ষার পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। যদিও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে বেশ কিছু উপসর্গ জটিল হওয়ায় কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা।দীর্ঘদিন ধরেই তিনি আর্থারাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। এদিন রাতে খালেদা জিয়ার হাসপাতালে ভর্তির খবর ছ।য়ে প।তেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। অনেকেই রাতে বেসরকারি হাসপাতালে ছুটে যান।

আইপিএলে এদের দর ১৫ কোটির বেশি, অথচ একটি ম্যাচও খেলেননি

মুম্বই, ৩০ এপ্রিলঃ প্রতিবারের মতো এবারও কোটি কোটি টাকা দিয়ে খেলোয়া। কিনেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এঁদের মধ্যে কারো কারো দাম ১৫ কোটি টাকারও বেশি। এই ১৫ কোটির কয়েকজন এবার একটি ম্যাচও আইপিএলে খেলতে পারেননি।এরা হলেন রিষভ পন্থ, শ্রেয়াস আইয়ার ও জসপ্রীত বুমরাহ। এবারের আইপিএলের আগে এদের প্রত্যেককেই রিটেন করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। পন্থকে দিল্লি ক্যাপিটালস ২০ কোটি ৭৭ লাখ টাকায়, আইয়ারকে কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৫ কোটি ৯০ লাখ টাকায়

মণিপুরে স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেবে সরকারঃমুখ্যমন্ত্রী বীরেন

ইমফল, ৩০এপ্রিলঃমণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তাঁর কার্যক্রমস্থলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাং বীরেন সিং।চূড়াচাঁদপুরের পিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নিউ লামকায় মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিঙের প্রস্তাবিত ওপেন জিম উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীরা আংশিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে উদ্বোধনী সভাস্থল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশকে একসময় কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে দুস্কৃতীদের ছত্রভঙ্গ করেছে।এদিকে গতবৃহঃবার মধ্যরাত থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জারি করেছেন সিআরপিসির ১৪৪ ধারা। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। সংগঠিত নাশকতা সম্পর্কে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি

বলেন, ' আমরা গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি। যারা এভাবে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব।' তিনি বলেন, ' মানুষ মণিপুরের উন্নয়ন চায় না। উন্নয়ন-বিরোধী কার্যকলাপে জড়িতদের কোনও অবস্থাতেই রেহাই দেওয়া হবে না। এটা বিজেপি সরকারের দায়বদ্ধতা, আমার অঙ্গীকার।'জানা গেছে, খুব শিগগির ওপেন জিমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিউ লামকার সদ্ভাবনা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে।এদিকে, খ্রিষ্টান আদিবাসী উপজাতীয় নেতাদের সংগঠন ' ট্রাইবাল লিডারস্ ফোরাম' (আইটিএলএফ) সরকারের ভূমি জরিপ এবং গির্জা ভাঙার প্রতিবাদে গত শুক্রবার সকাল ৮ঃ০০টা থেকে বিকাল ৪ঃ০০ পর্যন্ত চূড়াচাঁদপুর জেলা বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। বনধ-এর প্রভাব ছিল মিশ্র। বনধ-সমর্থক মার স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাত সদস্যকে আটক করেছে রাজ্য পুলিশ।সংরক্ষিত বন সুরক্ষিত বন জলাভূমি বন্যপ্রাণী এবং গ্রাম উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকার কৃর্তক পরিচালিত সমীক্ষায় ফোরামের বেজায় আপত্তি। ওই সব আপত্তি সংবলিত ফোরাম রাজ্য সরকারের কাছে একাধিক স্মারকপত্রও জমা দিয়েছে আদিবাসী নেতাদের সংগঠন।তারা খ্রিষ্টানদের গির্জার পবিত্রতা রক্ষা করে উচ্ছেদ না চালাতে সরকারকে বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ এবং ভূমি জরিপ অভিযান অব্যাহত রাখায় সম্প্রতি আইটিএলএফ সরকারের সব কার্যক্রম বানচাল করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল। গতকাল রাতে সংগঠিত ঘটনা ওই ঘোষণার প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১মেঃসোমবার, ১৬ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিষ্কার আকাশ ।বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৪২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ০৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৬ টা - ০১মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। সংসারে শান্তি
বৃষভ রাশিঃআপনার রুক্ষ মেজাজ আপনাকে কিছু ঝামেলায় ফেলতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে।শুভদিন
মিথুন রাশিঃআপনার আবগেগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। শুভদিন
কর্কট রাশিঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে। বিবাহের যোগ
সিংহ রাশিঃআপনার প্রিয়জন একটু বিরক্তকর বলে মনে হবে-
কন্যা রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ হবে।।
তুলা রাশিঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। সংসারে শান্তি।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। আর্থিক ব্যয়।।
ধনু রাশিঃআপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।
মকর রাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
মীন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যদিও আপনার আর্থিক অবস্থান উন্নত হয়েছে, তবুও টাকা

সেপটিক ট্যাংকের মল, মূত্র এবং দুর্গন্ধ পরিস্কার করতে কলকাতা পুরসভার নয়া পাইলট প্রজেক্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ সরু গলি। সেপটিক ট্যাংক রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে। পরিস্কার করার গাড়ি ঢুকতে পারে না। কিংবা বড় রাস্তা থেকে এতটাই ভিতরে যে পাইপ পৌঁছচ্ছে না। জমা মলমূত্র পরিস্কার করতে গিয়ে বিরাট অসুবিধা হচ্ছে কর্মীদের। এবার থেকে তেমনটা আর হবে না। কেন প্রশ্ন করতেই জানা গেল, নয়া দ্রব্য সেপটিক ট্যাংক ফেলে দিয়ে ট্যাঙ্ক পরিস্কার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক নিমেষে উবে যাবে মলমূত্র। গন্ধও থাকবে না। কলকাতা পুরসভার নয়া পাইলট প্রোজেক্ট এমনই। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের এক সংস্থা প্রাথমিক বৈঠক সেরে গিয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে। শিগগিরি শুরু হবে প্রোজেক্টের কাজ। নতুন এই প্রোজেক্টের নাম'অ্যারোবায়ো সলিউশন'। এই দিকে তাকিয়ে পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে রয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অগুনতি মানুষ। কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্তর কথায়, ''যে সমস্ত বস্তি অঞ্চলে রাস্তা প্রশস্ত নয়। এক একটি কাঁচা ঘরে একসঙ্গে অনেকে থাকে। স্বল্প পরিসরে সে সব জায়গায় পরিস্কার করার গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হওয়ায়, সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করা মুশকিল হচ্ছে।'' তার জন্যেই ব্যাকটিরিয়া দিয়ে তৈরি এই অ্যারোবায়ো সলিউশন। মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, নাগাল্যান্ড সরকার ইতিমধ্যেই বাড়িতে বাড়িতে এই অ্যারোবায়ো দিয়ে সুফল পেয়েছে। নাগাল্যান্ডের পুর নগরোন্নয়ন দপ্তরের পরামর্শদাতা ডা. নেইকিসেলি কিরের দাবি, অ্যারোবায়ো সেপটিক ট্যাঙ্কের মলকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে দিতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জমা মলমূত্রের দুর্গন্ধও নষ্ট হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, সেপটিক ট্যাঙ্কের বিষাক্ত মিথেন গ্যাসকেও নষ্ট করে দেবে এই অ্যারোবায়ো সলিউশন। কলকাতায় বিভিন্ন এলাকায় মাথা তুলছে একের পর এক ফ্ল্যাট। সে সমস্ত পেল্লায় আবাসনে সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার বাসিন্দাদের বাস। মেয়র পারিষদ জানিয়েছেন, এই সমস্ত আবাসনের কথা ভেবে ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার লিটারের সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করার গাড়ি কেনা হয়েছে। পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে রয়েছে এমন পাঁচটি গাড়ি। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থার কাছে রয়েছে আটটা। শুধু তাই নয়, কেনা হয়েছে ছোট গাড়িও। ৫০০ লিটার বর্জ্য বহন করতে পারে এমন গাড়ি হয়েছে তিনটি। এগুলো মাত্র আট ফুট চওড়া রাস্তাতেও প্রবেশ করতে পারবে। সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্য পরিস্কার করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করেছে পুরসভা। ১ হাজার লিটার পর্যন্ত ময়লা পরিস্কার করতে গেলে প্রতি ট্রিপে দিতে হবে সাড়ে পাঁচশো টাকা। ১ হাজার থেকে ৪ হাজার লিটার পর্যন্ত সেপটিক ট্যাঙ্কের মলমূত্র পরিস্কার করার খরচ ট্রিপ পিছু ১৩৫০ টাকা। ১২০ ফুট দূরত্ব থেকে সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা টেনে নিতে পারবে পুরসভার নতুন গাড়ি। তাই এর জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো চৌদ্দমাদল উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৩০ এপ্রিল ঃ মহা ধুমধামে পালিত হলো শিবরামপুর গায়েনের বাজারের চৌদ্দমাদল উৎসব। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের গায়েনের বাজারে এই চৌদ্দমাদল উৎসবটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ চার বছর চৌদ্দমাদল উৎসব বন্ধ থাকার পর এই বছর বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা চৌদ্দমাদল উৎসব কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দার উদ্যোগে ১৭ বছরে আবার এই উৎসবটি শুরু হলো। এই পাঁচ দিনের উৎসবটিকে ঘিরে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মন্ডলী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা উৎসব প্রাঙ্গণ। গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে কুটুম বন্ধু থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনের সমাগম ঘটে। এই প্রসঙ্গে উৎসব কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, মানুষের আবেগ এই হরিনাম, কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। কলিযুগের শ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। ৪ বছর বন্ধ থাকার পর প্রসরার দিন সেটা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এই চৌদ্দমাদল উৎসবে আমরা পরিক্রমা করেছিলাম। উৎসব

এই গায়েনের বাজার শিবরামপুর চৌদ্দমাদল উৎসবকে ঘিরে মানুষের যে আবেগ আজও অব্যাহত রয়েছে। সেটা অন্য ভোগ গ্রহণ ও দধি প্রাঙ্গন থেকে নামখানা তারপর আমরা দশ মাইল পর্যন্ত এই পরিক্রমা করি। সেখানে প্রচুর সংখ্যক ভক্তবৃন্দ এবং ভক্তিমতী মায়েরা এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেছিল। তিনি আরো বলেন, আমরা এই ভাবে হরিনাম, কৃষ্ণনাম মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই। উৎসব কমিটির সম্পাদক রাজকুমার দাস বলেন, অনিবার্য কারণবশত চার বছর বন্ধ থাকার পর আমরা ভাবতে পারিনি এত মানুষের সমাগম হবে এই চৌদ্দমাদল উৎসবকে ঘিরে। ছয় হাজারের ওপর মানুষজন অন্য ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। দধি প্রসরার দিন ব্যাপক মানুষের সমাগম ঘটেছিল। যে মাঠটায় দধি প্রসরা হয়েছিল সেই মাঠে আমরা জায়গা দিতে পারিনি তাই এবছর অনেক ভক্ত ফিরে গিয়েছেন। এই চৌদ্দমাদল উৎসবে ১৪ টি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আগমন হয়। দূর দুরান্ত থেকে এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়। এই উৎসবকে ঘিরে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। যেখানে প্রচুর রোগীদের সমাগম হয়েছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পুকুরে স্নানে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু দুই ভাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৩০ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালীতলা আশুতি থানার জগন্নাথপুরের গোষ্ঠতলায় পুকুরে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। সম্পর্কে তারা দু'জন মাসতুতো ও পিসতুতো ভাই। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। তাদের দু'জনেরই নিথর দেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদের নাম শীতল ধানুকা ওরফে বাবু (১৫) ও তার মামাতো ভাই শুভদীপ বড়ুয়া (১৬)। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালিতলা আশুতি থানার জগন্নাথপুরের গোষ্ঠতলায় ওই দুই কিশোর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুরে স্নানে নামে। কিন্তু পুকুরটির গভীরতা জানা ছিল না তাদের। আচমকাই তলিয়ে যায় দুই ভাই। প্রথমে স্থানীয় এক মহিলা দুই কিশোরকে পুকুরে তলিয়ে যেতে দেখে চিৎকার শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করতে জলে নামেন। কিন্তু দু'জনকে জল থেকে উদ্ধার করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায় তাঁদের। পুকুর থেকে যখন দুই কিশোরকে উদ্ধার করা হয় তখন তাদের দেহে প্রাণ ছিল না। তা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি দু'জনকেই বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। মৃত দুই কিশোরের পরিবার শোকে বাকরুদ্ধ। দেহ দু'টি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের হুগলি জেলার সভাপতি সমর মধুর উদ্যোগে। হুগলি জেলার চন্ডীতলা বিধানসভার অন্তর্গত চন্ডীতলা বিডিও এর অফিসের পাশে অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হলো এই কর্মী সম্মেলন , অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা চাপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন। হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা ধনিয়াখালি বিধানসভার বিধায়িকা অসীমা পাত্র। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্যের সভাপতি রঞ্জিত সরকার। হুগলি জেলা পূর্ত পরিবহন দপ্তরের কর্মদক্ষ সুবীর মুখার্জি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এসসি ওবিসি সেলের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেয়ারম্যান অসীম কুমার মাঝি। বলাগড় বিধানসভার বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। হুগলি জেলায় এসসি ওবিসি সেলের সভাপতি প্রদীপ বাসফোর, চন্ডীতলা ব্লক টু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিকাশ ঘোষ। হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃবৃন্দ। তাদের মূল দাবি নবশূদ্র ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষকে। বাস্তু দিতে হবে। এবং কেন্দ্র সরকারের যে বঞ্চনা। রেলের জমি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যারা বসবাস করেন। তাদেরকে যেভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেই বঞ্চিত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। এবং তাদের মূলত আরেকটা দাবি সামনেই পঞ্চায়েত ইলেকশন। পঞ্চায়েত ভোটে নমঃশূদ্র এবং উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষকে। পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী করতে হবে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সম্প্রদায় মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের দিকে টানার চেষ্টা করবে। সেটা থেকে মূলত তাদেরকে দূরে থাকতে হবে, আজকের কর্মসূচি থেকে এই দাবি রাখলেন তারা। তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠন। যাতে পঞ্চায়েত ভোটে। এক হয়ে লড়াই করতে পারে। এই বার্তা ও দিলেন আজকের এই কর্মসূচি থেকে।

'মন কি বাত'-এর ১০০তম পর্ব মেট্রো প্রাঙ্গনে লাইভ সম্প্রচারিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ 'মন কি বাত'-এর ১০০তম পর্ব আজ পালিত হয়েছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন রেলস্টেশনে এটি সরাসরি দেখার জন্য রেলওয়ের কর্মকর্তা ও যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। দেশের অন্যান্য অংশের মতো, 'মন কি বাত'ও আজ সমস্ত উত্তর দক্ষিণ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। ঞ ৩০.০৪.২০২৩ তারিখে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং ১০০ কোটিরও বেশি মানুষের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। সমস্ত মেট্রো স্টেশনে এই ঐতিহাসিক পর্বটি সরাসরি সম্প্রচার করার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রোগ্রামে প্রধানমন্ত্রী 'আত্মনির্ভর ভারত' তৈরির বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাও শেয়ার করেছেন। মেট্রো আধিকারিকদের এবং যাত্রীদের বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে গভীর আগ্রহের সাথে এই পর্বটি সরাসরি দেখতে দেখা গেছে এবং একটি উন্নত ভারত তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভারত গৌরব পর্যটন ট্রেন 'দক্ষিণ ভারত যাত্রা'-এর যাত্রীদের মালা পরিয়ে ও টিকা লাগিয়ে স্বাগত জানানো হয়। নিজস্ব চিত্র।

বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতায়, বইবে ঝোড়ো হাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ প্রায় প্রতিদিনই রূপ বদলাচ্ছে প্রকৃতি। কখনও রোদ, আবার কখনও বৃষ্টি। তবে সপ্তাহান্তে ফের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। স্বস্তির শ্বাস ফেলছেন মানুষ। রাজ্যজুড়ে থাকবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। কোনও কোনও জায়গায় হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। এদিকে রবিবার থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টি, এমনটাই জানিয়েছিল হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৭ ডিগ্রির আশপাশে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩৭ শতাংশ। আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি বাকি সব জেলাতে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় হওয়াও। সকাল থেকেই রোদের তেজে যাঁরা বাইরে বেরিয়েছিলেন রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছিল তাঁদের। তবে বেলা বাড়তেই শনিবারের মতো পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়া। আকাশ ঢাকে কালো মেঘে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামবে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে। সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ৩০ থেকে ৪০ কিমি গতিবেগে ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বজ্রপাতের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। তাই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস যেন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন সকলে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। যার জেরে জেলাগুলিতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এই ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গে রবি ও সোমবার এবং উত্তরবঙ্গে গতকাল ও আজ কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। এর জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টিতে ভিজবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর।

সাবওয়ে ও সার্ভিস রোডের দাবিতে চন্দনপুর থেকে ডানকুনি তৃণমূলের ডাকে পদযাত্রা

বনস্পতি দে,হুগলি, ৩০ এপ্রিল ঃ দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের ওপর ১৫ টি আন্ডার পাস ও সাধারণ মানুষের পথচলার জন্য সার্ভিস রোডের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে

রবিবার সকালে হুগলির চন্দনপুর থেকে ডানকুনির মাইতিপাড়া পর্যন্ত বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই পদযাত্রায় শামিল হলেন কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ ও জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। এই পদযাত্রায় নেতৃত্ব দিলেন সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও পাশে ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না চন্দনপুর থেকে ডানকুনির মাইতিপাড়া পর্যন্ত রবিবার সকাল থেকে শুরু হয় দুপুরে শেষ হয় ডানকুনি মাইতি পাড়ায়। ৩২ কিলোমিটার এই পথযাত্রায় কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষ সামিল হলেন। পদযাত্রায় অংশ নেওয়া মানুষের হাতে ছিল পতাকা ফেস্টুন ব্যানার সামনে ছিল বিশাল বড় ব্যানার চলতে থাকে পদযাত্রা দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের ওপর পদযাত্রা যত এগোতে থাকে ততই পদযাত্রায় ভিড় উপচে পড়ে, রাস্তা দুধার ধরে সাধারণ মানুষ তাদের দুই হাত তুলে স্বাগত জানালেন এই পদযাত্রায় স্লোগান ওঠে এই রাস্তার উপর অবিলম্বে ১৫ টি সাবওয়ে ও পথ চলতি মানুষের জন্য সার্ভিস রোড করতে হবে। পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য অনেকবার কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহন দপ্তর কে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো হেলদোল নেই এই রাস্তার উপর দুর্ঘটনায় প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছেন। অনেক মানুষ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনেক গবাদি পশুও মারা গিয়েছে সাধারণ মানুষের দাবি এরপরেও যদি টনক না নড়ে তাহলে তীব্র আন্দোলন হবে। এই পদযাত্রায় হাঁটতে দেখা গেল সবার আগে মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও ডাক্তার করবি মান্নাকে এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন এনএইচ২ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা সাধারণ মানুষের পক্ষে রাস্তা পার হওয়া খুব বিপদজনক আমাদের দাবি অবিলম্বে হরিপাল থেকে ডানকুনি পর্যন্ত ১৫ টি সাবওয়ে করতে হবে ও সাধারণ মানুষের চলার জন্য সার্ভিস রোড করতে হবে। বিগত তিন চার বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার চিঠি দিয়েছেন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছি। ভূতল পরিবহন মন্ত্রকের কিন্তু কোন হেলদোল নেই কিছুদিন আগে এই নিয়ে বিরাট জনসমাবেশ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক চিঠি দেওয়া হয়েছে তারা যেন দেখেও দেখছে না এই কয়েক বছরে এই রোডের ওপর সাড়ে তিন হাজার মানুষ মারা গেছেন দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়েছেন দেড় হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন দুর্ঘটনায় সাড়ে ছ হাজার গবাদি পশু রাস্তা পার হতে গিয়ে মারা গিয়েছে। এই রাস্তার পাশ দিয়ে সাধারণ মানুষের চলার জন্য সার্ভিস রোড করতে হবে এই এক্সপ্রেসওয়ের অফিসারদের অনেকবার বলা হয়েছে তারা গ্রাহ্য করছে না এবার কাজ না হলে আন্দোলন হবে আরো তীব্র হবে। এই পদযাত্রায় শামিল হন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রুনা খাতুন। মন্ত্রী বেচারাম মান্না সিঙ্গুরের বিধায়ক হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সময় ৫ ঘন্টা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে বন্ধ থাকে।

'এমন মার মারব না, বিজেপি করা ভুলে যাবে', হুগলীতে মঞ্চ থেকে হুমকি তৃণমূল নেতার

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ৩০ এপ্রিল ঃ তৃণমূল নেতার বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে শোরগোল হুগলির পাণ্ডুয়ার। কালিয়াগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলার প্রতিবাদে পাণ্ডুয়ায় এক প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপিকে মারধোর করার হুমকি দিলেন পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ। তিনি বলেন, বিজেপি বলছে তৃণমূল চোর। সব চেয়ে বড় চোর তো শুভেন্দু। যদি বড় চোর ধরা না পড়ে পাণ্ডুয়ায় বিজেপির কোনও অস্তিত্ব আমি রাখব না। বিজেপি দেখব, আর এমন মার মারব যে বিজেপি করা ভুলে যাবে। সঞ্জয় ঘোষের আরও দাবি, আমি বারবার বলেছি পাণ্ডুয়ায় বিজেপি সিপিএম বলে কিছু নেই। সিপিএম ৩৪ বছর সরকারে ছিল,২৪ বছর তৃণমূল বিরোধী দলে ছিল। কালিয়াগঞ্জে মত কোথাও কটা থানায় আগুন দেওয়া হয়েছে। কটা থানার অফিসারকে মারধর করা হয়েছে ইতিহাসে নেই। তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে থাকার পরেও কালিয়াগঞ্জে অফিসারদের মারধর করে, গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। পাণ্ডুয়া ব্লকে ৯০ শতাংশ প্রার্থী দিতে পারবে না সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস মিলে। দাবি করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও কোনও নির্ঘণ্ট জারি হয়নি। তার আগেই এলাকা তপ্ত হচ্ছে হুমকি পাল্টা হুঁশিয়ারিতে। তৃণমূল নেতার এই বক্তব্যকে বিজেপি বলছে এতো প্রকাশ্য সভা থেকে হুমকি! বিজেপি হুগলি জেলা সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বিরোধীরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্ভয়ে প্রার্থী দিতে পারবে। কোথাও বাধা দেওয়া যাবে না। আর তৃণমূলের নীচুতলার নেতা মারধোর করার হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসের বাতাবরন তৈরি করতে চাইছেন। তাঁর আরও বক্তব্য, আসলে দলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটাই তৃণমূলের আসল ছবি।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থায় হেলথ এটিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাজের জায়গাতেই চটজলদি স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত হেলথ এটিএম বসানো হচ্ছে।

রাজ্য সরকার ও বেঙ্গল কেমিক্যালের যৌথ উদ্যোগে নবান্ন, স্বাস্থ্য ভবন, বিকাশ ভবন, কলকাতা পুরসভার সদর দফতর সহ পাঁচটি দফতরে এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স বিনামূল্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্দেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এই সব যন্ত্র রাজ্যকে দিয়েছে। এতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি, লিপিড প্রোফাইল সহ ৫৫ ধরণের শারীরিক পরীক্ষা করা সম্ভব হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এছাড়া করোনা, ডেঙ্গুর রোগ নির্ণয় পরীক্ষাও করা যাবে। এছাড়া ও সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মীরা নিখরচায় এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাবেন বলে জানা গেছে।

কলকাতাতেও ঝড়বৃষ্টি, অবতরণ করতে পারল না ৪টি বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ কলকাতা ও লাগোয়া এলাকাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কলকাতায় অবতরণ করতে পারেনি ৪টি বিমান। সকাল থেকেই রোদের তেজে যাঁরা বাইরে বেরিয়েছিলেন রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছিল তাঁদের। তবে বেলা বাড়তেই শনিবারের মতো আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। এরপর আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্যি করে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে দোসর ঝড় । দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কলকাতায় অবতরণ করতে পারেনি ৪টি বিমান। কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে এসেও ফিরে যেতে হয়েছে ৪টি বিমানকে। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড়ের জন্য অবতরণে সমস্যা হয়েছে। সেই কারণেই ফেরানো হয়েছে ৪টি বিমান। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বজ্রপাতের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। তাই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস যেন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন সকলে।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলের দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৩০এপ্রিলঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে নিয়মিত ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি সময়ে সময়ে স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে যাত্রীদের উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা ও আরামদায়ক পরিবহণ পরিষেবা প্রদান করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তাই, যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ও চাহিদাপূরণ করতে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০২৩-এরমেমাসে অতিরিক্ত দুই ট্রিপের জন্য গুয়াহাটি-কলকাতা এবং আগরতলা-কলকাতার মধ্যে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পর্যায় ক্রমিক পরিষেবা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান সময় সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলাচল করবে।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনলেন সুন্দরবনের কৃষকের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নিমপীঠ ভার্চুয়াল মাধ্যমে রবিবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে মন কি বাত শুনলেন সুন্দরবনের কৃষকেরা। কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে মৌমাছি পালন একটি পরীক্ষিত ও সম্ভাব্য কৃষি ব্যবসায়িক উদ্যোগ। পরিবর্তনশীল ভারতীয় কৃষি যখন জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতিকে অবলম্বন করে অদূর ভবিষ্যতে দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টিগত সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, ঠিক তখনই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও জীবিকা নির্বাহের জন্য মৌমাছি পালন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসাবে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিক থেকে, ভারতে মধু উৎপাদন উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অসংগঠিত বিভাগ উৎপাদন ক্ষেত্রের ৭০ শতাংশ অবদান রাখে। এইভাবে মৌমাছি পালন বর্তমানে একটি অত্যন্ত লাভজনক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি ব্যবসায়িক মডেল হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ৯১ তম পর্বে (৩১শে জুলাই ২০২২ সম্প্রচারিত হয়) স্পষ্টভাবে আলোকপাত করে জানিয়েছেন যে 'মধুর মিষ্টতা আমাদের দেশের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত করছে'। এই প্রসঙ্গে, তিনি দেশের যুব জন গোষ্ঠীকে ব্যবসায়িক মনোভাবের মাধ্যমে মৌমাছি পালনে সুযোগগুলি অন্বেষণ করতে এবং নতুন সম্ভাবনাগুলি উপলব্ধি করার আহ্বান জানান। তিনি যমুনানগর (হরিয়ানা), জম্মু (জম্মু ও কাশ্মীর) ও গোরখপুরের (উত্তরপ্রদেশ) তিনজন সফল মৌমাছি পালন কারী কৃষকের সাফল্যের প্রশংসা করেন। প্রকৃত পক্ষে, মৌমাছি পালন হল এমন একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ, যা গ্রামীণ অর্থনীতি রূপান্তরকে সহজ তর করে, পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়. যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৌমাছি পালনের বিষয়ে তাঁর মন কি বাত বক্তৃতায় জোর দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' এর এই অনুষ্ঠান মৌমাছি পালনকে জীবিকা ও কৃষি উদ্যোগ সৃষ্টিতে কতটা উৎসাহ প্রদান করেছে তা অনুসন্ধান করার জন্য ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের একটি গবেষক দল সারা দেশের ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৬ টি জেলার মোট ২২২১ জন কৃষক সদস্যের ৪০ টি মৌমাছি পালক গোষ্ঠী এবং ৪০ জন মৌমাছি পালককে নিয়ে একটি সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, দেশের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র. গুলি সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন কর্মসূচির মাধ্যমে মৌমাছি পালন উদ্যোগ সৃষ্টির সম্প্রসারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা প্রায় ৩২.৫ শতাংশ মৌমাছি পালককে উৎসাহিত করেছে। সেইসঙ্গে ২৭.৫ শতাংশ এবং ২২.৫ শতাংশ একক মৌপালক যথাক্রমে মৌমাছি পালনের লাভদায়ক দিকের কথা ভেবে ও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান পর্বে আলোচিত বিভিন্ন সফলতার কাহিনী থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালনকে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে গ্রহন করেছে। এই বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা গুলি হল মূলতঃ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ এবং রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত তথ্যের অভাব সংক্রান্ত যা ব্যক্তিগত (৩৫.০ শতাংশ) ও গোষ্ঠীগত (৩০.০ শতাংশ)। ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করেছে। তা সত্ত্বেও এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মৌমাছি পালন থেকে প্রতি ৫০ টি মৌবাক্স পিছু একজন একক মৌপালক ও একজন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মৌপালক গড়ে যথাক্রমে ৯২,৯৪৭ টাকা ও ১,২৮,৩২৮ টাকা থোক উপার্জন করতে পারেন। সুতরাং, মৌমাছি পালন যে সত্যি একটি অত্যন্ত লাভজনক উদ্যোগ এবং বিকল্প সহায়ক কৃষিকাজ হিসেবে কৃষকের আয় উন্নতিসাধনে সক্ষম, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, মন কি বাত পর্বের প্রভাব হিসাবে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, উন্নয়ন মূলক সংস্থাগুলির সক্রিয় সমর্থন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সমর্থনের কারণে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মৌমাছি পালন করার পরিবেশ আরও অনুকূল হয়ে উঠেছে। যদিও ভারতে এখনও পর্যন্ত মৌমাছি পালন একটি বর্ধনশীল পর্যায়ে বিরাজমান, তা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান পর্বের সৌজন্যে সুস্থিত ব্যবসায়িক উদ্দ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে সারা দেশে মৌমাছি পালনের পরিধিকে বর্ধিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হস্তক্ষেপ, নীতিমূলক পরিপোষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা এক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আরও অনেক সংখ্যক স্টার্ট আপকে উৎসাহিত করার জন্য আরও কিছু নীতিগত হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন যা মৌমাছির পালন ক্ষেত্রকে আর ও সংগঠিত করতে পারে।আর রবিবার মন কি বাতের মধ্যে দিয়ে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ভার্চুয়াল মাধ্যমে কৃষকদের অনুপ্রানিত করলেন প্রধানমন্ত্রী।সুন্দরবন এলাকার বহু কৃষক এদিন উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শোনেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৫০ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ বৈশাখ, ১৪৩০

সত্যজিৎ রায় স্মরণে

সম্পাদকীয়

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। এখনও পর্যন্ত তিন পুরুষ পার করে সন্দীপ রায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সেই একই ফল্গুধারা। থামবে না কোনও দিনও। বইয়ে চলতে থাকবে যতদিন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা থাকবেন। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ‘সন্দেশ’ পত্রিকা বের করেছিলেন শিশুদের হাতে প্রকৃত একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা তুলে দেন। সেই সময়ে কোনও সার্থক শিশু পত্রিকা ছিল না। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী তিজের হাতে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে গল্প এমনকী বিজ্ঞান বিষয় ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সবার কাছে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তারপরে তাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যই শিশু সাহিত্যের পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সুখলতা রাও এব ং সুনির্মল বসু। কবি সুকুমার রায় তো আনাবিল হাসি বিতরণ করে দিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। ‘আবোল তাবোল’ থেকে শুরু করে ‘হযবরল’-এর মতো লেখা গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। তারপরে এসেছেন তাঁর পুত্র চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি এসেই ‘পথের পাঁচালি’ চলচ্চিত্র করলেন। ছবিতে শিশু অপুর চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। পিতা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি করেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনিও শিশুদের ছবি নির্মাণ করেছেন। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ পথ সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। রায় পরিবারের মধ্যে দিয়ে এখন শিশুদের প্রতি অনুরাগ এবং প্রীতির ফল্গুধারা এখনও প্রবাহিত। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেরা হলেন সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল এবং মেয়েরা হলেন সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। ছোটদের রামায়ণ দিয়ে রচনা দিয়ে শুরু করলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’, ‘টুনটুনির বই’ এবং ‘সন্দেশ’ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন সুকুমার রায়। তিনি শিশুদের জন্য একেবারে অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা করতে শুরু করে দিলেন। ননসেন্স সাহিত্য দিয়ে শিশুদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ছোটদের জন্য তিনি রচনা করে গেলেন- ‘আবোল তাবোল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি’, ‘খাই-খাই’, ‘অবাক জলপান’, ‘লক্ষণের শক্তিশেল’, ‘ঝালাপালা’ ও অন্যান্য নাটক, ‘হযবরল’, ‘শব্দ কল্প দ্রুম’, ‘চলচ্চিত্তচঞ্চরী’, ‘বহুরূপী’, ‘ভাষার অত্যাচার’ প্রভৃতি। একেবারে ভিন্ন স্টাইলে এবং ভিন্ন স্বাদের শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন সুকুমার রায়। এর আগে ননসেন্স নিয়ে এতো সুন্দর করে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করতে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ২ মে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু কেবল শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি গোয়েন্দা ফেলুদা, বিজ্ঞানী প্রফেশর শঙ্কু সৃষ্টি করলেন না, পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন শুধু শিশুদের নির্মল আনন্দ দেওয়ার জন্য। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এসেই তিনি ‘পথের পাঁচালি’ ছবি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি শিশু অপুকে অপূর্ব রূপে এঁকে উপহার দিলেন দর্শকদের মনে যা আজও পঞ্চাশ বছর ধরে স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে চলচ্চিত্র প্রেমিরা। ‘পথের পাঁচালি’র পঞ্চাশ বছর উৎযাপন করা হয়েছিল সারা বাংলা জুড়ে। ১৯৫৫ সালে এই ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটির ডিভিডি কভারেও শিশু অপুর ছবি অঙ্কিত করে প্রচার করতে শুরু করেন। পরে সত্যজিৎ রায় ‘অপুর সংসার’ (১৯৫৯) সালে নির্মাণ করেন। সেখানেও শিশু অপুকে দেখানো হয়েছিল।

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি রাশিয়া

রাশিয়াকে এবারে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল। নিরাপত্তা পরিষদে ১৫ টি দেশ রয়েছে। এক একটি দেশ এক মাসে একবার করে সভাাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। ২০২২ সালের ফেব্রুরায়ি মাসে রাশিয়া সভাপতি দায়িত্বে ছিল। তারপরেই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে একটি দেশ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আছে তাকে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কীভাবে করানো সম্ভব হলো? বেলারুশকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার ওপরে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছেন যুদ্ধ বিরতি করার জন্য। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ইউরোপ সহ আমেরিকার আর্থিক অবরোধ তৈরি করেছে। তার মধ্যে দিয়ে রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা টুইট করে লিখেছেন, ১ এপ্রিল রাশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি দায়িত্ব পাওয়াটা বাজে মশকরা। রাশিয়া অনৈতিকভবে ওই পদ দখল করেছে। ইডক্রেনকে ধ্বংসে পরিণত করেছে। ইউক্রেন শিশুদের অপহরণে অপরাধী রাশিয়া। রাশিয়ার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে এখনও বিশ্বকে নিরাপত্তা দেবে না। এদিকে আমেরিকার প্রেস সচিব বলেছেন, আমেরিকার ধারনা রাশিয়া ওদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে থাকবে। তবে রাশিয়ার সভাপতিত্বকে কেন্দ্র করে আমেরিকা কোনও রকম বিরোধিতা করেনি বা কোনও বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করেনি। ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন যারা বিশ্বের নিরাপত্তাকে ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে তারাই এখন বিশ্বকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করছে। এর মতো বড় মজা আর হতে পারে না। রাশিয়ার পক্ষ থেকে আমেরিকার নাম করে বলা হয়েছে যে তারা একটি সুসংহত বিশ্ব তৈরি করতে চায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য রয়েছেন এদের মধ্যে হল রাশিয়া, চিন ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

ঠাকুর বলতেন, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। কোনও রকমে পেট চালানো যেতে পারে। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। বড় মনটাকে অর্জন করতে হয়। বড় মন পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হয়। যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি।

গণতান্ত্রিক দেশ থেকে উত্থিত ‘বিশ্ব শ্রমিক দিবস’ আজ সমাজতন্ত্রের হাতিয়ার

রবীন্দ্র কুমার শীল

গণতান্ত্রিক দেশ থেকে উত্থিত ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস’ সমাজতন্ত্রের হাতিয়ার। মে দিবসকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিলাবে পালন করা হয়ে থাকে। ১৮৮৯ সালে মার্কর্সবাদী আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস প্যারিসে মিলিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সমিতির উত্তরসূরি হিসাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করে। ১ মে তারিখটিকে আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ধর্মঘট হিসাবে স্মরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে শুরু হয় এবং চারদিন পরে হেমার্কেটের ঘটনায় শেষ হয়েছিল। বিক্ষোভ পরবর্তীকালে এটি বার্ষিক বিশেষ দিন হিসাবে পরিণত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে ষষ্ঠ সম্মেলন। সেখানে সমস্ত সোশ্যাল ডেমেক্রাটিক পার্টি সংগঠন এবং সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি আট ঘন্টা কাজ করার আইনী স্বীকৃতিদেওয়ার কথা বলে সর্বহারা শ্রেণি স্বার্থের জন্য উদ্যোমী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৫৬ সালে ২১ এপ্রিল ভিক্টোরিয়ায় অস্ট্রেলিয়ান স্টোনম্যানরা আট ঘন্টার কর্ম দিবস পালন কার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। আমেরিকার কর্মীরাও এতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৮৮৬ স্যালে হেমার্কেটের ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য ১ মে’কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আট ঘন্টার কর্ম দিবস পালন করার জন্য সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। পুলিশ ৪ মে হরতাল সমর্থনকারীদের একটি সভাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বোমা নিক্ষেপ করলে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এই ঘটনায় সাতজন পুলিশ কর্তা, চারজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেন। ষাটজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছিল। একশো জনের বেশি নাগরিক আহত হয়। শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করার পাশাপাশি চারজন নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিচারের পর যাকে ন্যায় বিচারের গর্ভপাত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। পরের দিন ৫ মে মিলওয়াকি, ইউসকনসিন, রাষ্ট্রীয় মিলিশিয়া স্ট্রাইকারদের ভিড়কে লক্ষ্য গুলি চালালে একজন স্কুল ছাত্র নিহতে হয়েছিল এবং একজন মুরগি খাওয়ানো ব্যক্তিসহ সাতজন নিহত হয়। ১৮৯৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রথম সভা প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৯০ সালে বার্ষিক আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ শিকাগোতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯০ সালে মে দিবস আমেরিকার এবং ইউরোপের অধিকাংশ শ্রমিকেরা বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৯১ সালে আনতর্জাতিক দ্বিতীয় কংগ্রেসের এটি বার্ষিক বিশেষ দিবস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৯৪ সালের মে দিবসের দাঙ্গা ঘটে আমস্টারডামে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে। ১৯০৪ সালে সমস্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি ৮ ঘন্টার কাজ এর দাবি করতে থাকে। আমেরিকা সরকার পরবর্তীকালে শ্রমিকদের দাবিকে গ্রহণ করে নেয়। ১৯৫৫ সালে ক্যাথলিক চার্চ শ্রমিক দিবস দিনটিকে ‘সেন্ট জোসেফ দ্য ওয়ার্কার’কে উৎসর্গ করে। সেন্ট জোসেফ হলেন শ্রমিক এবং কারিগরদের পৃষ্টপোষক সন্ত। আজকে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ ১ মেকে বিশ্ব শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। আমেরিকা, কানাডা থেকে যে শ্রমিক দিবস শুরু হয়েছিল তাকে হাতিয়ার করে ফেলল রাশিয়া, চিন সব বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। শ্রমিক দিবস মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে থাকে রাশিয়া। তাদের দেখাদেখি এখন চিন, উত্তর কোরিয়া থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম এর মতো সামাজতান্ত্রিক দেশগুলি। ভারতেও ১ মে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। অতীতে শ্রমিকদের যে মূল্য ছিল আজকে যুগের পরিস্থিতিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে শ্রমিকেরা ঠিক মতো মর্যাদা লাভ করতে পারছে না। শ্রমিক দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য ভারতের সমস্ত কমিউনিস্ট সংগঠন থেকে শুরু করে শ্রমিক সংগঠনগুলি মে দিবসের দিন শ্রমিক দিবস পালন করে থাকে। হাত মুঠো করে উঁচু করে বিপ্লবী শ্রমিকদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এর সাথে সমবেত গান ‘‘আমাদের গান গাইতে দেয় না পল রবসন।’’ বা ‘‘ও আলোর পথ যাত্রী’’। গণ সঙ্গীত। সবাই এক মিনিট নিরবতা পালন করে। বিশ্বে যারা শ্রম দিয়ে মারা গিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়ে থাকে। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে শহিদ মঞ্চ। বক্তৃতার পর বক্তৃতা। তার পরে আছে বিশাল করতালি। সেই করতালির কি আওয়াজ। শ্রম দিবসের দিন এই চিত্র দেখতে পাওয়া যায় সর্বত্র। সেটা রাশিয়া থেকে শুরু করে চিন , ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত। ভারত তার থেকে বাদ নেই। শ্রমিকদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই রকমভাবে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু এটা ততদিন পর্যন্ত ঠিক ছিল যতদিন লেনিন, স্ট্যালিন, গোর্কি বেঁচে ছিলেন। তারপরে সব সাদা হয়ে গিয়েছে। স্টালিন, বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ পর্যন্ত রাশিয়া শ্রমিকেরা মর্যাদাল লাভ করতে পেরেছিল। রুশ প্রেসিডেন্ট হিসাবে গর্ভাচভ আসতে রাশিয়ার অধীনস্থ সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে রুশ শাসন থেকে মুক্ত করে দিলেন। তার ফলে রোমানিযা, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া, যুগোশ্লাভাকিয়া রুশ শাসন থেকে মুক্তি পেল। তারপরে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের পতন। জানা গিয়েছে যে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটাতে সিআইএ নাকি গোপনে কাজ করেছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে রাশিয়া কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটাতে কেজিবির ভূমিকা কম ছিল না। তারাও হাত মিলিয়েছে। ঘরের ভেতরে শত্রু না থাকলে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের পতন এত সহজে হতো না। সেটা সবাই বুঝতে পেরেও মুখ খোলে না। এখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কেজিবির একদন প্রধান কর্মকর্তা ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি আগে কেজিবি এবং রুশ গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় শ্রমিকদের মর্যাদা চাই

এবারে চলে আসি আমাদের কথা। করোনাভাইরাস এসে প্রমাণ করে দিল আমাদের দেশে শ্রমিকদের কোনও মূল্য নেই। তারা সমাজের কাছে একেবারে উচ্ছিষ্ট। এদের কোনও সামাজিক স্ট্যাটস নেই। এরা সমাজের বাইরে অবস্থান করে। এরা হচ্ছে অলিখিত ক্রীতদাস। এদের কোনও জীবনের কোনও মূল্য নেই। ভারতের সংবিধান শ্রমিকদের মূল্য দিতে শ্রম আইন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই শ্রম আইনের কোনও দিশা দেখতে পাওয়া যায় না। একটি নতুন শব্দ এসে উপস্থিত হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক। এই সব শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়। তাদের নির্দিষ্টি মাইনে দেওয়ার কথা থাকলেও কাজ না থাকলে কোনও পয়সা মেলে না। এইসব শ্রমিকদের দায়িত্ব কোনও কোম্পানি বহন করে না। দেশের বিচার ব্যবস্থা এদের হয়ে কথা বলওে সেই কথাকে বেশি গুরত্ব দিতে নারাজ শিল্পপতিরা। তারা পরিস্কার করে বলে দেয় যে এতো শ্রমিকদের দায়িত্ব বহন করে কোনও কলকারখানা চালু রাখা একেবারে অসম্ভব। প্রতিদিন কাজ করলে পয়সা। না হলে পয়সা পাওয়ার কোনও উপায় নেই। শরীরে রোগ জ্বালা হলে তা সামাল দিতে হবে নিজেদের পয়সায়। কোম্পানি তা বহন করবে না। এ এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে। বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, অফগানিস্তান থেকে শুরু করে একেবারে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মস্ত দেশে। অথচ এই সব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় ঘটা করে আতর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হচ্ছে। লাল পতাকায় এলাকাকে একেবারে মুড়ে ফেলা হচছ। চিন কোরিয়া দেশটাতে তো লালে লালে ভরে যায়। কিন্তু সেখানে সামরিক আইন অনুসারে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত যেটা রাশিয়া প্রথম দিকে দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হতেই সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির গুরত্ব কমতে শুরু করে। সেনা প্রধান থেকে শুরু করে দেশের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা পেছন থেকে সরকারকে পরিচালিত করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে সেটা করা সম্ভব নয় বটে। কিন্তু করোনাভাইরাসের সময় লকডাউন করতেই দেশের শ্রমিকদের আসল চেহারাটা ধরা পড়ে গেল। বহু পরিযায়ী শ্রমিকেরা ঘরে ফিরতে পারেনি। তারা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে থেকেছে। মেলেনি বাস, ট্রেন। দিল্লির আনন্দ বিহারে ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকদের ঘরে ফেরার করুণ দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা। তারা সেখানকার খবর ফলাও করে প্রকাশ করলেও সরকার দ্রুত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বহু আটকে পড়া শ্রমিকেরা ঘরে ফিরতে পায়ে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল। রাস্তায় জোটে নি খাবার। কোলে শিশু মায়ের বুকের দুধের ওপরে ভরসা করে চলেছে। পানীয় জল যদিও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু খাবার পাওয়া যায়নি। প্রায় অভুক্ত হয়ে কয়েক শো মাইল হেঁটে ঘরে খেরার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই প্রায় অর্ধেক শ্রমিকেরা রাস্তায় পড়ে মারা যায়। মুম্বইয়ের বান্দ্রায় শ্রমিকেরা একমাস ধরে আটকে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত খাবার না পেয়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে মহারাষ্ট্রে সরকারের টনক নড়ে। তখন দ্রুত খাবারের প্যাকেটের ব্যবস্থা করে দেয়। এই হল শ্রমিকদের অবস্থা। এরা হচ্ছে দেশের বোঝা। বিপদের সময় এদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। মালিক পক্ষরা এদের কাছ থেকে শ্রম দিয়ে উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের রপ্তানি করে। কলেবর করে তাদের কোম্পানির ভাণ্ডার। সবাই দরদী শিল্পপতি নয়। ভারতের ব্যাঙ্কগুলো আজকে আর্থিক দিক দিয়ে বিপদের মুখে পড়ে রয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে শিল্পপতিরা লিখিত ভাবে কয়েক বিলিয়ন টাকা ঋণ নিয়ে বসে রয়েছে। তারা সেই টাকার কোনও সুদও দিচ্ছে না। আসল পাওয়া তো দূরহস্ত। সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুয়োগ সুবিধা গ্রহণ করছে এই সব শিল্পপতিরা। ভারতের বেশ কয়েকজন শিল্পপতি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন। শিল্পপতিরা সবাই এখন করোনাভাইরাসের অসুবিধাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। আজকে শ্রমিকদের কোনও মূল্য নেই। তারা আজকে রাস্তায় বসে কাঁদছে শ্রমিকেরা। দেশের মেরদণ্ড এরা। ভারতের মতো দেশে শ্রমিকদের চোখের জলের কোনও মূল্য না থাকলে একটি সময়ে সেই মূল্যের দাম চুকিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে হবে এটা পরিস্কার। কোনও সময়ে কোনও শাসক দল বা ক্ষমতাশালী রাজা দেশের নাগরিকদের চোখের জল দেখে তার সমাধান করার দায়িত্ব গ্রহণ না করলে সেটা পরবর্তীকালে একটি অভিশাপ হয়ে দেখতে পাওয়া যায়। রোমের পতন এইভাবে হয়েছিল। মিশরীয় সভ্যতার পতনের মূলে ছিল শ্রমিকদের প্রতি অবিচার। রোম সভ্যতা একই কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয় সভ্যতা এর আগে এই রকম পরিস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়নি। এবারে হয়তো ভারতীয় সভ্যতা একটি অতি ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখে পড়ে যাবে। যেমন হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপরে রেল গাড়ি চলে গিয়েছে। তারা এত অনাহারে ছিল যে ক্লান্ত হয়ে রেল লাইনের ওপরেই শুয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে ট্রেন তাদের ওপর দিয়ে চলে যায়। জীবন্ত প্রাণ হারায়। এর হিসাব কিন্তু দিয়ে যেতে হবে। চোখের জলের মূল্য দিতেই হবে। তবে সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারবে। আজকে সেই রকম কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে গিয়েছে ভারত। গোটা দেশ জুড়ে চলছে শ্রমিকদের কান্নার রোল। সেখান থেকে যে অভিশপ্ত নিরব শব্দ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে সেটা একদিন না একদিন আনবিক বোমার মতো আছড়ে পড়বে ভারতের বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী লোকেদের মাঝে। তখন পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। একেবারে দেহ রেখে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে সর্বত্র। এর থেকে কীভাবে বাঁচতে পারা সম্ভব হবে যদি পথটা মানবিকতা দিয়ে রাস্তা প্রকাশ করা। শ্রমিকদের চোখের অশ্রুকে মুছিয়ে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফেরাতে হবে। নাহলে কিন্তু গোপন অভিশাপ একদিন সবাইকে গ্রাস করবে। সেদিন আর বাঁচার কোনও অন্য পথ খোলা থাকবে না।

পিছিয়ে পড়ার প্রকল্পগুলিকে সার্থক রূপ দিতে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবার থেকে ভারত বিদেশি পণ্য বেশি আমদানি করবে না। ভারতেই বিদেশি পণ্য উৎপাদন করার দরজা খুলে দেওয়া হবে। এবারে আমেরিকার অ্যাপেল মোবাইল কোম্পানি তাদের একটি মোবাইল প্রস্তুত কারখানা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ফ্রান্সকে বলা হয়েছে র‌্যাফল বিমান ভারতে তৈরি করতে। ভারত সরকার র‌্যাফল বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থাকে ভারতের মাটিকে বিমান তৈরি করার জন্য জমি দেবে। এবং শিল্প কারখানা গড়তে সরকারি নজরদারি চলবে। ফলে ফ্রাস সরকার ভারতের র‌্যাফাল যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিদেশি অস্ত্র কারখানা একন ভারতের নির্মাণ করা হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শুধু অস্ত্র নয় বিদেশি ওষুধ কারখানাগুলিকে বলা হয়েছে যে ভারতের তাদের শিল্প কারখানা তৈরি করতে পারবে। এই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ। এদের লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশে পণ্য বাজার থেকে না কিনে তা সরাসরি ভারতে তৈরি করার হোক। ভারত ৭৫ বছর অতিক্রম করে ৭৬ বছরে স্বাধীনতায় পা দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ভারত বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। সেই সব পিছিয়ে পড়ার প্রকল্পগুলিকে ভারতের মাটিতে কীভাবে সার্থক রূপ দেওয়া যেতে পারে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ। এচা বিজেপি দলেরই একটি শাখখা বলা যেতে পারে। এদের কাজ হচ্ছে সবেধিস শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া। বিদেশি শিল্পের ওপরে নির্ভরতা কমিয়ে ফেলা। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চটি বাজেটকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থ মন্ত্রী থেকে শুরু করে অর্থমন্ত্রকের কর্তা ব্যক্তিরা বাজেট তৈরি করে থাকে। বাজেট তৈরি করার আগে রাজের মতামত গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের মতামতকে প্রধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকী দেশের সাধারণ নাগরিকদের মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রাজ্যের বা দেশের আর্থিক বাজেটকে শক্তিশালী করতে সবার মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ বাজেট নিয়ে মত দিতে পারে। কিন্তু তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা নির্ভর করে প্রশাসনিক কর্তাদের ওপরে। এবার বহু লোক বলতে শুরু করে দিয়েছে যে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ বাজেটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তারা স্বদেশি চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠতে পারে। কিন্তু বাজেট হচ্ছে একটি দেশের আর্থিক উন্নয়নের শক্তিশালী ধাপ। এর মধ্যে বৈদেশিক লেনদেনর কথাও থাকে। কোন দেশের সঙ্গে বেশি আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে বাজেটের সমস্ত পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে সেই ভাবনাও থেকে যায়। এটাকে একেবারে বাতিল করে দিয়ে শুধু দেশের আর্থিক বাজেট প্রস্তুত করা যায় না। কারণ বর্তমান যুগে বাজেট কম বেশি বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকেও প্রভাবিত করে। প্রায় সব বিদেশি রাষ্ট্রে ব্যবসা ভারতের সঙ্গে রয়েছে। তাদের সঙ্গে রীতিমতো আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। শুধু মাত্র দেশের মধ্যে বাজেট এর প্রভাব থাকে না। একটি বাজেট তৈরি করতে গেলে সেই বাজেট দেশে এবং বিদেশের আর্থিক সম্পর্কের ওপরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম সেটাও দেখতে হয়। এটা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়। এটা সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমেরিকাতে যে বাজেট হয় সেটা ভারতের ওপরে বেশ খানিকটা প্রভাবিত করে। কারণ ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশ, চিন, ইংল্যাণ্ড, জার্মান,ফ্রান্স, ইতালি, আফ্রিকা দেশগুলোর সঙ্গে। এমনকী ইসলাম দেশগুলোর সঙ্গেও ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। শত্রু দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। সেটা কম হতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে পাকিস্তানের সঙ্গে। ফলে ভারতের বাজেট নিয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করতে হয়। এমনকী বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হতে পারে সময় হলে। কারণ প্রত্যেক দেশের সঙ্গে বাটেজের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সেটা কম বা বেশি হতে পারে। কিন্তু সম্পর্ককে কোনও সময়ে অস্বীকার করা যেতে পারে না। বিদেশির সঙ্গে ভারতের আর্থিক সুস্থ সম্পর্ক তৈরি করতে না পারলে কোনও দিনই ভারত আর্থিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারবে না। সেই কারণে বহু চিন্তা ভাবনা এবং সতর্কভাবে পা ফেলে বাজেট ভারতকে তৈরি করতে হয়। ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত সব দেশকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে। সেই কারণে বাজেটের ওপরে সবার দৃষ্টি থাকে। ভারত সরকার এমন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যা ভিন দেশের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ুক। সেই কারণে বাজেট তৈরি করতে গেলে দরকার হয়ে পড়ে বিশ্ব আর্থিক লেনদেনের বর্তমান পরিস্থিতি চিত্রটি। তার ওপরে ভিত্তি করে বাজেট তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু সংঘ পরিবারের সন্তান জাগরণ মঞ্চ যা চায় সেটাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে সেটা হবে একেবারে অসম্ভব। কারণ তারা চাইছে স্বদেশি পণ্যকে উন্নতি করতে। স্বদেশি পণ্যকে উন্নতির স্থানে পৌঁছে দিতে গেলে বৈদেশিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে হবে। নাহলে স্বদেশি পণ্য ঘরে পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বিদেশি বাজারকে প্রভাবিত করতে না পারলে স্বদেশি পণ্য বিদেশি বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কমতে থাকে। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে অর্থমন্ত্রক যদি অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থার ওপরে কর বসায় তাহলে কিন্তু তাদের দেশেও ভারতীয় পণ্যের ওপরে কর বাসবে। ভারত যদি ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার ওপরে কর বসায় তাহলে কিন্তু আগামি দিনে ভারতীয় পণ্যের ওপরে কর বসাবে আমেরিকা। ফলে বাজার এখন প্রতিযোগিতামূলক। প্রতিযোগিতা করে টিঁকে থাকতে হবে। আমেরিকার মতো ভারত এককভাবে ব্যবসা করতে পারে না।

হেরিটেজ

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পৈতৃক বাসভবনের বাড়িটি এখন সরকার গ্রহণ করে সেখানে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন নাম দিয়ে ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুর্বপুরুষের নাম ছিল কালীমোহন দাশ। কালীমোহন ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পূর্ব পুরুষদের সূত্রকে বহন করে চিত্তরঞ্জন দাশ আইনজীবী হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কাশীশ্বর দাশের দ্বিতীয় পুত্র কালীমোহনের ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশ বাংলার নবজাগরণের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছরের মধ্যে প্রবেশিকা বৃত্তি লাভ করে এন্ট্রাস পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে ওকালতি করে আইনজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬৪ সালে তাঁর উদ্যোগে বরিশালে দুটি কায়স্থ পরিবারের বালবিধবার পুনর্বিবাহ দেন। এই কাজের জন্য তাঁকে বহু সামাজিক কষ্ট পেতে হয়েছিল। লেডি অবলা বসু এই পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বিবাহ হয়। এই বাড়িতে বসবাস করতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী। তিনি ধনী পিতার কন্যা ছিলেন। এই বাড়িতেই তাঁর বিবাহিত জীবন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বসু এই বাড়িরই পুত্রসম ছিলেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বাসন্তী দেবী সভানেতৃত্ব ছিলেন। প্রথম জীবনে দেশবন্ধু সাহিত্য চর্চা করতেন। পরে চিত্তরঞ্জন দাশ আইন চর্চা করতে শুরু করেন। রসা রোডের এই বাড়িতে এসেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহাত্মা গান্ধি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্রায়দিনই এই বাড়িতে এসে থাকতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিপ্লবী অরবিন্দের জীবন রক্ষা করেছিলেন। মানিকতলা বোমা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ গ্রেফতার হলে তাঁকে রক্ষা করতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর কোর্টে কালোকোট পরে আইনী সাওয়াল করতে শুরু করেন। বিপ্লবী অরবিন্দের একবছর জেল হয়। পরে ১৯১০ সালে মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ একেবারে আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে গেলেন।

অবহেলার জেরে নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার মূল্যবান রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ সরকারি আবাসন। জলের সংযোগ রয়েছে। আছে বৈদ্যুতিক সংযোগ। ব্যাবহার হয় না। খালি পড়ে। ব্যাবহার না হওয়ায় ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। খসে পড়ছে কংক্রিটের চাঙড়। অন্ধকার নামলেই সমাজ বিরোধীদের আঁখড়া। চলে মদ জুয়ার সঙ্গে মধুচক্রের আসর। এমনই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ডাক ও টেলিকম বিভাগের কয়েক'শ কোটি টাকার সম্পত্তি অবহেলায় অনাদরে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে শিল্পশহর দুর্গাপুরে। প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্র সরকারের ওই দুই সংস্থার নজরদারির ভূমিকায়। দুর্গাপুর এসবিএসটিসি গ্যারেজ সংলগ্ন ডাক ও টেলিকম বিভাগের যৌথ আবাসন (পিএন্ডটি)। এক'শ একরেরও বেশী জমি রয়েছে। ওই চত্তরে রয়েছে ডাকঘর। তার সঙ্গে ১৫ টি টাওয়ারে রয়েছে ৬০ টি আবাসন। সুন্দরভাবে পরিকল্পিতভাবে আবাসনগুলি তৈরী। নিকাশী ব্যাবস্থা, পানীয় জলের পাইপ লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে যানবাহন রাখার আলাদা করে গ্যারেজ ঘর। রয়েছে উদ্যান ও ছোটোদের খেলার মাঠ, দোলনা। সাজানো রয়েছে আবাসনে যাওয়ার রাস্তা। আম, কাঁঠাল, বেল সহ নানান ফলের গাছ। ১৯৬৮ সালে আবাসনগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ডাক ও টেলিকম বিভাগের কর্মীদের থাকার জন্য তৈরী হয়। পাশেই যেমন ডাকঘর রয়েছে। তেমনই রয়েছে টেলিকম বিভাগের সম্পত্তি বিএসএনএল র এক্সচেঞ্জ কার্যালয়। সেকারনে কর্মীদের থাকার জন্য আবাসনগুলি তৈরী হয়েছিল। ওপরের তলা টেলিকম ও নিচের তলা ডাক বিভাগের কর্মীদের থাকার জন্য বরাদ্দ ছিল। এপর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। বছর পাঁচেক আগে পর্যন্ত ওই আবাসনগুলিতে লোকজন থাকতো। ফলে গোটা এলাকা সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু, ডাক বিভাগ ও বিএসএনএলে নতুন নিয়োগ হয়নি। ফলে কর্মী সঙ্কোচন হয়েছে। কর্মী সেরকম না থাকায় ওই সব আবাসনে থাকার একপ্রকার সেভাবে কেউ নেই। যে কয়েকজন ছিল, অনেকে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে, নিরাপত্তার অভাবে ছেড়ে চলে গেছে। ফলে আবাসনগুলি খালি পড়ে। জানা গেছে, ৬০ আবাসনের মধ্যে এখন ৪ টিতে বিএসএনএলের কর্মীরা ও দুটিতে ডাক বিভাগের কর্মীরা থাকে। তাদের কাছে মাসে ৮ হাজার টাকা ভাড়াও নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাকি ৫২টি আবাসন খালি পড়ে। অব্যাবহার ও দেখভালের অভাবে ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি হয়েছে। খসে পড়ছে কংক্রিটের চাঙড়। চুরি যাচ্ছে আবাসনের মূল্যবান বৈদ্যুতিক মিটার, ফ্যান, তার, লাইট সহ নানান সামগ্রী। অবাধে লুট হচ্ছে দরজা জানলা, পাইপ, গ্যারেজের লোহার দরজা। সরকারি আবাসন। জলের সংযোগ রয়েছে। আছে বৈদ্যুতিক সংযোগে। ব্যাবহার শুধু হয় না। খালি পড়ে। অন্ধকার নামলেই সমাজ বিরোধীদের আঁখড়া বসে। চলে মদ জুয়ার সঙ্গে মধুচক্রের আসর। বাইরে থেকে সমাজবিরোধীরা মধুচক্রের আসর বসায়। রক্ষনাবেক্ষনের অভাব। কয়েক'শ কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি অবহেলায় অনাদরে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। যে ছয়টি পরিবার থাকে, তারাও আতঙ্কে। বাসিন্দারা বলেন, নিরাপত্তা নেই। পুলিশ টহল নেই। বাউন্ডারির ভেতরে হলেও, গেটের একাংশ ভেঙে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেটা দিয়ে আনায়াসে ঢুকে পড়ে। আবাসনের রুমে ঢুকে মদ, জুয়ার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে এসে মধু চক্র বসে। চরম নিরাপত্তাহীনতা ভুগছি। প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের ওপর আক্রমন হবে। বহুবার সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানিয়েছি। সুরাহা হয়নি। এছাড়াও প্রায় ৫০ একরের মতো জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দখল হয়ে গেছে বাউন্ডারি দেওয়াল। তাতেই গজিয়ে উঠেছে বস্তি। জানা গেছে, দুর্গাপুর রাষ্ট্রায়ত্ত গেইল তাদের অফিস ও আবাসন তৈরীর জন্য হন্য হয়ে জমি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন, কয়েক'শ কোটি টাকার তৈরী করা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্র সরকারের ওই দুই সংস্থার নজরদারির ভুমিকায়। ডাক ও টেলিকম ওই দুই সংস্থা যখন লোকসানে জর্জরিত, তখন পড়ে থাকা সম্পত্তি কিভাবে কিম্বা লিজে দিয়ে আয় বাড়ানো হচ্ছে না কেন? সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র কোন সরকারই সরকারি আবাসন দেখভাল করছে না। রাজ্যের শাসকদল ও পুলিশের মদতে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি লুটতরাজ চলছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দুর্গাপুর বিএসএনএলের এজিএম (অপারেশন) রাজেন রায়না বলেন, সংস্থার কোথায় কত জমি, আবাসন ও সম্পত্তি রয়েছে। কি অবস্থায় রয়েছে। তার মনিটারাইজেশন চলছে। এবং সেগুলো কিভাবে ব্যাবহার করা যায়, তার পরিকল্পনা চলছে।

লুঠ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মাফিক খুন চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৩০ এপ্রিল ঃ চিকিৎসকের সোনার অলংকার লুঠ করার উদ্দেশ্যে খুন, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে এমন তথ্য উঠে এসেছে। অপরাধীরা নিহত বৃদ্ধ চিকিৎসককে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। চিকিৎসকের বাড়ি কলকাতায়। নলহাটিতে চিকিৎসক একাই থাকতেন। অন্য জায়গাতে তার একটি নার্সিংহোম আছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৪ মার্চ দুপুরে বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগেট সংলগ্ন নিজের বাড়ি থেকে চিকিৎসক মদনলাল চৌধুরীর হাত-পা বাঁধা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে চিকিৎসকের ছেলে মলয় চৌধুরী বাড়ি ফিরে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের ধরতে সিসিটিভির সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘটনার আগে ও পরে সিসিটিভি অকেজো থাকায় বেগ পেতে হয় পুলিশকে। জেলা পুলিশ সুপার রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান যে, ২৪এপ্রিল রক্তাক্ত অবস্থায় হাত, পা, মুখ সেলোটেপ লাগানো এবং পরণের কাপড় দিয়ে হাত, পা ও মুখ বাঁধা ছিল। খুনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাঁচ ব্যক্তিকে পুলিশ রবিবার দুপুরের মধ্যে গ্রেফতার করে।খুনের ছ'দিনের মাথায় খুনিরা ধরা পড়ে। তারা হল অভিষেক সালুই ওরফে বাপি, তারক কর্মকার, গোরা খান, রাজেশ সেখ। চার অভিযুক্তর বাড়ি নলহাটিতে। নিহত বৃদ্ধ চিকিৎসকের বাড়ির নিচে একতলাতে অভিযুক্তদের মধ্যে দুই জনের সোনার দোকান আছে। বাকি অভিযুক্ত সুখেন কর্মকারের বাড়ি সাঁইথিয়ায়। পালিশের বরাত নিয়ে মাঝেমাঝে নলহাটিতে তাদের সোনার দোকানে আসত। বেশ কিছু সিজার হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে চারটি টিম গঠন করে অপরাধীদের কল লিস্ট, ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রাহক এবং পারিবারিক সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তৃণমূল বিধায়কের কন্ঠে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ বিরোধীরা হামেশাই অভিযোগ তোলেন। এবার ভবন সংস্কারে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুললেন খোদ শাসকদলের বিধায়ক। মালদার চাঁচলে রবীন্দ্র ভবন সংস্কার নিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ তুললেন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন। হঠাৎ নিম্নমানের কাজ নিয়ে সরব কেন তৃণমূল বিধায়ক? কাটমানির ভাগ না পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিধায়ক। একযোগে আক্রমণ করলেন বিরোধী শিবির। উল্লেখ্য,বহু দাবি ও আন্দোলনের পর চাঁচলের ঐতিহ্যবাহী ভগ্ন রবীন্দ্র ভবনটি সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ।ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। তবে কাজ পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করলেন খোদ শাসক দলের বিধায়ক। কাজ তদারকিতে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ বিধায়কের। নিম্নমানের সামগ্রী সংমিশ্রণে চলছে ভবন সংস্কারের কাজ। এমনই অভিযোগে সরব হলেন চাঁচল বিধানসভার বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষ। মূলত চাঁচল শহরের এক প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল চাঁচলবাসীর আবেগের রবীন্দ্র ভবন। এক সময় এই রবীন্দ্রভবনে সংস্কৃতি চর্চার আসর বসলেও বর্তমানে সে রবীন্দ্র ভবন জরাজীর্ণ এবং ভগ্নপ্রায়। দীর্ঘদিন ধরে চাঁচলের শতাব্দী প্রাচীন ভগ্নপ্রায় রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের দাবি জানাচ্ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ থেকে শুরু করে শহরবাসী। শেষমেষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল থেকে শুরু হয় রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ। কিন্তু সরকারি সেই সংস্কার কাজে চলছে দুর্নীতি! চাঁচলের বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষ অভিযোগ করে বলেন রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজের তদারকিতে এসে দেখি নিম্নমানের বালি ও সামগ্রী ব্যবহার করে চলছে সংস্কার কাজ। আমি ঠিকদার সংস্থাকে কাজ বন্ধ করতে বলেছি। একাধিক জায়গায় ফাটল রয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ন ভাবে না তুলে সেটার উপরই কাজ করা হচ্ছে। কাজের ভালো মানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী দ্বারস্থ হব। নিম্নমানের সমগ্রী দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত ভবন সংস্কারের অভিযোগ সামনে আসতেই ক্ষুব্ধ সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন। যদিও তৃণমূল বিধায়কের এমন অভিযোগকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিধায়কের এই প্রতিবাদ নাটকীয় বলে মনে করছে বিরোধী শিবির। চাঁচল ১ নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী আতাউর রহমান কটাক্ষ করে বলেন, বিধায়ক কাটমানির ভাগ পাননি, তাই প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এতদিন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত গুলিতে নিম্নমানের কাজ হয়েছে। বিধায়ককে দেখা যায়নি। চাঁচল-১ নং ব্লক বিজেপির কো-কনভেনার প্রসেনজিৎ শর্মা অভিযোগ করে বলেন, কাটমানির ভাগ থেকে বঞ্চিত থাকছেন বিধায়ক। তাই নাটকীয় অভিযোগ। তার বাসভবনের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে চলল এখন তিনি নাটক দেখাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ সব বোঝেন। নাটক দেখিয়ে লাভ নেই।

মমতাকে কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩০ এপ্রিল ঃ রবিবার ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-র শততম পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বড় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল নন্দীগ্রামে। সেই সম্প্রচার অনুষ্ঠান স্থলে ভাষণ দিলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে নিজের ভাষণে হুইল চেয়ারের পুরনো প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক এদিন বলেন, আপনাদের মাধ্যমে বলছি, শেখ সুফিয়ানের বাড়িতে একটা হুইল চেয়ার এবং ফুটবল পাওয়া যাবে। কেউ যদি কিনতে চান কিনতে পারেন! তবে আজকের দিনে কেন হঠাৎ তার মুখে পুরনো এই প্রসঙ্গ উঠে এল সেই বিষয় অবশ্য স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোটের আগে ২০২১ সালের ১১ মার্চের সেই ঘটনা। শুভেন্দু গড় নন্দীগ্রামে সভা করতে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই সন্ধ্যাতেই হঠাৎ ঘটে দুর্ঘটনা। পায়ে চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো। শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে। এরপর দলনেত্রীকে নিয়ে এসএসকেএম ছুটলে চিকিৎসকরা জানান, অন্তত এক মাস বিশ্রাম করেই কাটাতে হবে তাকে। তবেই সারবে পা। তবে এই সামান্য চোট দমাতে পারেনি মুখ্যমন্ত্রীকে। দুদিন পর থেকেই হুইল চেয়ারে করে ভোটসফর শুরু করেন মমতা। নির্বাচনের আগে এভাবেই রাজ্য জুড়ে দাপিয়ে বেড়ান তিনি। সেই সময় তার এই চোট পাওয়ার পেছনে বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুলেছিল মুখ্যমন্ত্রী সহ তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরাও পাল্টা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তবে তাতে কি! মমতার এই হুইল চেয়ার সফর গোটা বঙ্গ জুড়ে মানুষের মনে প্রবল ছাপ ফেলেছিল। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে মমতা হারলেও মমতার পায়ে চোটের কারণে গোটা রাজ্যে সুফল মিলেছিল ভোটের হিসেব-নিকেশে।

নদীয়ায় মিছিল করলেন সরকারি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ সময় বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও টানা আন্দোলনে বিক্ষোভ পেনডাউন-এর পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ডিএর দাবীতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল রাজ্য সরকার। তবে আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দেন, ডিএ-র সমস্যা তাতে মেটেনি। বৈঠক নিষ্ফল। এরপরই চরম পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন সরকারি কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে রাস্তায় নেমেছেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা, জেলায় জেলায় সংগঠন গড়ে তোলা এবং রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচি জেলায় রূপায়িত করতে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা। কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, মে মাসের ৬ তারিখ দুপুর আড়াইটে নাগাদ নবান্ন অভিযান শুরু হবে সরকারি কর্মীদের। এর আগে জেলায় জেলায় বেশ কিছু কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব। জানানো হয়েছে, জেলা এবং ব্লক স্তরে এই আন্দোলন করবেন প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী। ডিএ-র পাশাপাশি সরকারি শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতেও সরব হয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই আবহে গত ২৭ তারিখ ব্লক স্তরের মিছিলের পর ২৮ ও ২৯ এপ্রিলও রাস্তায় নেমেছেন তারা। ২৮-২৯ এবং ৩০ তারিখ সব জেলার সদর দফতরের সামনে দু'দিনের ধরনা কর্মসূচি পালন করছে কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই মত আজ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের জেলখানার পাশে একতা ক্লাবের মাঠ থেকে শুরু হয়ে এক পদযাত্রা কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। প্রচন্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে তাদের আন্দোলনের তীব্রতা ছিলো চোখে পড়ার মত। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২ শতাধিক সরকারি কর্মচারী এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/BR-X, KMC** invites tender online two part Bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/23/23-24
Name of Work: **Engagement of Electrical Night Gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Br.-X.** Estimated Amount: **₹ 1,87,583.84**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **214 days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **10.05.2023 upto 2 p.m.** Tender Opening Date: **11.05.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.04.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: LTG/01/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Engagement of Electrical Night Gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under Br.-V.** Estimated Amount: **₹ 1,87,583.84**. Earnest Money: **₹ 3,800.00**. Period of Completion: **214 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.05.2023 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/10/23-24
Name of Work: **Supply and delivery of LED fittings for Kayasthapara, North Purbachal etc. areas in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,93,580.73**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **15.05.2023 upto 3 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/04/23-24
Name of Work: **Improvement of street lighting system with LED fittings from Shitola Mondir Bus stop to Kalikapur State Bank of India in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,94,387.10**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **17.05.2023 upto 3 p.m.** The bid form and other details are available on and from **28.04.2023 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2)
93/23-24

Office of the Baragram Gram Panchayat At , P.O-Baragram , P.S-Jpypur Dist-Purulia
Notice Inviting Tender/ Manual Tender
Pradhan Baragram GP has invited 3Nos. tender of 20 nos. Schemes and 3 nos tender of 05 nos schemes on **28/4/23 & 29/4/23** respectively.For details Contact Baragram GP office / **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Baragram GP

SKP

এস কে পি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

CIN - L74140WB1990PLC049032

রেজি অফিস ঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়ো ওয়ান্ডার,৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা ৭০০১০৭,
ফোন ঃ (০৩৩) ৬৬৭৭ ৭০০০, **ই-মেল** ঃ cs@skpsecurities.com, **ওয়েবসাইট** ঃ www.skpseceruties.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছর সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৪৪৩.২০	৫০৭.৫৪	১,৮৬৮.৪১
২	মোট লাভ মেয়াদে (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেম পূর্বে)	৬৫.৯৯	১৬২.৪৮	৪৯২.০৭
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	৩৯.৪২	১২০.৬৫	৩১০.২৩
৪	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(৩.৩২)	(৩.২৭)	(১.৩০)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় মেয়াদে)	৩৬.১০	১১৭.৩৮	৩০৮.৯৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৬৮০.৮৮	৩৪০.৪৪	৬৮০.৮৮
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	২,৬৯২.৬৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি)			
	১. মূল (টাকায়)	০.৫৮	১.৭৭	৪.৫৬
	২. মিশ্র (টাকায়)	০.৫৮	১.৭৭	৪.৫৬

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল সংক্ষিপ্তরূপ বিস্তারিত ফরম্যাটের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ । বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skpseceruties.com)।

বোর্ডের তরফে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা /-নরেশ পাচিসিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00233768

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ এপ্রিল, ২০২৩

PRIVATE WEALTH | BROKING | DISTRIBUTION | INSTITUTIONAL EQUITIES | INVESTMENT BANKING

NSE & BSE: INZ000199335 | NSDL & CDSL: IN-DP-155-2015 | RA: INH300002902 | PMS: INP000006509 | MB: INM000012670 | AMFI: ARN 0006

Piramal Finance

পিরামল ক্যাপিট্যাল অ্যান্ড ফাইনান্স লিমিটেড

(পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.)
CIN : L65910MH1984PLC032639
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ইউনিট ন-৬০১, ৬ ফ্লোর, পিরামল অমিতি বিল্ডিং, পিরামল অগ্যস্ত কর্পোরেট পার্ক, কামানি জংশন, ফায়ার স্টেশান বিপরীতে, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৭০, ফোন ৯১-২২-৩৮০২-৪০০০।
শাখা অফিস ঃ ৪১ শেকসপীয়র সরণী, ডাক ব্যাক হাউস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭।

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
স্থাবর সম্পত্তির জন্য ধারা ৮(১) সুদ নিরাপত্তা(প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ মোতাবেক এবং অনুবিধি-৪

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফাইনান্স লি. (পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.) অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন সেকশান ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ২০০২, দাবী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক গ্রাহক / জামিনদের প্রতি নিম্নে উল্লেখ অনুসারে নোটিসে উল্লেখিত বকেয়া রাশি পরিশোধ করার জন্য উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে। গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সেক্ষেত্রে নোটিস দেওয়া হল গ্রাহক / জামিনদার এবং জনসাধারণকে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি তাহার কাছে সুনিশ্চিত থাকা ক্ষমতার প্রয়োগবলে অধীন সাব-সেকশান ১৩ উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পঠিত ধারা ৮ সুদ নিরাপত্তা প্রয়োগ ধারা, ২০০২। গ্রাহকরে মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় অধীন সাব-সেকশান (৮) সেকশান ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন, সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করার জন্য। বিশেষভাবে গ্রাহককে এবং জনসাধারণ সতর্ক করা যায় এই সম্পত্তির বিষয়ে কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন হলে ওই সম্পত্তির ওপর পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি. (পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি) দাবী করবে নিম্নে উল্লেখিত অনুসারে বকেয়া রাশি পুণরুদ্ধার করার জন্য

ক্র. নং.	গ্রাহক/ জামিনদারদের নাম (স্থাবর সম্পত্তি)	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ	দাবী বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং রাশি	অধিগ্রহণ তারিখ
১	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪৩৫২০), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), রাজু দাস (গ্রাহক)/ সহেলি দাস (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী-ফ্ল্যাট নং. ৫ডি, দ-পূ কোনার দিক, ৫ম ফ্লোর, ৯৮/ ৭/ ১ ত্রিপুরা রায় লেন, ওয়ার্ড নং. ১১ ও এমজেড-গোলাবাড়ি, হাওড়া, হাওড়া-৭১১১০৬	১৯.১১.২০১৯ টাকা. ১৫,১১,৬৮৯ /- (পনেরো লক্ষ এগারো হাজার ছয়শত উননব্বই টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪৩৫২১), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), রাজু দাস (গ্রাহক)/ সহেলি দাস (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী-ফ্ল্যাট নং. ৪সি, উ-পূ কোনার দিক, ৪ম ফ্লোর, ৯৮/ ৭/ ১ ত্রিপুরা রায় লেন, ওয়ার্ড নং. ১১ ও সালকিয়া-গোলাবাড়ি, হাওড়া, হাওড়া-৭১১১০৬	১৯.১১.২০১৯ টাকা. ২০,১২,৭০৮/- (কুড়ি লক্ষ বারো হাজার সাতশত আট টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪৩৫২২), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), রাজু দাস (গ্রাহক)/ সহেলি দাস (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী-ফ্ল্যাট নং. ৫সি, উ-পূ কোনার দিক, ৫ম ফ্লোর, ৯৮/ ৭/ ১ ত্রিপুরা রায় লেন, ওয়ার্ড নং. ১১ সালকিয়া, থানা-গোলাবাড়ি, হাওড়া, হাওড়া-৭১১১০৬	২১.০১.২০২০ টাকা. ১৫,১০,৮১৩/- (পনেরো লক্ষ দশ হাজার আটশত তেরো টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪	(লোন কোড নং-১০৭০০০০০১২৮), (দুর্গাপুর শাখা), সুমন্ত ধাড়া (গ্রাহক)/ নন্দিতা ধাড়া (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির মৌজা-বালিডাঙা, জেএল নং-৩৫, গ্রীন পার্ক, আর.এস. প্লট নং-১৪৩৬(পি), এলআর খতিয়ান নং-৪৯২৯, এলআর খতিয়ান নং-৪৯২৯, বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৩	১৮.০৬.২০২০ টাকা. ৪,৪৮,৪৫২/- (চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৫	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪১৭২৫), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), বিজয় কুমার শর্মা (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির ফ্ল্যাট নং. সি, ১ ফ্লোর, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, চারুভিল অ্যাপার্টমেন্ট ৬৬, মহারাজা নন্দকুমার রোড, থানা-বরানগর, ওয়ার্ড নং. ২৬, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৬	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ২৫,০৭,৬৯২/- (পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার ছয়শত বিরানব্বই টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৬	(লোন কোড নং-১৯৪সিএএল৩৪২১২), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), পবন কুমার শর্মা (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির এইচ/ ফ্ল্যাট নং. ১/ ৬/ ১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্লট নং. জিটি রোড উত্তর, সেক্টর, থানা মালিপাঁচঘড়া, সালকিয়া হাওড়া-৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ১১,৫১,৭৪৬/- (এগারো লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৭	(লোন কোড নং-১০৭০০০০২৩১৮), (দুর্গাপুর শাখা), প্রশান্ত কুমার শর্মা (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তি প্লট নং-৩০২৭, ৩০৩২, মৌজা সানতা, জেএল নং. ২০, থানা হীরাপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০১	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ৪১,০০,০১৯/- (একচল্লিশ লক্ষ উনিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৮ ৯	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪৪০৭৬), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), সঞ্জয় কুমার চৌরাসিয়া (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং. ১৫৩/ ২/ ১, ১ ফ্লোর, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং. ১৫৩/ ২/ এ, ১৫৫ আরএন এভিনিউ সোদপুর, কলকাতা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৭	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ৮,৪১,৮৮৩/- (আট লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশত তিরাশি টাকা মাত্র)	২৫.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
	(লোন কোড নং-১৯৪সিএল০১৮০৭), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), অনামিকা শর্মা (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং. ২, ২ ফ্লোর (উত্তর), ৫০৯, আর.এন. টেগোর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৭।	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ৩৮,৯২,৬২৫/- (আটত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র)	২৫.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১০	(লোন কোড নং-১৯৪সিএল৩৩৬২০), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), মনীশ কুমার শর্মা (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং.১ বি, উত্তর পশ্চিম দিক, ১ম ফ্লোর, প্লট নং. হোল্ডিং ৮, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কোন্নগর, এম অঞ্জুম অ্যাপার্টমেন্ট, সেক্টর ৯, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৩৫	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ৩,৬২,৮৮৮/- (তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশত অষ্টআশি টাকা মাত্র)	২৫.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১১	(লোন কোড নং-১৯৪সিএল০০৭৭৮), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), প্রশান্ত কুমার গন (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তি হোল্ডিং নং. ১০৪৭, জেএল নং. ৩৩, আরএস নং ১০৭, মৌজা অনন্তপুর, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ১৫৬, থানা বারাসত উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২০৩	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ১৮,৯৬,৯২৫/- (আঠারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র)	২৫.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১২	(লোন কোড নং-১৯৪সিএল০১৭২৯), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), আশিস কুমার সামন্ত (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী এইচ ফ্ল্যাট নং. ৭সি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪১	২৭.০৪.২০২১ টাকা. ৩৩,৯৭,৪৪০/- (তেত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৩	(লোন কোড নং-১০৭০০০০১৭৮৪), (দুর্গাপুর শাখা), রামেশ্বর ঘোষ (গ্রাহক)/ বাসনা ঘোষ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-সুদপুর, পালপাড়া, পোস্ট সুদপুর, থানা কাটোয়া, জেএল নং. ৩০, প্লট নং. ৩১১৫/ ৩৫১১, সুদপুর লাইব্রেরির নিকট, সুদপুর বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৫৫১৭	২৯.০৫.২০২১ টাকা. ৬,১৮,০৬৫/- (ছয় লক্ষ আঠারো হাজার পয়ষট্টি টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৪	(লোন কোড নং-১৯৪সিএল৩১১৭৭), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), অর্দ্ধেন্দু শেখর মন্ডল (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-নবগ্রাম, মৌজা-কামরাবাদ পঞ্চপোতা, গড়িয়া, হোল্ডিং নং. ৬৪৯, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৬৯	১০.০৮.২০২১ টাকা. ৫,৪৭,২৩৪/- (পাঁচ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুই শত চৌত্রিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৫	(লোন কোড নং-১৯৪সিএল৩২৮৪৬), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), ওভারল্যান্ড লজিস্টিক (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. ১এ, ফ্লোর নং., ফ্ল্যাট ১ ফ্লোরে, প্লট নং. মৌজা-আন্দুল, জেএল নং-২৯, শান্তি কুঞ্জ, সেক্টর, জেলা-হাওড়া, পিন কোড-৭১১৩০২, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩০২	২৩.০৮.২০২১ টাকা. ১৫,০৯,৩০১/- (পনেরো লক্ষ নয় হাজার তিনশত এক টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৬	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪১৪৫২), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), নন্দকিশোর লাখোটিয়া (গ্রাহক)/ সঙ্গীতা লাখোটিয়া(সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং.১এইচ, শঙ্কর প্লেস, প্রথম ফ্লোর, ২৩৩/ ৪/ ৭, নেতাজি সুভাষ রোড, শিবপুর, হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১	২৩.০৮.২০২১ টাকা. ১৮,৬৯,৬৫১/- (আঠারো লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শত একান্ন টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৭	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪৩০০১), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), লা কেমিকো প্রা.লি. (গ্রাহক)/ সুয়শ আগরওয়াল, সুশীল কুমার আগরওয়াল, তিরুপতি মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড লাখোটিয়া(সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-মেশিনের নাম ঃ- ১) ব্লিস্টার প্যাকিং মেশিন, ২) ক্যাডম্যাক ২০ স্টেশান্স (স্কোয়ার মডেল) সিঙ্গেল সাইডেড রোটারি টেবিল 'ডি' টুলিং মেশিন, ৩) ক্যাডম্যাক ২৫ স্টেশান্স (স্কোয়ার মডেল) সিঙ্গেল সাইডেড রোটারি টেবিল 'ডি' টুলিং মেশিন, ৪) ক্যাডম্যাক ৪৫ স্টেশান্স (স্কোয়ার মডেল) ডাবল	২৪.০৯.২০২১ টাকা. ৪০,৮০,৭১২/- (চল্লিশ লক্ষ আশি হাজার সাতশত বারো টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৮	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪১৭০৯), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), বিক্রম লাল মাহাতো (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং.৪০২, ৪ ফ্লোর, ব্লক-৪৩, উত্তর দিকে, ল্যারিকা টাউনশিপ, ২৯৫ বারাসত ব্যারাকপুর, থানা-বারাসত, ওয়ার্ড নং.-২৬, বারাসত উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৬	২৪.০৯.২০২১ টাকা. ৭,৯৩,৪৭৭/- (সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত সাতাত্তর টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
১৯	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০০০১৫), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), মনোষ কুমার ঘোষ (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-৪০০সি/ ২পি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, সি/ ৩৭, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া বাস টার্মিনার্স, গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৭	২৪.০৯.২০২১ টাকা. ৭,৫৯,২৮৮/- (সাত লক্ষ উনষাট হাজার দুইশত অষ্টআশি টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২০	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৬৪১৮), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অভয় নারায়ণ মিশ্র (গ্রাহক)/ পূণম মিশ্র (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-২য় ফ্লোর, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, ফ্ল্যাট নং. বি, প্রিমিসেস নং-১১৮/ ২/ এফ, দিনু বাগান লেন, ওয়ার্ড নং-১৩৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৪	২২.০২.২০২২ টাকা. ১২,৩৬,৮১০/- (বারো লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত দশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২১	(লোন কোড নং-১৯৪সিএএল৩৪২২৪), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), প্রদীপ জানা (গ্রাহক)/ পূণম মিশ্র (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. গ্রাউন্ড ফ্লোর ও মধ্যবর্তী তলার অংশ, গ্রাউন্ড ও মেজনাইন ফ্লোর, প্লট নং. ১৭/ ২/ ১ কেপি মুখার্জি রোড, পোস্ট-বড়িশা, থানা-হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৮	২২.০২.২০২২ টাকা. ১১,০৯,৭১৮/- (এগারো লক্ষ নয় হাজার সাতশত আঠারো টাকা মাত্র)	২৪.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২২	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪২২১৭), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), মঞ্জু দেবী ঝা (গ্রাহক)/ শম্ভুনাথ ঝা (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-৭৫/ ১, সারদা পল্লী, সেক-২। উত্তরপাড়া, পোস্ট-মাখলা, ওয়ার্ড নং. ২২, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৫	২৩.০৫.২০২২ টাকা. ১০,৬০,৭৬৮/- (দশ লক্ষ ষাট হাজার সাতশত আটষট্টি টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৩	(লোন কোড নং-১০৭০০০০১৩৮৫), (দুর্গাপুর শাখা), অনাময় হাজরা (গ্রাহক)/ কৃষ্ণা হাজরা (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-গ্রাম-বাঁধগাছা, পোস্ট-বোলপুর, থানা-রায়না, প্লট নং-২২১৪, জেএল নং-২৪, বড়ো পুকুর, হিজ্জিনা গ্রাম পঞ্চায়েত নিকট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৩।	২৮.০৭.২০২২ টাকা. ১,৫৫,৪৩৯/- (এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৪	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৫৬৮১), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অভীক কুন্ডু (গ্রাহক)/ পাই অ্যাডি কুন্ডু (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-গ্রাউন্ড ফ্লোর, উত্তর-পূর্ব এবং রেয়ার সাইড পি-৭ পর্নশ্রী (পোস্টাল), ৪৬ কাজিপাড়া রোড (মিউনিসিপাল), থানা বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬০	০৪.১১.২০২২ টাকা. ৩২,৩৩,৭১৭/- (বত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত উনিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৫	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৪৮০১), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অনিল কুমার আগরওয়াল (গ্রাহক)/ মনীষা আগরওয়াল (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-অ্যাপার্টমেন্ট নং. ৫বি৩, ৫ম ফ্লোর, টাওয়ার-এইচ জি২-৪, বাটানগর হাইল্যান্ড গ্রীন, মহেশতলা, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪০	০৮.১১.২০২২ টাকা. ১৭,৬১,০৯০/- (সতেরো লক্ষ একষট্টি হাজার নব্বই টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৬	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৪৯৯৬), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অনিল কুমার আগরওয়াল (গ্রাহক)/ মনীষা আগরওয়াল (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-অ্যাপার্টমেন্ট নং. ৭বি ৬, ৬ম ফ্লোর, টাওয়ার-১৬, হাইল্যান্ড গ্রীন ফেজ-২, মহেশতলা, বাটানগর দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪০	০৮.১১.২০২২ টাকা. ২০,৯৭,৪৬৭/- (কুড়ি লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত সাতষট্টি টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৭	(লোন কোড নং-২৭০০০০০১৮২০), (রাসবিহারী শাখা), শাব্বির ইমাম (গ্রাহক)/ শিরিন ইমাম (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্লোরা ফাউন্টেন, ইউনিট নং. ১১সি, ১১ ফ্লোর, ৪৫ ক্রিস্টোফার রোড, থানা-তপসিয়া, টাওয়ার-১, এতএম-চায়না টাউন মোড়, তপসিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৬	০৪.১১.২০২২ টাকা. ৪৪,১৮,৩৪০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৮	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৪৭৫৯), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অরিন্দম সরকার (গ্রাহক)/ দেবযানী ঘোষ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-৩য় ফ্লোর (পশ্চিম দিক) প্রিমিসেস নং. ৭৬, আনন্দপুর রোড, ওয়ার্ড নং. ১০৮, মাদুরদহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৭	০৪.১১.২০২২ টাকা. ২০,০১,৩৩২/- (কুড়ি লক্ষ এক হাজার তিনশত বত্রিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
২৯	(লোন কোড নং-১৯৪০০০৪৩৩৫৫), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), পঙ্কজ কুমার মিশ্র (গ্রাহক)/ নিশিকান্ত মিশ্র (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট ২০১, ২য় ফ্লোর, ব্লক-বি, প্রিমিসেস-৩১, ওয়ার্ড-১১ কিষেন লাল বর্মন রোড, থানা গোলাবাড়ি, সালকিয়া, বাঁধাঘাট, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬	০৪.১১.২০২২ টাকা. ১৮,১১,৯৪৬/- (আঠারো লক্ষ এগারো হাজার নয়শত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩০	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০২৭৯৩), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), সমরেশ রায় (গ্রাহক)/ সোনালি রায় (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. ই, ৩ ফ্লোর, ব্লক-বি, মীরা গার্ডেন, ফেজ-২, ৭৯ ও ৭৯/ ১, যশোর রোড, উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৯।	০৪.১১.২০২২ টাকা. ১৬,০৩,৭৬৫/- (ষোলো লক্ষ তিন হাজার সাতশত পয়ষট্টি টাকা মাত্র)	২৭.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩১	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০২৭৯৩), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), বিবেক কুমার (গ্রাহক)/ মনীশা সিনহা (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-সোনালি পার্ক, বাঁশদ্রোনী, মৌজা-বাঁশদ্রোনী, এলআর দাগ নং. ১০১৩, খতিয়ান ৯৯৩, জেএল ৪৫, তৌজি ১১, থানা রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪০।	০৪.১১.২০২২ টাকা. ১১,৬৭,৮০৮/- (এগারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশত আট টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩২	(লোন কোড নং-২৭০০০০০১৭৯৪), (রাসবিহারী-শাখা), প্রবীর দত্ত (গ্রাহক)/ সুইটি দত্ত (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-১) হোল্ডিং নং-২০৪ এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, তালপুকুর রোড, সরশুনা, বেহালা, ওয়ার্ড নং-১২৬, কলকাতা-৭০০০৬১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬১, ২) চিঠি ঠিকানা-৮/ ৪এ ও প্রিমিসেস নং-২০৪এ, তালপুকুর রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং-১২৬, সরশুনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬১	০৮.১১.২০২২ টাকা. ৪,৭৬,৫২৪/- (চার লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৩	(লোন কোড নং-১০৭০০০০১১৬৭), (দুর্গাপুর শাখা), অম্বুনাথ মাঝি (গ্রাহক)/ টগর মাঝি (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-শ্রীরামপল্লী, পোস্ট-অচরা, থানা-সালানপুর, মৌজা-হরিশাদি, এলআর প্লট নং-২৩৩, ২৪৪, ২৪৮, জেএল নং-৩৫, মিন্টু লজের নিকট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৩৫	০৮.১১.২০২২ টাকা. ৪,৭৬,৫২৪/- (চার লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৪	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৪৬৯৬), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অভীক কুন্ডু (গ্রাহক)/ মিলা কুন্ডু (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. ই/ ৩/ ১, দ প দিক, ১ম ফ্লোর, প্রিমিসেস নং. ২৭, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, থানা-পর্নশ্রী, ওয়ার্ড ১৩১, বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬০	০৮.১১.২০২২ টাকা. ১,৪৬,১৫৭/- (এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশত সাতান্ন টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৫	(লোন কোড নং-২৭০০০০০১৪৯৭), (রাসবিহারী-শাখা), সেখ সাবির আলি (গ্রাহক)/ ফিরদৌসি বেগম (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ইউনিট নং. এ/ ০৫/ ১৯, ফেজ-১, টাইপ ৮-১৫, কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি, থানা ডোমজুড়, মৌজা পাকুরিয়া, বাঁকড়া, তেঁতুলখালি, ডোমজুড়, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৪০৩	২৩.০৮.২০২১ টাকা. ৪২,৮৪,২২৮/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত আঠাশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৬	(লোন কোড নং-১০৭০০০০১৭০৬), (দুর্গাপুর শাখা), মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ (গ্রাহক)/ রিঙ্কু ঘোষ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-বড়াই দক্ষিণ পাড়া, পোস্ট-ঝিকরা, জেএল-২৮, থানা মন্তেশ্বর, প্লট নং. ১০৯৩, বড়াই প্রাইমারি স্কুল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৪২২	১৪.০৬.২০২১ টাকা. ১৭,২৭,৯২৫/- (সতেরো লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৭	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০০৮২৬), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), প্রবীর সেন (গ্রাহক)/ রিনা দে সেন (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-জাফরপুর (ঘোষ পাড়া), থানা-টিটাগড়, নোনা চন্দনপুকুর, আরএস নং. ১০, মনোহরপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১০১	২৪.০৯.২০২১ টাকা. ৩,৯৩,৩৮৩/- (তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশত তিরাশি টাকা মাত্র)	২৪.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৮	(লোন কোড নং-১০৭০০০০১৫২০), (দুর্গাপুর শাখা), দিপাবলী মন্ডল মজুমদার (গ্রাহক)/ দেবমিতা মজুমদার (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-গ্রাম-বরোয়া মাঝেরপাড়া, পোস্ট বরোয়া, থানা-মেমারি, জেএল নং-৯৯, মৌজা-বরোয়া, এলআর প্লট নং-১৬৪৭, ভুবনেশ্বরী কালী মন্দিরের নিকট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৪৬	২৭.১২.২০২২ টাকা. ১৭,০১,৩৫১/- (সতেরো লক্ষ এক হাজার তিনশত একান্ন টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৩৯	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৬০২৬), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), ফেলিসিয়া ক্যাপ্রিয়েট (গ্রাহক)/ অ্যান্ড্রু ক্যাপ্রিয়েট (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-১ম ফ্লোর, উত্তরমুখী, ফ্ল্যাট নং-১বি, ১৮৮/ ২বি পিকনিক গার্ডেন রোড, থানা-কসবা, এল/ এম-৩৯ বাসস্ট্যান্ড, পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৯	২৭.১২.২০২২ টাকা. ৩২,১২,৪০৪/- (বত্রিশ লক্ষ বারো হাজার চারশত চার টাকা মাত্র)	২৫.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪০	(লোন কোড নং-১০৭০০০০২০৬৯), (দুর্গাপুর শাখা), শৈলেন বাউরি (গ্রাহক)/ নীলু বাউরি (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-খান্দরা, নতুন কলোনি, পোস্ট-কান্দরা, থানা-অন্ডাল, জেএল ৩২, আরএস প্লট নং. ১৫১৬পি, খতিয়ান ২৩৮৭, এসবিআই ব্যাঙ্কের নিকট, আমলৌকা রোড, জামুড়িয়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৬৩	২৭.১২.২০২২ টাকা. ৭,৮২,৮২৪/- (সাত লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪১	(লোন কোড নং-১০৭০০০০২২৯৯), (দুর্গাপুর শাখা), লক্ষ্মী সরকার (গ্রাহক)/ উৎপল (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-বড়বেলুন, পোস্ট-বড়বেলুন, থানা-ভাতার, জেএল নং.৯৩, প্লট ৪৯৯৭, খতিয়ান ৫১৫৫, মৌজা- বড়বেলুন, অভয়া মঠের নিকট, ভাতার, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৫৮	২৭.১২.২০২২ টাকা. ২,১৩,৯৭৫/- (দুই লক্ষ তেরো হাজার নয়শত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪২	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০২২৯৯), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), কিশোর সরকার (গ্রাহক)/ রুবি সরকার (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-৮/ ২/ ১২৭, অরবিন্দ সরণী, সাগরিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-২এ, ২য় ফ্লোর, (উ-পূ) দিকে, থানা-দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৫	২৭.১২.২০২২ টাকা. ৮,৬৫,৬২৩/- (আট লক্ষ পয়ষট্টি হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪৩	(লোন কোড নং-১৩৭০০০০৩২৭৪), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), উজ্জ্বল সুর চৌধুরি (গ্রাহক)/ রুম্পা সুর চৌধুরি (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. ২০৪, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ২য় ফ্লোর, হোল্ডিং নং. ৫৪, পিসি মিত্র রোড (বড়রা), বড়রা, দুর্গানগর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৯	২৭.১২.২০২২ টাকা.১৬,৩৪,০২৮/- (ষোলো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আঠাশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪৪	(লোন কোড নং-১৯৪সিএএল৩৩৮০৯ ও ১৯৪সিএএল৩৩৮০৮), (থিয়েটার রোড শাখা), বংশীবদন লাহা (গ্রাহক)/ (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. ২ ডি, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ফ্লোর নং. ১ম, প্লট নং. হোল্ডিং নং. ১৪১, রামকৃষ্ণনর, পোস্ট লস্করপুর, কৃষ্ণকালী অ্যাপার্টমেন্ট, থানা-সোনারপুর, ওয়ার্ড ২৮, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৩	২৯.১২.২০২২ টাকা.১৬,২৩,৬৮০/- (ষোলো লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত আশি টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)
৪৫	(লোন কোড নং-২৭০০০০০১৩৩২), (রাসবিহারী শাখা), দীপক সিং (গ্রাহক)/ প্রিয়া সিং (সহ-গ্রাহক)	সমস্ত অংশ ও সামগ্রী সম্পত্তির-ফ্ল্যাট নং. ১০৪, ১ম ফ্লোর, দ-প দিকে, পুজারিনী অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং-৫১৩, হোল্ডিং নং. ৮০৭, দমদম পার্ক, লেক টাউন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৫	২৮.০৮.২০১৯ টাকা. ৮,৩৫,৬৪১/- (আট লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা মাত্র)	২৬.০৪.২০২৩ (প্রতীকি)

তারিখ ঃ ০১ মে, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

স্বা /- (অনুমোদিত আধিকারিক)
পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি.
পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

ঘুম নিয়ে আমাদের মধ্যে চিরাচরিত ধারনায় গলদ

দুরন্ত বার্তা ঃ ঘুম কাতুরে মানুষ হিসেবে আপনিও ভাবতে পারেন বেশি ঘুম শরীর-মনের জন্য ভালো। কিংবা কেউ কেউ ভাবছেন কম ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বোধ হয় সময় এসেছে আপনার এই ধারণা থেকে সরে আসার। ঘুম নিয়ে সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এনওয়াইইউ ল্যাংঅন হেলথস স্কুল অব মেডিসিন'র গবেষকদের একটি গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ঘুম নিয়ে অনেকের মধ্যে কিছু বিশ্বাস রয়েছে। এসব বিশ্বাসের অনেকগুলো সঠিক নয়। প্রধান গবেষক এনওয়াইইউ ল্যাংঅন হেলথ-এর পপুলেশন হেলথ বিভাগের পোস্টডক্টোরাল রিচার্স ফিলো রেবেকা রবিনস বলেন, 'ভালো ঘুম ও সঠিক সময় জেগে উঠতে পারার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমাদের প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো দূর করতে হবে, অন্যথায় তা পত্রিকা, বন্ধু, পরিবার বা রোগীদের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে। রবিনস এবং তার সহকর্মী গবেষকরা আট হাজার ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান চালান। তাতে স্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস বিষয়ে মানুষের ধারণাগুলো বের করে আনার চেষ্টা করা হয়। এরপর তা ঘুমের ওষুধের ওপর বিশেষজ্ঞদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করেন কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। এখানে প্রচলিত ১০ ভুল ধারণা তুলে ধরা হলো-

১। প্রাপ্তবয়স্কদের দরকার পাঁচ ঘণ্টা বা তার কম ঘুম ঃ দিনের বেলা ভালোভাবে কাজ করতে হলে রাতে কত ঘণ্টা ঘুম স্বাস্থ্যকর?- এমন প্রশ্নের জবাবে জ্যেষ্ঠ গবেষক জেরার্ডিন জিন-লুই বলেন, 'অনেকে মনে করেন রাতে পাঁচ ঘণ্টারও কম সময় ঘুমানো ভালো। তিনি বলেন, 'এই ধারণা যথেষ্ট সন্দেহজনক। বয়স অনুযায়ী একজন মানুষের প্রতিরাতে সাত থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। কিন্তু মার্কিন সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন বলছে, সেদেশের তিন ভাগের একভাগ মানুষ রাতে সাত ঘণ্টারও কম ঘুমান। ওয়ার্ল্ড স্লিপ ডে পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘুমের ঘাটতির ঝুঁকিতে। রবিনস বলেন, 'আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, পাঁচ ঘন্টা বা তার কম ঘুমে হৃদরোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।'

২। যে কোন জায়গায়, যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়া ঃ অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, চলন্ত গাড়ি, ট্রেন, বিমানে ঘুমিয়ে পড়ার অর্থ আপনি সুস্থ এবং ফুরফুরে মেজাজে আছেন। আসলে বিষয়টি ঠিক উল্টো। রবিনস বলেন, যে কোন জায়গায় যে কোনো সময় ঘুমিয়ে পড়ার অর্থ হলো আপনি ক্লান্ত এবং আপনার মধ্যে ঘুমের ঘাটতি রয়েছে। আপনার উচিত এভাবে ঘুমিয়ে ঘাটতিটুকু পূরণ করা।

৩। শরীর ও মস্তিষ্ক কম ঘুমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে ঃ বিশেষজ্ঞরা বলেন এটিও একটি মিথ। কারণ প্রত্যেককে তার ঘুমের চারটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ঘুমে ঘাটতি থাকলে ধাপগুলোর সব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। হালকা ঘুমের মধ্য দিয়ে এর প্রথম পর্যায় শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনি পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তৃতীয় ও চার পর্যায়ে থাকে গভীরতম ঘুম যখন আপনি র‌্যাপিড আই মুভমেন্ট (আরইএম)-এর স্বপ্নময় অবস্থায় চলে যান। শরীরের সুস্থতার জন্য ঘুমের এই চারটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। নাক ডাকা বিরক্তিকর হলেও তা ঘুমের জন্য ক্ষতিকর নয় ঃ শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা এলে বাতাস শ্বাসযন্ত্রে কম্পন সৃষ্টি করে। এতে নাক ডাকার শব্দ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি মারাত্মক ঘুমের ব্যাঘাত। আমেরিকার ন্যাশনাল হার্ট, লাঞ্জ অ্যান্ড ব্লাড ইন্সটিটিউট-এর মতে, ঘুমের ভেতর কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে তা হার্ট অ্যাটাক, অ্যাট্রিয়েল ফাইব্রিলেশন, অ্যাজমা, উচ্চ রক্তচাপ, গ্লুকোমা, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তীয় সমস্যার মারাত্মক ঝুঁকি বাড়ায়।

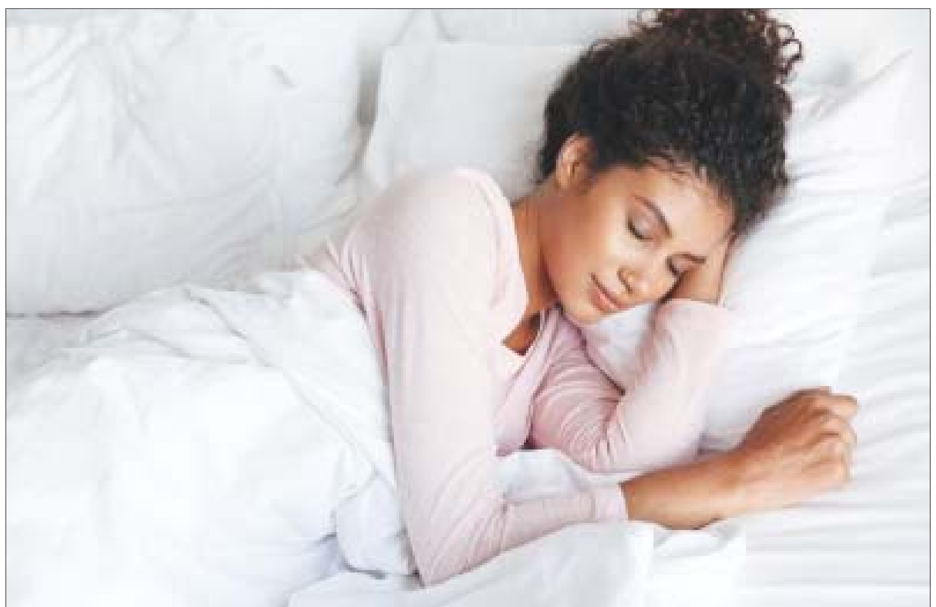

৫। ঘুমাতে যাওয়ার আগে অ্যালকোহল ঃ আপনি কী মনে করেন ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটু অ্যালকোহল পান করলে তা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে? তেমনটি ভাবলে সম্ভবত তা ভুল। রবিনস বলেন, অ্যালকোহল আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে। কিন্তু অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া যখন শেষ হবে, তখন? তিনি বলেন, এটি ঘুমের প্রথম পর্যায়ে আপনাকে ফাঁদে ফেলবে এবং রাতের বিশ্রামের ধরনকে পাল্টে দেবে। রবিনস বলেন, 'এটি প্রতিনিয়ত গভীরতম ঘুম বা র‌্যাপিড আই মুভমেন্ট (আরইএম)-এর স্বপ্নময় অবস্থা থেকে আপনাকে বের করে আনবে। ফলে আপনার ঘুম হবে অসম্পূর্ণ।

৬। ঘুম আসছে না, তই চোখ বন্ধ করে বিছানায় থাকা ঃ স্বীকার করতেই হবে আপনি বিছানায় গিয়ে চেষ্টা না করলে ঘুম আসবে না। আমরা অনেক সময় ঘুম না আসলে উল্টো গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পদ্ধতিতে ১৫ মিনিটেও ঘুম না আসলে তা চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রবিনস বলেন, 'ঘুম না এলে বিছানায় থাকার কোনো অর্থ হয় না। তিনি বলেন, মানসিক চাপমুক্ত সুস্থ শরীরে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য শরীর সময় নেয় সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট। যদি এই সময়ের ভেতর ঘুম না আসে তবে বিছানার বাইরে চলে আসুন, পরিবেশ পরিবর্তন করুন। কম আলোয় ঘোরাঘুরি করুন। তারপর আবার চেষ্টা করুন ঘুমানোর।

৭। ঘুমানোর জন্য কোনো নির্ধারিত সময় নেই ঃ ঘুম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটিও আরেকটি মিথ যা আপনার স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। রবিনস বলেন, 'ঘুমানোর জন্য প্রত্যেকের নির্দিষ্ট সময়সূচি থাকা উচিত। কারণ এটি আমাদের বায়োলজিক্যাল ক্লককে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি বলেন, এই অভ্যাস শরীরের 'সার্কাডিয়ান রিদম' বা শরীরের অন্তর্গত ভারসাম্য রক্ষা করে। আর সার্কডিয়ান রিদম শরীরের ভেতর প্রয়োজনীয় হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে। এটি শরীরের তাপমাত্রা, খাবার গ্রহণ, হজম এবং ঘুম ও ঘুম থেকে জেগে ওঠা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে।'

৮। বিছানায় টিভি দেখা ঃ বিছানায় বসে টিভি দেখা, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোন চালানো মানেই রাতটি আপনার জন্য মোটেও ভালো নয়। রবিনস ব্যাখ্যা করেন, 'এই ডিভাইসগুলো উজ্জ্বল নীল আলো নির্গত করে। এই নীল আলোই আমাদের মস্তিস্ককে সজাগ থাকার সংকেত দেয়। এমনকি এগুলো বন্ধ করার পরও তা আমাদের ভেতর অনেক সময় ধরে সক্রিয় থাকে। ফলে ঘুমে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। তাই বিছানায় যাওয়ার আগে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। আর টিভি দেখতে হবে বিছানার বাইরে। ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশনের মতে, নীল আলো মেলাটোনিন নামের ঘুমের হরমোন নিঃসরণে বাধা দেয়। তাই ঘুমের দুই ঘণ্টার মধ্যে টিভি দেখা বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা মানেই, ঘুমানোর জন্য আপনার আরো বেশি সময় লাগবে।

৯। ঘুমের আগে ঝিমুনি ঃ এই প্রবণতা রোধ করতে হবে। রবিনস বলেন, 'ঘুমের আগে ঝিমানোর প্রবণতা রোধ করতে হবে এই কারণে যে, এটি আপনার ঘুমের সময় নয়। তাছাড়া যে ঘুমের জন্য আপনি ঝিমাচ্ছেন তা খুব হালকা আর নিম্নমানের ঘুম।' সুতরাং, এই প্রলোভন প্রতিরোধ করুন।

১০। স্বপ্ন দেখা মানেই ভালো ঘুমের চিহ্ন ঃ এটিও একটি মিথ। কারণ ধরা যাক, আপনি রাতে ঘুমের ভেতর চার-পাঁচবার স্বপ্ন দেখেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাঁরা মনে করেন চার-পাঁচবার স্বপ্ন দেখা মানেই চার-পাঁচবার জেগে ওঠা। এটি নিশ্চিতভাবে ঘুমের ব্যাঘাত। ফ্রান্সের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যারা ঘুমের ভেতর দেখা স্বপ্ন মনে করতে পারেন, বুঝতে হবে তাদের মস্তিষ্কের তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সক্রিয় ছিল। এই প্রক্রিয়াটি নিরেট ঘুমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়।

গরমে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে করণীয়

দুরন্ত বার্তা ঃ দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকার পর কি আপনার পায়ে ক্র্যাম্প ধরে? কিংবা শরীরে অত্যন্ত ক্লান্তিভাব আসে? অথবা গরমে অস্বস্তি হলেও ঘাম বেরোয় না! তাহলে সময় থাকতেই সজাগ হন। কারণ প্রাথমিকভাবে এই ধরনের লক্ষণ থেকেই আপনার হিট স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমনকী দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে হিট স্ট্রোকের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আগামী দিনে গরম আরও বাড়তে চলেছে। অন্যদিকে বর্ষা আসতে এখনও অনেক দেরি। তাই কাজের তাগিদে দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকতে হলে অবশ্যই শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে সজাগ হোন।

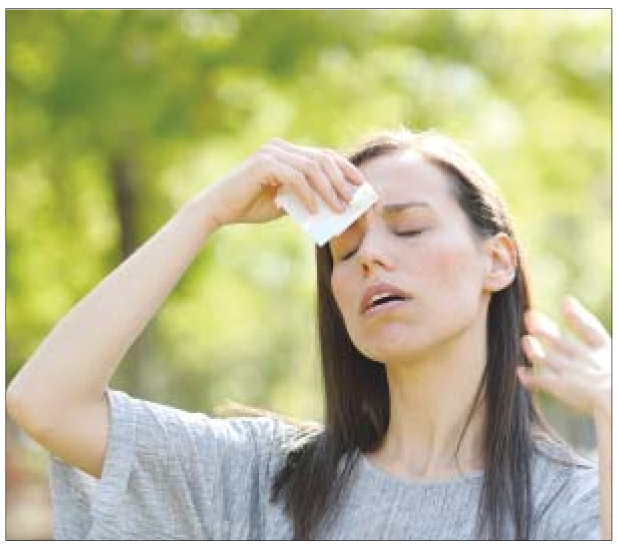

কারও হঠাৎ করেই হিট স্ট্রোক হয়ে যায় না। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হিট স্ট্রোকের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগে হিট ক্র্যাম্প অর্থাৎ পেশিতে টান ধরে। গরমে ঘাম হলে শরীর থেকে বিভিন্ন খনিজ উপাদান যেমন ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদি বেরিয়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে হাত, পা ও পেটের পেশিতে। হিট ক্র্যাম্পে শরীরের মাংসপেশিতে ব্যথা শুরু হয়, শরীর দুর্বল লাগে এবং রোগীর প্রচণ্ড জলতেষ্টা পায়। এরপর আরেকটি পর্যায় হল হিট এক্সজশন। এক্ষেত্রে বমি ও প্রচন্ড ঘাম হয়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, মাথাব্যথা,অসংলগ্ন আচরণ ইত্যাদি হতে পারে। রোগীর এই দু'টি অবস্থাই পরবর্তীকালে হিট স্ট্রোক হওয়ার আভাস দেয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও কারণে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ত্বকের রক্তনালি প্রসারিত হয় এবং অতিরিক্ত তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনে ঘামের মাধ্যমেও শরীরের তাপ কমানো হয়। কিন্তু প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র পরিবেশে অনেকক্ষণ থাকলে বা পরিশ্রম করলে তাপ নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব হয় না। এতে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় এবং হিট স্ট্রোক দেখা দেয়। শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আমাদের শরীরের ভিতরের তাপ কখন বেরোবে তা নির্ভর করে বাতাসের আর্দ্রতার উপর। যত আর্দ্র পরিবেশ তত বাষ্পীভবনের পরিমাণ কমে যায় এবং শরীর ঠান্ডা হওয়ার প্রক্রিয়ায় বাধা দেবে। সেক্ষেত্রে রোগীর মৃগী রোগের মতো কম্পন হয় এবং হার্ট ফেলিওর হয়ে রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এছাড়াও রোগীর ঘাম বন্ধ হয়ে যায়, ত্বক শুষ্ক ও লালাভ হয়ে যায়, নিশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, নাড়ির স্পন্দন ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যায়, খিঁচুনি, মাথা ঝিমঝিম করে, অস্বাভাবিক ব্যবহার, অসংলগ্নতা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়ার মতো লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হিট স্ট্রোকের কারণে আপনার জীবনে ভয়ানক ফল হতে পারে। হিট স্ট্রোকে রোগীর হার্টের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর হার্ট ফেলিওর করে যায়। যত কম শরীরে জল যায় তত কিডনির উপর প্রভাব পড়ে। লিভারে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। এমনকী, লিভারের কার্যকারিতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং শেষে ব্রেনের উপর প্রভাব পড়ে। শরীরে হিট স্ট্রোকের এই প্রভাবগুলি রোগীর খুব তাড়াতাড়ি অথবা ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে।

প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্রতায় যে কারও হিট স্ট্রোক হতে পারে। সাধারণত আমাদের শরীর অভ্যস্ত নয় এমন তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ থাকলে হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়ে। শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম থাকায় হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা বেশি থাকে। যারা তীব্র রোদে কায়িক পরিশ্রম করেন বা দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকতে হয় যেমন কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক, পুলিশ কিংবা যারা প্রচণ্ড তাপমাত্রায় বেকারিতে কাজ করেন তাদের হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি থাকে।

প্রতিরোধ

-হালকা রঙের ঢিলেঢালা সুতির জামা-কাপড় পরার চেষ্টা করুন। কাজ ছাড়া যতটা সম্ভব ঘরের ভিতর বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকুন। দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকতে হলে টুপি বা ছাতা ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে সুতির কাপড় মুখে জড়িয়ে নিন। প্রচুর পরিমাণে জল ও অন্যান্য তরল পান করুন।

-চা ও কফি জাতীয় গরম পানীয় যথাসম্ভব কম পান করুন।

এমন হলে করণীয়

-প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগেই যখন হিট ক্র্যাম্প বা হিট এক্সজশন দেখা দেয়, তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব।

-আপনার পাশের কোনও ব্যক্তির হিট স্ট্রোক হলে তাকে দ্রুত শীতল কোনও স্থানে নিয়ে যান। ফ্যান বা এসি চালিয়ে দিন।

-ভেজা কাপড়ে শরীর মুছে ফেলুন। সম্ভব হলে রোগীর কাঁধে, বগলে ও কুচকিতে বরফ দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা করুন।

-যদি হিট স্ট্রোক হয়েই যায়, তাহলে রোগীকে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাবারের মাধ্যমে ত্বকের রক্ষা

দুরন্ত বার্তা ঃ গরমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় আমাদের ত্বকের। সেই ত্বকের যত্ন নিতে কতকিছুই না করতে হয় সারাদিনে। হাজারও সানস্ক্রিন, ফেসিয়াল, মাসাজেও ঠিকঠাক কাজ দেয় না। ত্বকের ক্ষতি হয়েই চলে। আসলে ত্বককে সারানো দরকার ভিতর থেকে। শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন, হাইড্রেশন, প্রোটিন ও কার্যকরী ফ্যাট যদি খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়, তবে ত্বক ভিতর থেকেই যথেষ্ট সেরে ওঠে, কমে যায় রোদের ও অত্যন্ত গরমের ক্ষতিকর প্রভাবজনিত ক্ষয়। তাই ত্বককে গরমের ভয়াবহ পরিবেশ থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন খাবারের তালিকায় পরিবর্তন আনা। খুব চেনা কিছু খাবার যাদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, তারাই আমাদের ত্বককে দিতে পারে যথাযথ সুরক্ষা। প্রতি খাবারের মধ্যেই কিছু বিশেষ জৈবিক পদার্থ থাকে যা আমাদের চাহিদা মেটায়, সেগুলো নিয়েই নিচে পরপর আলোচনা রইল, যাতে সহজে বোঝা যায় কী কী পদার্থ আমাদের ত্বককে রক্ষা করতে অবশ্যই দরকার।

১। জল ঃ গরমে যে জিনিসটি আমাদের শরীরে সবচেয়ে কমে যায় ও যার জন্য ডিহাইড্রেশন ঘটে তা হল জল। ডিহাইড্রেশন-এর ফলে ত্বক শুষ্ক, খসখসে হয়ে পড়ে। কোষগুলোর কাজকর্মও ধীরগতিতে চলে। তাই গরমে জলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। শরীরে জলের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাধারণ জলের পাশাপাশি খান বিভিন্ন ফলের রস, জলের পরিমাণ বেশি এমন ধরনের খাবার, এছাড়াও নুন-চিনির জলও খেতে পারেন যাতে শরীরে জলের পাশাপাশি সোডিয়ামের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

২। ক্যারোটিনয়েডস ঃ ক্যারোটিনয়েডস আমাদের ত্বকের জন্য আরও একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সূর্যরশ্মিতে ইউভিএ ও ইউভিবি রশ্মি থাকে তা ত্বকের জন্য প্রচন্ড ক্ষতিকর। টম্যাটো, গাজর, আম ইত্যাদি খাবারে থাকা আলফা আর বিটা ক্যারোটিন ত্বককে এই রশ্মিগুলির কুপ্রভাব থেকে অল্প হলেও রক্ষা করে। ফলে ত্বক রোদে পোড়ে না। এছাড়াও এই ক্যারোটিনয়েডগুলি ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

৩। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটস ঃ আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটস আছে এমন খাবার খেলে আপনার ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। গরমকালে ঘামের কারণে ত্বকের জলীয় অংশ রোদে শুষে নেয়। বিভিন্ন সবজিতে থাকা এই ফ্যাটগুলো ত্বকের জলীয় ভারসাম্য বজায় রাখে। এছাড়াও ত্বককে অকাল বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে ওমেগা থ্রি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একটি ফ্যাট। অ্যাভোকাডো, ওয়ালনাটে এই ফ্যাট বেশি পরিমাণে মেলে।

৪। ভিটামিন সি ঃ ত্বকের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হল ভিটামিন সি। সূর্যের বিভিন্ন ক্ষতিকারক রশ্মি ত্বকের ক্যান্সার ঘটাতেও সক্ষম। একমাত্র ভিটামিন সি-ই পারে এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে। শুধু তাই নয়, এটি ত্বকের অকাল বার্ধক্য রোধে সাহায্য করে, এমনকী আটকায় পিগমেন্টেশনও। রোজকার খাবার তালিকায় তাই রাখুন ভিটামিন সি। যে কোনও টকজাতীয় খাবারেই ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আঙুর, লেবু, স্ট্রবেরি, জাম ইত্যাদি ফল ভিটামিন সি-এর অন্যতম উৎস।

৫। প্রোটিন জাতীয় খাবার ঃ প্রোটিন জাতীয় খাবার আমাদের ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বিশেষত যখন গরমে সূর্যের বিভিন্ন ক্ষতিকারক রশ্মি ত্বকের সরাসরি ক্ষতি করছে। এজন্য বেছে নিন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার যেমন মাছ, মাংস, দুধ, ডিম। মাছের প্রাণীজ প্রোটিন আপনার ত্বকের কোষগুলোর কর্মক্ষমতা বাড়ায় ও কোনোরকম ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। আপনি যদি অপনার ত্বক নিয়ে সচেতন হন, তবে গরমকালে এগুলোই আপনার প্রধান খাবার হওয়া উচিত। ফাস্টফুড মশলাদার খাবার বাদ দিয়েই শুধু ত্বককে সুস্থ রাখা যায় না, তাই শেষ উপায় কিন্তু এই প্রয়োজনীয় উপাদান সমৃদ্ধ খাবারগুলিই।

এই গরমে স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে সুস্থ থাকুন

দুরন্ত বার্তা ঃ আবহাওয়া যত উত্তপ্ত থাকবে ঘামের মাত্রাও বেড়ে যাবে এবং আমরা পিপাসার্ত হবো। ঘামের সঙ্গে যেহেতু সোডিয়াম পটাশিয়াম বেরিয়ে যায় সে জন্য দুর্বলতা বোধ যেমন হয় তেমনি আবার দেহে জলস্বল্পতা দেখা দেয়। এই সময় কিছুক্ষণ পরপর লবণ ও লেবুর রস দিয়ে জল পান করা প্রয়োজন। জল দেহের ভেতরটাকে পরিশোধিত করে। এই সময় তরমুজ, তেঁতুল, বেল, ইসবগুল, কাঁচা আম দিয়ে শরবত করে খাওয়া যেতে পারে। প্রতি বেলায় খাবারের সঙ্গে টকদই রাখতে পারলে ভালো। টকদই প্রোবায়োটিকের কাজ করে। শরীরকে সুস্থ অর্থাৎ জীবাণুর হাত থেকে বাঁচায়। এ ছাড়া ইসবগুল, তেঁতুল, কাঁচা আম শরীরকে স্নিগ্ধ শীতল রাখে। গরমের সময় গুরুপাক খাবারে শরীর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে আরও গরম লাগে। এছাড়া হজমের গোলমাল, অনিদ্রা, বমি ভাব, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ ইত্যাদি দেখা যায়। এই সময় ঝাল মসলা যত কম খাওয়া হয় ততো ভালো। দুপুর ও রাতের খাবারে ঠাণ্ডা স্যালাড রাখলে ভালো হয়। গরমের দুপুরে সব সবজি দিয়ে নিরামিষ করে খেলে ভালো হয়। ভাতের সঙ্গে আম, কামরাঙ্গা, আমড়া, আনারস ইত্যাদির টক, ছোট মাছের ঝোল, সুসিদ্ধ ডাল ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। প্রাতঃরাশে চিড়া-কলা-দই, সিদ্ধ ডিম, সিদ্ধ আটার রুটি, পাউরুটি, সাদা সবজি, জেলি, নরম খিঁচুড়ি ইত্যাদি রাখা যেতে পারে। কেউ কেউ গরমের সময় পান্তাভাত খেতে পছন্দ করেন। এতে শরীর যেমন ঠাণ্ডা থাকে তেমনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। শরীরে জলের অভাব দূর হয়। রাতের খাবারের পরিমাণ দুপুরের চেয়ে কম হওয়া উচিত। কারণ রাতের দিকে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম যেমন কমে যায় তেমনি বিপাক ক্রিয়ার হারও কম থাকে। গরমের সময় অনেকেরই পেট খারাপ বা ডায়রিয়া দেখা যায়। পেটের গোলমাল যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে স্বাস্থ্য যেমন নষ্ট হয় তেমনই দেহের লাবণ্য নষ্ট হয়। গরমের পৃথক কোনো খাবার নেই। খাবার হবে সুষম, সহজপাচ্য ও জলীয়। বাজার করার সময় সবজি ও ফল অবশ্যই কিনতে হবে। দেহ মন যাতে সুস্থ সতেজ থাকে এমন খাবারই গরমের সময় খেতে হবে। গরমের সময় খাবার গ্রহণের কিছু টিপস-

-এ সময় শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যায় বলে খেতে হবে তরমুজ, শসা, ডাব, আম ইত্যাদি। এ ছাড়া জল জাতীয় সবজি যেমন লাউ, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, পটল হালকা তেলে রান্না করে খেতে হবে।

-সব ধরনের মাছ, অঙ্কুরিত-ছোলা-মুগ খেলে ভালো হয়।

-প্রতিদিন লেবু বা লেবুর শরবত খাওয়া উচিত।

-দিনে ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে হবে।

-ডুবো তেলে ভাজা খাবার এবং গুরুপাক খাবার এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

-শুকনো ফলের পরিবর্তে তাজা ফল খাওয়ার অভ্যাস করুন।

-তীব্র রোদে ঘুরে আসার পর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল অথবা খাবার খাওয়া উচিত নয়। এতে আরাম হলেও শরীরের তাপমাত্রা তারতম্যের জন্য ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

-হিটস্ট্রোক থেকে বাঁচার জন্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

-ডাবের জল খুবই উপকারী। এতে আছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার ও ক্লোরিন।

-তরমুজ তৃষ্ণা নিবারণে অব্যর্থ। এতে আছে বিটা ক্যারোটিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও লাইকোপেন। যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

বিরক্তিকর পেটের সমস্যা ভোগালে

দুরন্ত বার্তা ঃ আইবিএস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম পরিপাকতন্ত্রের একটি রোগ। ১০ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ আইবিএসে আক্রান্ত। এর প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে পেটব্যথা, পেট ফাঁপা, পায়খানার অভ্যাসে পরিবর্তন ইত্যাদি। পায়খানার অভ্যাস পরিবর্তন বলতে কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া যেকোনোটি অথবা উভয়ের সংমিশ্রণকে বোঝায়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা বলেন যে তাঁদের পায়খানা পরিপূর্ণ বা তৃপ্তিকর হয় না, মলের সঙ্গে অতিরিক্ত মিউকাস যায়, খাওয়ার পরপরই শৌচাগারে দৌড়াতে হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত ঢেকুর ওঠা, তলপেট থেকে শুরু করে পেটের যেকোনো জায়গায় ব্যথা, যা মলত্যাগ করার পর আংশিক বা পুরোটা প্রশমিত হয়, বমি বমি ভাব, বুক জ্বালাপোড়া ইত্যাদিও হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আইবিএসের কোনো সুস্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নির্দিষ্ট খাবার ও অতিরিক্ত মানসিক চাপ উপসর্গ বাড়িয়ে দিতে পারে। বেশির ভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় অন্য রোগগুলোর বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য। এই ধরনের উপসর্গের সঙ্গে কিছু বিপজ্জনক চিহ্ন বা রেড ফ্ল্যাগ সাইন থাকলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। এমন চিহ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ-

-বয়স ৫০-৫৫-এর বেশি

-রক্তশূন্যতা

-ওজন কমে যাওয়া

-পেটের বিভিন্ন ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস

উপসর্গ অনুযায়ী একেকজনের জন্য একেক রকম চিকিৎসা। জীবনাচরণ বা খাদ্যাভাসের পরিবর্তন অনেকটাই উপকার বয়ে আনবে। এর সঙ্গে অল্প কিছু ক্ষেত্রে কিছু ওষুধের প্রয়োজন হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রধান সমস্যা হলে আঁশজাতীয় খাবারের পাশাপাশি প্রচুর জল পান করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে অন্যান্য খাবার খাওয়ার সময় এবং একবারে অনেক জল পান করা যাবে না।

-অতিরিক্ত চা-কফি পরিহার করুন।

-ডাল ও ডালজাতীয় খাবার এবং অতিরিক্ত ফল, ফলের জুস এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

-দুধ-দুধজাতীয় খাবার পরিহার করুন।

-কিছু ক্ষেত্রে প্রোবায়োটিক খানিকটা কাজ করে।

সবার জন্য সব চিকিৎসা প্রযোজ্য নয়। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসকই ঠিক করবেন কাকে কোনভাবে চিকিৎসা করা হবে। তবে সঠিক কাউন্সেলিংয়ের অভাবে আইবিএসের রোগীরা উদ্ভ্রান্তের মতো ডাক্তার থেকে ডাক্তার, দেশ থেকে বিদেশ ঘুরে বেড়ান ও নানা ধরনের চিকিৎসা নেন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। তাই আইবিএস শনাক্ত করা হয়ে থাকলে অস্থির না হয়ে এর সঙ্গে মানিয়ে চলাই ভালো। নিজের রোগ সম্পর্কে জানুন, ভালো থাকুন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার সন্তানের বয়স ১২। তার মুখে ছোট ছোট মুক্তার দানার মতো সাদা ফুসকুড়ি রয়েছে। আমি এতে আতঙ্কিত।
উত্তর ঃ আপনার রোগটি সম্ভবত 'মলাসকাম কন্টাজিওসামা' এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। খালি চোখে না দেখে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'পায়ের তলায় অনেক ফাটা হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছি। কমছে না। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।
উত্তর ঃ আপনার পায়ের রোগটির নাম-'ক্র্যাকসোল'। এটি একটি সংক্রমনজনিত রোগ। ত্বক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এটি নির্মূল করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ বেশ কিছুদিন থেকে আমার দেহের ত্বক লাল হয়ে চাকা চাকা হয়ে চুলকানি হচ্ছে। চুলকানির ওষুধ খেয়ে কমছে না।
উত্তর ঃ আপনার রোগটির নাম এলার্জিক আরটিক্যারিয়া। এর কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিত। বয়স ২৩। আমার মাথার অনেক চুল পড়ে গেছে। টাক সৃষ্টি হয়েছে।
উত্তর ঃ স্টেমসেল থেরাপির মাধ্যমে টাক মাথায় চুল গজানো সম্ভব। এতে কোনো পার্শ্বক্রিয়া নেই।

প্রশ্ন ঃ আমি নব বিবাহিত। বয়স ৩১। আমি স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশায় ব্যর্থ হচ্ছি। আমার দ্রুত স্খলন হয়ে যাচ্ছে। আমি দুর্বলতাবোধ করছি।
উত্তর ঃ আপনার সমস্যাটি মানসিক অথবা পুরুষত্বহীনতা। আপনার দেহের সেক্স-হরমোন এনালাইসিস প্রয়োজন। একজন যৌনরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তিনি আপনার স্থায়ী চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিতা। বয়স ৪০। আমার স্তন নরম হয়ে গেছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে কি?
উত্তর ঃ অত্যাধুনিক 'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি' ওয়েবস এর মাধ্যমে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ছাড়া আপনার স্তন টান টান করে শিথিলতা দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে অসংখ্য শক্ত বিচির মতো হয়েছে। ওষুধ ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।
উত্তর ঃ রোগটির নাম সিরিনগোমা। এটি একটি ত্বকের জটিল সমস্যা। আধুনিক রেডিও সার্জারির মাধ্যমে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই রোগটি নির্মূল সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ৩১। এরই মধ্যে আমার মাথায় চুল পড়ে গিয়ে টাক পড়েছে। নতুন করে চুল গজানো কি সম্ভব?
উত্তর ঃ বর্তমানে অত্যাধুনিক পিআরপি থেরাপির মাধ্যমে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন করে চুল গজানো সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে কালো দাগ পড়ায় আমি হতাশ। মলম ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।
উত্তর ঃ এই সমস্যাটি দূর করা অনেক সময় দুরুহ। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রাত জাগবেন না। অ্যালার্জিক ফুড গ্রহণ পরিহার করবেন। ফর্সাকারী কোনো ক্রিম ব্যবহার করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ১৯। আমার দেহে প্রচণ্ড এলার্জি। ত্বক ফুলে লাল হয়ে থাকে। এ যেন এক বিড়ম্বনা। আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।
উত্তর ঃ বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইমিউনো থেরাপীর মাধ্যমে এলার্জি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মূল করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৪২। দ্রুত বীর্যস্খলন হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এ থেকে নিরাময় কি সম্ভব?
উত্তর ঃ আর নেই ভাবনা। রক্তে সেক্স-হরমোন এনালাইসিস করে রোগটি নিরাময় করা সম্ভব। বিভিন্ন যৌন রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির জীবাণু আছে কিনা তা শনাক্ত করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটি মনোদৈহিক সমস্যা। এর কার্যকর চিকিৎসা আছে।

প্রশ্ন ঃ আমি ব্রনের চিকিৎসা নিচ্ছি। সাবান ব্যবহারে মুখ শুস্ক হয়ে যায়।
উত্তর ঃ বারবার সাবান ব্যবহারে ত্বকে উৎপাদিত সেবাম পরিষ্কার হয়ে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। শুষ্কভাব দূর করার আধুনিক চিকিৎসা যেমন কিছু প্রসিডিউর রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২০ বছর। কিছুক্ষণ পরপর পায়খানার চাপ হয় কিন্তু পায়খানা হয় না। রক্তমিশ্রিত জল বের হয়। করণীয় কী?
উত্তর ঃ পাইলস, মলদ্বারে সংক্রমণ, রেকটামে পলিপ বা টিউমার ইত্যাদি কারণে এমনটা হতে পারে। আপনি দ্রুত একজন পরিপাকতন্ত্রবিদ বা সার্জারি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

কালিয়াগঞ্জে আরও একদিন বাড়ল ১৪৪ ধারা

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল ঃ এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতি। সেদিকেই নজর রেখে এবার আরও একদিন ১৪৪ ধারা জারি রাখল প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গত ২৬ এপ্রিল কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ৪, ৫, ৬ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার পর্যন্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে বলে রবিবার পুলিশের তরফে জানানো হয়। এই সময়ে জমায়েত, মাইক, লাউড স্পিকার বাজানোতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত শুক্রবার কালিয়াগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের পুকুরপাড় থেকে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দা। দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। পুলিশের সঙ্গে চলে খণ্ডযুদ্ধ। এমনকি, মঙ্গলবার ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কালিয়াগঞ্জে। থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। থানায় ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি, পুলিশের ওপর হামলা চালানোরও অভিযোগ ওঠে স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জড়িতদের ধরতে গিয়ে রাধিকাপুর অঞ্চলের মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে কালিয়াগঞ্জ থানার এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। পরপর ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কালিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষ। গত কয়েকদিনের উত্তপ্ত পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে এবার আরও একদিন ১৪৪ ধারা জারি রাখল প্রশাসন।

বিজেপি কর্মী খুনে উত্তপ্ত জামুড়িয়া

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩০ এপ্রিল ঃ শনিবার জাতীয় সড়কে স্বরূপও গাড়ির ভেতরেই গুলিতে খুন হন বিজেপি কর্মী রাজেন্দ্র সাউ। বিজেপি নেতার রাজেন্দ্র সাউয়ের খুনিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরতে হবে। এই দাবিতে রবিবার রানিগঞ্জের রানিসায়ের মোড়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বিজেপি কর্মীরা। রাজেন্দ্র সাউ আসানসোল পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কনভেনের। পাশাপাশি তিনি একজন রেশনডিলার এবং জমি ব্যবসায়ী ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার বিকেলে তাঁরাও পথ অবরোধ করেছিলেন। রবিবার বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদে দু'নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। অবিলম্বে খুনিকে গ্রেফতারির দাবিতে রানিগঞ্জের রানিসায়ের মোড়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। প্রায় ২০ মিনিট ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। তীব্র যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। তদন্তের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ উঠে যায়।

যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। বিজেপির দাবি, এই খুনের পেছনে রাজনীতি রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান ব্যবসায়িক সংক্রান্ত বা ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে খুন হতে পারে। আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় রাজেন্দ্র সাউয়ের দেহ। পুলিশ জানায় ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে পেশায় জমি ব্যবসায়ী মৃত রাজেন্দ্র সাউয়ের বাবার দাবি, ছেলে সেদিন কোথায় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল জানা নেই। তবে পকেটে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। সেই টাকার খোঁজ নেই। সেই কারণেই খুন, অর্থাৎ ছিনতাই করতে বাধা দেওয়ার খুন, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। পুলিশের অনুমান, গুলি করেই খুন করা হয়েছে রাজেন্দ্র কুমার সাউকে। সম্ভবত বুকে গুলি করে তাঁর। আসানসোল জেলা হাসপাতালেই রাজেন্দ্রকুমার সাউয়ের দেহ রাখা রয়েছে। এদিকে রবিবার বিজেপি নেতা রাজেন্দ্র সাউয়ের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন স্থানীয় বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। রাজেন্দ্রর স্ত্রী বারবারই অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। তিনটি শিশু সন্তান রয়েছে তাঁর। পরিবারে আর কেউ রোজগেরে নেই। তাই তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, পুলিশ সবসময় নিজের দায় এড়িয়ে যেতে চায়। তাই পুলিশের ওপর ভরসা নেই। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে তোপ দাগেন তিনি। প্রতিবাদের সরব হয় বিজেপি বিধায়ক বলেন, রাজ্যের পুলিশের ওপর বিশ্বাস ও ভরসা নেই। তাই এই ঘটনায় তিনি সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেন। এমনকি ৮ তারিখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসানসোল যাচ্ছেন। ৯ তারিখ তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। আসানসোলের ব্যবসায়ী, অরবিন্দ ভাগত নিজের হোটেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটা ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। বারাবনি দুই মণ্ডল সভাপতির রহস্যজনক ভাবে লরির চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কয়েকদিন আগে। রাজু ঝা খুন হয়েছেন শক্তিগড়ে। তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন, পাশাপাশি বিজেপি নেতা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে একের পর এক বিজেপি কর্মীদের খুন করে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতার না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে হুঁশিয়ারিও দেন। অগ্নিমিত্রা চলে যাওয়ার পর মৃতের বাড়িতে দেখা যান প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর, তৃণমূল জেলা সহসভাপতি কাঞ্চন তেওয়ারিকে। তিনি বলেন, মৃত রাজেন্দ্র সাউ বাবা নন্দজি সাউ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী। রাজেন্দ্র আগে তৃণমূল করতেন। এখন অন্য দলে চলে গিয়েছেন। এই পরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি কান্নাভেজা চোখে বলেন, যেই তদন্ত করুক যেন প্রকৃত সত্য উঠে আসে এবং এই খুনের ঘটনায় যেন কেউ রাজনৈতিকভাবে রুটি শেকার চেষ্টা না করে।

আর্থিক সাহায্য দিতে গিয়ে পরিবারের দুরবস্থা দেখে মর্মাহত তৃণমূলের নেতা

তনুজ জৈন, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ স্বামী ছেড়ে চলে গেছে বহু বছর আগে। মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন মহিলা। ভিক্ষাবৃত্তি করে চলে সংসার। কিন্তু পাননি কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা। একদিন পরেই মেয়ের বিয়ে। কিন্তু বিয়ের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থ নেই পরিবারের কাছে। সেই খবর শুনেই পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তৃণমূল নেতা। বিয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন পরিবারের হাতে। সাথে পরিবারের দুরবস্থা দেখে মর্মাহত ওই তৃণমূল নেতা। আবাস যোজনার বাড়ি না পাওয়ার জন্য ফোন করে ধমক দিলেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানকে। দুয়ারে পৌঁছে গেলেন বুলবুল মাস্টার। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিওর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সামখা গ্রামের বাসিন্দা আদুরী খাতুন। মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হওয়ায় স্বামী ছেড়ে চলে গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। বাড়িতে রয়েছে এক মেয়ে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলে সংসার। মেয়ে আসিরণ খাতুনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খরচা নেই পরিবারের কাছে। আদুরির দাদা নুরজাবান আলী তাই প্রত্যেকের কাছে সাহায্য নিচ্ছে ভাগ্নির বিয়ের জন্য। পার্শ্ববর্তী সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য মারফত সেই খবর পৌছায় জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খানের কাছে। সাহায্যের জন্য সাথে সাথে তিনি যান আদুরি খাতুনের বাড়িতে। কিন্তু সেখানে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ তৃণমূল নেতার। উন্নয়নের সামান্য ছোঁয়াও নেই অসহায় এই মহিলার বাড়িতে। মেলেনি আবাস যোজনার ঘর। জরাজীর্ণ টিনের ঘরে বসবাস করতে হয়। এমনকি এখনো বাড়িতে পৌঁছয়নি বিদ্যুৎ সংযোগ। অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধাও মেলে না। যা দেখে তৃণমূল নেতা নিজেও মনে নেন এই পরিবার এখনো বঞ্চিত। সাথে সাথে সেখান থেকেই তিনি ফোন করেন মালিওর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে। কার্যত ধমকের সুরে পরিবারের দুরাবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দ্রুত ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আবাস যোজনা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সাথে আসিরণ খাতুনের বিয়ের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন ওই পরিবারের পাশে থাকার। এদিকে বুলবুল খানকে পাশে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে পরিবার। এই অবস্থায় সাহায্যের জন্য তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতাকে। মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান বলেন, আমি আমাদের স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে খবর পেয়ে এসেছিলাম। এখানে এসে এদের অবস্থা দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রায় সব বাড়িতেই পৌঁছে গেছে। হয়তো এরকম এক-দুটো বাড়ি কোন কারনে বাদ গেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে আমি নির্দেশ দিয়েছি সবকিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার। আমিও আর্থিক ভাবে সাহায্য করলাম। নুরজাবান আলী বলেন, এর আগে ঘরের জন্য আমি অনেকবার পঞ্চায়েতে ঘুরেছি। আমার বোন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, ওর স্বামী ছেড়ে দিয়েছে। কোন দিন কারো সাহায্য পাইনি আমরা। ভাগ্নির বিয়ের জন্য সকলের কাছে হাত পাতছিলাম। বুলবুল খান আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো খুব ভালো লাগছে। প্রসঙ্গত তৃণমূল নেতা বুলবুল খানের মানবিক রূপ আগেও বহুবার সামনে এসেছে। মানুষের দরকারে রাজনীতির উর্ধ্বে বারবার ব্যক্তিগত ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাই হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার কোন মানুষ বিপদে পড়লে সব থেকে আগে তার কাছেই যায়। আর মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের নিরাশ করে না বুলবুল মাস্টার। কেউ না দেখলেও বুলবুল মাস্টার দেখবে এমন বিশ্বাস ছড়িয়ে গেছে সারা এলাকায়।

ফাঁড়ির শিলান্যাস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিলঃ সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের আবেদনের ভিত্তিতে ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে মন্তেশ্বর ব্লকের পুটশুড়ী বাজারে একটি পুলিশ ফাঁড়ির শিলান্যাস করা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে অবশেষে পুটশুড়ী বাজারে হাই স্কুলের পার্শ্ববর্তী খোলা জায়গায় পুলিশ ফাঁড়ির বিল্ডিংয়ের জন্য শিলান্যাস করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন। এই শিলান্যাস উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার এক ঝাঁক প্রশাসনিক আধিকারিক, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

বর্ধমানে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহ প্রদান করা হল চাষীদের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিলঃ সুইচ অন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং সাহায্যের হাত নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তত্ত্বাবধানে জামালপুর ব্লকের বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার গ্রামগুলির চাষীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো একটি সভা। এই সভায় স্থানীয় চাষীদের সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। শুধু তাই নয়, এই জৈবিক পদ্ধতিতে চাষের সমস্ত খরচ সুইচ অন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বহন করা হবে এই আশ্বাসও দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে খুব শীঘ্রই বেশ কিছু চাষীদের সনাক্ত করে তাদের মনোনীত সবজি চাষ করার কাজ শুরুও করে দেওয়া হবে। এছাড়াও সংস্থাটির পক্ষ থেকে সন্দীপন সরকার বাবু জানান যেহেতু এই অঞ্চলটির কৃষি হল প্রধান জীবিকা আর তাই এই কৃষির জন্য অপরিহার্য জলসেচের কাজেপরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার পাম্প ও বসানোর কথা জানানো হয়। এইরূপ জনহিতকর কাজে উচ্ছ্বসিত এলাকার মানুষ। সাহায্যের হাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ সিংহ জানিয়েছেন, জৈবিক পদ্ধতিতে চাষে স্থানীয় চাষীদের উৎসাহ প্রদানে চাষীদের পাশাপাশি উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষও। কারন রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ফলে উৎপাদিত ফসলে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে মানব দেহে, উর্বরশক্তি কমছে মাটির। অপরদিকে জৈবিক পদ্ধতিতে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশগুলি এখন জৈবিক পদ্ধতিতে চাষের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং জৈবিক পদ্ধতিতে চাষের জন্য গ্রাম বাংলার চাষীদের এগিয়ে আসা উচিত। এদিন যেসকল কৃষক এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন, তারা সংস্থার দেওয়া পরামর্শ মেনে চাষ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন।

তৃণমূলের মহামিছিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল ঃ দীর্ঘদিন ধরেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে যাত্রীদের। প্রাণ হারাচ্ছে গাবাদি পশুরাও। বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরে জানিয়েও কোন লাভ না হওয়ায় রবিবার দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে মহা মিছিলে নামলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। কয়েক'শো তৃণমূল কর্মী পথে নামার প্রভাবে বন্ধ হয়েছে কলকাতা থেকে বর্ধমানগামী যান চলাচল ব্যবস্থা। এমনকি রাস্তাগুলিতে গাড়ি আটকে পড়ায় তুমুল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এক্সপ্রেসওয়েতে। সূত্রের খবর, মাঝেমধ্যেই ডানকুনি থেকে হরিপাল পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের উপর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি এই দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি গাবাদি বন্য পশুরাও। অভিযোগ, রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ আধিকারিকদের জাতীয় সড়কের উপর ১৫টি আন্ডার পাস করার আবেদন জানালেও কোন সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এবার রাস্তায় মহা মিছিলের আয়োজন বলেই দাবি শাসক শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের। এদিন হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় মহা মিছিল করার জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ব্যবস্থা।

বজ্রপাতে মৃত তৃণমূলের কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের সভায় বাজ পড়ে মৃত্যু হল একজনের। জখম হয়েছেন ৫০ জনের বেশি। রবিবার বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার আশিনপুরে এই ঘটনায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় যোগদানের জন্য এসেছিলেন বহু কর্মী। সভা শুরুর আগেই ঝাঁপিয়ে শুরু হয় বৃষ্টি। আর তার জেরে সভাস্থল ছেড়ে যে যার মতো করে আশ্রয় নেন। বেশকিছু মানুষ আশ্রয় নেন গাছের তলায়। সভাস্থলের কাছেই একটি বড় বটগাছে বাজ পড়ার ঘটনা ঘটে। আর তাতেই গাছের তলায় থাকা প্রত্যেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দেবাংশু ভট্টাচার্যের সভায় যোগ দিতে এসে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক তৃণমূল কর্মীর। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার ইন্দাসের আশিনপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সভা ছিল। সেখানেই গিয়েছিলেন সামেদ মল্লিকসহ আরও দলীয় নেতা-কর্মীরা। বৃষ্টির জন্য গাছের তলায় আশ্রয় নিলে সেই গাছে বাজ পড়ে। আর তখনই মৃত্যু হয় ইন্দাস থানার বাতানিয়া গ্রামের সামেদ মল্লিকের (৪২)। এই ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর দিনাজপুর থেকে উদ্বেগপ্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দেবাংশু ভট্টাচার্য-সহ স্থানীয় নেতাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছে মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। আহত ও নিহতদের পরিবারকে সবরকম সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম সামেদ মল্লিক (৪২)। তাঁর বাড়ি ইন্দাসের বাতানিয়া গ্রামে। দেবাংশুর সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। তবে সভা শেষ করে আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁর। আহতদের ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাঁকুড়ার পাশাপাশি আজ নদীয়ায় বাজ পড়ে মারা যান একজন। সুজয় ঘোষ নামে ওই কৃষক মাঠে কাজ করছিলেন। তখন বাজ পড়লে মারা যান তিনি। গত ২৮ এপ্রিল শালপুরে সভা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে শাসকদলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তিনি। তাই আজ ওই একই জায়গাতেই পাল্টা সভা করার কথা ছিল দেবাংশু ভট্টাচার্যের। তাই সেখানে নির্দিষ্ট সময়েই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন। সভা শুরুর আগেই দুর্ঘটনা ঘটে।

টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ বিজেপির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি দুর্নীতি শব্দটা যেন রোজনামচায় এসে দাঁড়িয়েছে। কখনও শিক্ষা, কখনও অন্য নিয়োগ, আবার কখনও সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে। আর এই দুর্নীতির অভিযোগ প্রায় সিংহ ভাগই তৃণমূল সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তুলে সোচ্চার হচ্ছে তৃণমূল বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের তরফে। বেশ কিছু দুর্নীতির তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি আদালতে একটি নির্দেশেও দিয়েছে

অন্যান্য দুর্নীতির পাশাপাশি পুরসভার দুর্নীতিরও তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর নদীয়ার কৃষ্ণনগর পুরসভার বিরুদ্ধেও বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়া ও পরে আদালতে সোচ্চার হতে দেখা গেছে বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারিকে। আর রবিবার সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে এসে সোচ্চার হলেন তিনি। পাশাপাশি কৃষ্ণনগর পুরসভার এলাকায় সৌন্দর্যায়ন সহ বিভিন্ন টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি রাজ্য যুব মোর্চা নেতৃত্ব ও আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তার অভিযোগ, কৃষ্ণনগর পুরসভার সৌন্দর্যের বিভিন্ন টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের জন্য আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। পুরসভার পুরমাতা রীতা দাস ৫ কোটি টাকার টেন্ডার পেয়েছে কিভাবে কল্যাণীর এক এজেন্সিকে দিল সেটা সামনে আসা দরকার, এটা রীতিমত চুরি করেছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, নদীয়ার তৃণমূলকে বলবো তারা ঠিক করুক কোন জেলে যাবে। কৃষ্ণনগর পৌরসভার বিরুদ্ধে তো মামলা হয়েছে, পরেরটা নবদ্বীপ। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই পুলিশ-প্রশাসন তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। এই বিষয়ে নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র দেবাশীষ রায় জানিয়েছেন, আইনজীবি হিসেবে তিনি অভিযোগ দায়ের করে গিয়েছেন। কেস হিসেবে স্টার্ট হবে, না অন্য কোনভাবে বিচার করা হবে, সেটা পুলিশ প্রশাসন বিচার করবে। কৃষ্ণনগর পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র একটি ওয়ার্ডে বিজেপির কাউন্সিলর রয়েছে। তাই কৃষ্ণনগরে পদ্ম ফুলের খুব একটা স্থান নেই। কৃষ্ণনগর পুরসভায় কোনদিনও বামপন্থীরা খুব একটা জায়গা পায়নি। আগাগোড়াই ডানপন্থীরাই পুরসভা দখল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে কৃষ্ণনগরে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। তাতে কৃষ্ণনগরের মানুষের কিছু যায় আসে না। সব মিলিয়ে একাধারে যেমন শিক্ষা, সহ বিভিন্ন নিয়োগ ও কয়লা, গরু পাচারের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতা জেলে ও তদন্তকারী সংস্থার র‍্যাডারে সেখানে নতুন করে বিজেপি নেতার পৌরসভা দুর্নীতি নিয়ে নতুন করে থানায় অভিযোগ করায় যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলকে কোণঠাসা করতে জোরালো ইস্যু তৈরী হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রশাসনিক বৈঠকে ধমক দিলেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নামাঙ্কিত সভাকক্ষের উদ্বোধন করতে এসে ব্লক এবং পঞ্চায়েতের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন জেলাশাসক। কাজের খতিয়ান নিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কাছে। সেই বৈঠকেই এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রেহাল রাস্তা দ্রুত নির্মাণের নির্দেশ দিলেন বিডিওকে। তহবিলে টাকা থাকা সত্ত্বেও খরচ না হওয়ায় জেলা আধিকারিকরা ধমক দিলেন পঞ্চায়েত প্রধানদের। দ্রুত সমস্ত বকেয়া কাজ মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের কে সি দাস কক্ষের উদ্বোধন করতে আসেন মালদার জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া। উল্লেখ্য কে সি দাস এক সময় এই ব্লকেরই বিডিও ছিলেন। কক্ষ উদ্বোধনের পর ব্লক দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে নেন জেলাশাসক। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বান বসু, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিজয় গিরি, চাঁচল মহকুমা শাসক কল্লোল রায়, হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন সহ ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এই বৈঠকে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত লতাসি গ্রামের রাস্তা দ্রুত নির্মাণের নির্দেশ দেন বিডিওকে। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায় রাস্তার দুরবস্থার কথা। তিনি বলেন ওই গ্রামের রাস্তা এতটাই খারাপ আমরা যেতে পারছি না। এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। দ্রুত ওই রাস্তার কাজ করান। এমন ভাবেই বিডিওকে নির্দেশ দেন মন্ত্রীমশাই। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজ দ্রুত করার নির্দেশ দিন তিনি। ব্লক সূত্রের খবর মে মাসে সবগুলো কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দুইটি ব্লকেরই বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ১ কোটির অধিক টাকা রয়েছে তহবিলে। কিন্তু খরচ হয়নি। সেই নিয়ে প্রধানদের ধমক দেন জেলা আধিকারিকরা। জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, আজ হরিশ্চন্দ্রপুরের দুইটি ব্লকের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলাম। এখানে বেশির ভাগ জায়গায় কাজ হয়ে গেছে। যেখানে হয়নি দ্রুত করতে বলা হয়েছে। জলসঙ্কটের ব্যাপার নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, জেলাশাসকের নেতৃত্বে বৈঠক হলো। সব এলাকায় প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে। রাস্তার যেগুলো কাজ বাকি পথশ্রী প্রকল্পে সেগুলিও হচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে।

পুলিশের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, মহিষাদল, ৩০ এপ্রিল ঃ নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ ঘোষ দম্পতি। নিখোঁজ অভিযোগ করা হয় থানায়। শনিবার সকাল ৭ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে মহিষাদল থানার কেশপুর জলপাই এলাকার বাসিন্দা অচিন্ত্যকুমার ঘোষের বছর ২৪-এর ছেলে প্রসেনজিৎ ঘোষ। শনিবার রাতভর খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ায় রবিবার দুপুরে ছেলের ছবি নিয়ে মহিষাদল থানায় হাজির ঘোষ দম্পতি। ছেলের সন্ধান পেতে রবিবার সকালে মহিষাদল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মহিষাদল থানার অফিসার ইনচার্জ প্রলয়কুমার চন্দ জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাতে বারবার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এলাকায় সামনে আসছে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ।কখনো রাস্তার দাবিতে, কখনো জলের দাবিতে আবার কখনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সামনে আসছে শাসকের সংঘাত। এই অবস্থায় প্রশাসনিক বৈঠকে দ্রুত কাজ শেষ করার বার্তা দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে মানুষের ক্ষোভ প্রশমন করতে চাইছে রাজ্য। যাতে দ্রুত পরিবারের হাতে ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্ত্রী, শ্যালিকা ও তার মেয়েকে কুপিয়ে আত্মঘাতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো মালদায়। স্ত্রী সহ শ্যালিকা ও তার মেয়েকে কুপিয়ে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আত্মঘাতী স্বামীর স্ত্রী নির্মলা মন্ডল (২৮)। শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলাবাড়ী বাঁধাপুকুর এলাকায়। এই ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রামজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মৃত তিনজনের দেহ ইংরেজবাজার থানার পুলিশ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি নির্মলা মন্ডল নামে ওই গৃহবধূ বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পাঞ্জা লড়ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম টুবাই মন্ডল (৩৫), দীপ্তি সিংহ মন্ডল (২৪), এবং লক্ষ্মী মন্ডল (১৪)। দীপ্তি মন্ডল সম্পর্কে টুবাই মন্ডলের দাদার বউ। মৃত লক্ষ্মী মন্ডল তার শ্যালিকার মেয়ে। দু'জনকেই কুড়ুল দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করে অভিযুক্ত টুবাই মন্ডল। এরপর সে নিজে বাড়ির দোতলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনার সময় বৌদি এবং শ্যালিকার মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে টুবাই মন্ডলের স্ত্রী নির্মলা মন্ডল কুড়ুলের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত টুবাই মন্ডল দীর্ঘদিন আগেই দুবাই শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগেই বাঁধাপুকুর এলাকার নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে ওই ব্যক্তি। কিন্তু তার আগে থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে গোলমাল চলছিল স্বামীর। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে বাবার বাড়িতেই চলছিলেন স্ত্রী নির্মলা দেবী। কয়েকদিন আগে টুবাই মন্ডল মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। এরপর তার স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর কথাই রাজি হতে চাই নি স্ত্রী। এরপরই শনিবার রাতে পরিকল্পনা মাফিক মদ্যপ অবস্থায় হাতে কুড়ুল নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটায় অভিযুক্ত টুবাই মন্ডল। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনের মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গুরুতর জখম টুবাই মন্ডলের স্ত্রী নির্মলা দেবী, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। হামলাকারীর কুড়ুল উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ধংসস্তূপ ঐতিহ্যবাহী ইউরোপিয়ান কবরখানা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৩০ এপ্রিল ঃ ধংসস্তূপে পরিনত হয়ে গেছে ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী ইউরোপিয়ান কবরখানা। উদ্যোগ নিলে গড়ে উঠতে পারে পর্যটন কেন্দ্র। জানা যাবে ডুয়ার্সের চা শিল্প পত্তনের এক বিয়োগান্তক ইতিহাস। তখন উনবিংশ শতকের শেষ দিকের কথা। উত্তরবঙ্গের তিস্তার পার থেকে অসম সীমান্তের সংকোশ নদীর পশ্চিম পার পর্যন্ত ডুয়ার্স এলাকায় চা বাগান গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের প্রধান উদ্যোগী ছিল সাত সমুদ্র তের নদী পারের ইউরোপিয়ান বনিক কুল। তাদের সহযোগী হিসাবে বীজ বপন করা চা লাগানোর কাজ থেকে অন্যান্য কাজে হাত লাগিয়েছিল রাঁচি ও ছোট নাগপুর এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়াও ছিল বাঙালি, বিহারি, নেপালী সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। সেই সময় ডুয়ার্স ছিল ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর সহ অন্যান্য রোগের অধ্যুষিত এলাকা। রোগের কবলে, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ও দুর্ঘটনায় অনেকে প্রাণ হারাতেন। ইংরেজ চা কর সাহেবরা এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তখনকার দিনে দেহ দেশে ফেরত পাঠানো ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। সেজন্য তাদের কবর দেওয়ার জন্য মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি চা বাগানের চাইবাসা এলাকায় প্রায় কয়েক বিঘা জমির উপর গত শতকের শুরুর দিকে তৈরি হয় কবরখানা। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল বিরাট কবরখানা। ঢোকার মুখে ছিল সুদৃশ্য তোরণ ও বাহারী গাছ দিয়ে সাজানো হয় কবরখানা। মৃত ব্যক্তির এপিটাফ গুলির উপর সাহেবদের সৌন্দর্য বোধের পরিচয় দিতে বসানো হয়েছিল শ্বেত পাথরের পরী কিম্বা সুদৃশ্য মূর্তি দিয়ে। এখনো ধংসপ্রায় এপিটাফের উপর খোদাই করে লেখা উইলিয়াম ওয়াকার যিনি চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯১৮ ম্যালেরিয়ায় মারা যান। তাকে সমাধিস্থ করা হয় এখানে। আর এক এপিটাফে লেখা রয়েছে লরেন্স, বাগরাকোট চা বাগানে সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা যান। তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এই রকম ভাবে রয়েছে বেশ কিছু সুদৃশ্য এপিটাফ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আজও রয়েছে। সুদৃশ্য এপিটাফ, বাহারী গাছ ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশের

জন্য এই কবরখানা এক সময় ডুয়ার্সের এক দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে ওঠে। ডুয়ার্স ঘুরতে আসা বহু মানুষ এই কবরখানা দেখে যেতেন। শুধু তাই নয়, আজও অনেক বিদেশি পর্যটক সেই সময়ের ইংরেজ ম্যানেজারের সমাধি দেখতে আসেন তাদের উত্তর প্রজন্ম। দেশ স্বাধীনের পর ইংরেজ ম্যানেজাররা এক এক দেশে ফিরতে থাকেন। গত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত ইংরেজ ম্যানেজাররা ডুয়ার্সে ছিলেন। তারা বিদায় নেওয়ার পর আস্তে আস্তে এই কবরখানা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার অভাবে বর্তমানে ধংসস্তূপ হয়ে গেছে এই কবরখানা। ভেঙে গেছে প্রাচীর। এপিটাফ গুলি ক্ষতবিক্ষত। ধাতুর নেমপ্লেট খুলে নিয়ে গেছে কেউ। অনেক স্মৃতি ও ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও রয়েছে সেই শান্ত নিরিবিলি ইউরোপিয়ান কবরখানা। তবু অনেকে আজও দেখতে আসেন। রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করে সাজিয়ে তুললে আজও এক দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠতে পারে। সরকার ও সংরক্ষণ করলে পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। জানা যেতে পারে ডুয়ার্সের চা শিল্প পত্তনের অনেক ইতিহাস।

তেহট্টে সমবায় সমিতিতে জয় বামেদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ এপ্রিল ঃ সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে বেশ কয়েকটি সমবায় নির্বাচনে জয়ের স্বাদ পেয়েছে সিপিএম। এবার সেই ধারা অব্যাহত রইল তেহট্টে। নদীয়ার তেহট্টের সমবায় সমিতির নির্বাচনে একচ্ছত্র জয় পেল সিপিএম। রবিবার পলাশিপাড়ার ধোপাট্ট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই দেখা যায়, সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন। এই ফলাফলে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ সমবায় নির্বাচনে জয়ের কথা এবারে প্রচারে নামিয়ে আনবেন লালপার্টির নেতারা। তাতে প্রভাব পড়তে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এদিকে এই সমবায় নির্বাচনে সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীরা জিতেছেন ৪৯টি আসনে। যা অভাবনীয় সাফল্য। বিধানসভায় যারা শূন্য তারাই এবার খেলা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এই সমবায় নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ১,৭৬৩ জন। এবার সিপিএম এবং তৃণমূলের মধ্যে দ্বিমুখী লড়াই ছিল এই সমবায় সমিতিতে। বিজেপি এখানে একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে তাদের জয়-পরাজয়ের বিষয়ও নেই। এই সমবায় নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বিশ্বরূপ রায় বলেন, বিজেপি-সিপিএম জোট বেঁধেই হয়েছে। এই ফল পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না। এখন অবশ্য তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে প্রতিটি জেলায় যেতে শুরু করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসংযোগের মাধ্যমেই সংগঠন তিনি মজবুত করছেন। তাই এই কটা সমবায় নির্বাচনে সিপিএম জিতল তাতে আমল দিতে নারাজ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব। এখানে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুবোধ বিশ্বাস বলেন, এই জয় সাধারণ মানুষের জয়। দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মতামত। এই জয় পঞ্চায়েতের পূর্বাভাস। আসলে সম্প্রতি তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহাকে নিয়ে সিবিআই টানাটানি করছে। যদিও গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে তা সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রভাব ফেলছে। তাই সিপিএম জিতেছে বলে মনে করেন নেতারা।

Tender Notice
NIT-01/2023, 02/2023,03/ 2023,04/2023date 29/04/ 2023
Separate E-Tender are hearby invited by Pradhan Chandi GP 24Pgs(S). Last date & time of application for all NIT **12/05/ 2023 upto 5PM.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan Chandi Gram Panchayat Amtala, 24Pgs(S)

Name Change
I CHHAHAMMAD GAZI (old Name), S/O AMIR ALI GAZI, R/O VILL-GOBINDAPUR PO- DAKSHIN GOBINDAPUR, PS- SONARPUR, DIST- SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700145 WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS CHAMMAD ALI GAZI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/04/2023.

Name Change
I BEAUTI GHOSH, W/O LATE TAPAN KUMAR GHOSH, R/O 1/1A, BLOCK -1, FLAT -8F, ORBIT SKY VIEW, UMAKANTA SEN LANE, P.S. CHITPUR, KOLKATA-700030, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS BEAUTY GHOSH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/04/2023.

ফের ঘরের মাঠে পরাজয় ধোনিদের

চেন্নাই, ৩০ এপ্রিল ঃ আইপিএলে টানা দুটি ম্যাচ হারল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালসের পর আজ চিপকে নিজেদের মাঠে পঞ্জাব কিংসের কাছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে পঞ্জাবকে ২০১ রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল সিএসকে। শেষ ওভারে দরকার ছিল ৯ রান। শেষ বলে ৩ রান। সিকান্দর রাজা ঝোড়ো ইনিংস খেলে শিখর ধাওয়ানের দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেন। জয় এলো চার উইকেটে। আইপিএলে এই নিয়ে তৃতীয়বার ২০০ বা তার বেশি রান সফলভাবে তাড়া করে জেতা দলে কেউ অর্ধশতরান পাননি। পঞ্জাব কিংসের ১০০ রান এসেছিল ১১.৪ ওভারে। ১৫ ওভারের শেষে স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ২৯। ডেথ ওভারের বোলিংই ডোবাল চেন্নাইকে। ১৬তম ওভারে ১ উইকেট পেলেও তুষার দেশপাণ্ডে ২৪ রান দিয়ে বসেন। ১৭তম ওভারে ১৭ রান দেন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৮তম ওভারে মাথিশা পাথিরানা ৯ রান খরচ করেন, তুলে নেন ১ উইকেট। তুষার দেশপাণ্ডে ১৯তম ওভারে ১৩ রান দেন, এই ওভারেও পড়ে একটি উইকেট। শেষ ওভারে মরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও দলকে জয় এনে দিতে পারেননি। পঞ্জাব কিংসের ওপেনার প্রভসিমরণ সিং ২৪ বলে ৪২ ও লিয়াম লিভিংস্টোন ২৪ বলে ৪০ রান করেন। অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান ১৫ বলে ২৮ রান করেন। স্যাম কারান ২০ বলে ২৯, জিতেশ শর্মা ১০ বলে ২১ রান করেন। ৭ বলে ১৩ রানে নট আউট থাকেন রাজা। তুষার দেশপাণ্ডে ৪ ওভারে ৪৯ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন। ১৭টি উইকেট নিয়ে তিনিই বেগুনি টুপি পেলেন। রবীন্দ্র জাদেজা ২টি, মাথিশা পাথিরানা ১ উইকেট পেয়েছেন। এদিন আইপিএলে চিপকে পঞ্জাব কিংসের সামনে জয়ের জন্য ২০১ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে চেন্নাই সুপার কিংস। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিএসকে অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তুলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। ৫২ বলে ৯২ রানে অপরাজিত থাকলেন ডেভন কনওয়ে। মহেন্দ্র সিং ধোনি ৪ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। অর্শদীপ সিং এখন বেগুনি টুপির মালিক। চেন্নাই সুপার কিংসের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৯.৪ ওভারে ৮৬ রান। চারটি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে ৩১ বলে ৩৭ রান করেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। শিবম দুবে তিনে নেমে ১৭ বলে ২৮ রান করেন। মঈন আলি ৬ বলে ১০ ও রবীন্দ্র জাদেজা ১০ বলে ১২ রানে আউট হন। ১৯.১ ওভারে জাদেজা আউট হলে ব্যাট করতে নামেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চিপকের হলুদ গ্যালারি গর্জন করে স্বাগত জানান মাহিকে। প্রথম বল ধোনি মিস করেন। তৃতীয় বলে ১ রান নিয়ে স্ট্রাইক দেন কনওয়েকে। চতুর্থ বল করতে গিয়ে ওয়াইড দিয়ে বসেন কারান। পরের বলে ১ রানের বেশি পাননি কনওয়ে। এরপর ধোনি পঞ্চম ও শেষ বলে হাঁকান বিশাল ছক্কা। ধোনি ধামাকাই চেন্নাই সুপার কিংসকে ২০০ রানে পৌঁছে দেয়। ডেভন কনওয়ে ৯ ম্যাচে ৪১৩ রান করে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটারদের তালিকায় দুই নম্বরে এলেন। তিনে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। তিনি ৯ ম্যাচে ৩৫৪ রান করেছেন। কনওয়ে আজ চলতি আইপিএলে পঞ্চম অর্ধশতরান হাঁকালেন। এদিনের আগে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৫০, আরসিবির বিরুদ্ধে ৮৩ ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন। কেকেআরের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৫৬। গুজরাত টাইটান্স ম্যাচে ১, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে শূন্য ও রাজস্থানের বিরুদ্ধে ফিরতি সাক্ষাতে করেন ৮। পাওয়ার প্লের প্রথম ৬ ওভারে চেন্নাই তোলে বিনা উইকেটে ৫৭, ৭ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে ২ উইকেট খুইয়ে ৮৯ রান তোলে। শেষ পাঁচ ওভারে ২টি উইকেট পড়ে, ওঠে ৫৪ রান। অর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে ১টি উইকেট নেওয়ায় তাঁর উইকেটসংখ্যা হলো ১৫। স্যাম কারান ৪ ওভারে ৪৬, রাহুল চাহার ৪ ওভারে ৩৫ ও সিকান্দর রাজা ৩ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ১টি করে উইকেট নেন। ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস দাঁড়িয়ে চারে। রাজস্থান যদি আজ মুম্বইয়ের কাছে হেরে যায় তাহলে চারটি দল ১০ পয়েন্টে থাকবে। রাজস্থান জিতলে চলে যাবে গ্রুপশীর্ষে।

ধাওয়ানের খোঁচা

চেন্নাই, ৩০ এপ্রিল ঃ গত ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে হারের মুখ দেখতে হয়েছে পঞ্জাব কিংসকে। ঘরের মাঠে হারতে হয়েছিল শিখর ধাওয়ানের দলকে। সেই ম্যাচে আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করে লখনউ। সেই ম্যাচের হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামে পঞ্জাব কিংস। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তোলে সিএসকে। দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন ডেভন কনওয়ে। ৫২ বলে ৯২ রানের ইনিংস খেলেন কনওয়ে। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৬টি বাউন্ডারি এবং মাত্র ১টি ওভার বাউন্ডারির সৌজন্যে। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন তিনি। মূলত তাঁর ব্যাটিং দাপটেই মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তোলে চেন্নাই। কিন্তু কনওয়ের সেই লড়াই ধোপে টিকল না। কারণ ব্যাট করতে নেমে খুব সহজেই দাপুটে ইনিংস খেলে জয়ের জন্য নির্ধারিত রান তুলে নেয় পঞ্জাব। দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন প্রভসিমরন সিং ২৪ বলে ৪২ রান করেন। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ৪টি বাউন্ডারি এবং ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে। পাশাপাশি লিয়াম লিভিংস্টোন ২৪ বলে ১টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার বাউন্ডারির সৌজন্যে ৪০ রান করেন। নার্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য দেওয়া ২০১ রান তুলে নেয় পঞ্জাব। গত ম্যাচে বড় ব্যবধানে হারের পর চেন্নাই ম্যাতে জয়, স্বাভাবিক ভাবেই খুশি পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান। ম্যাচ শেষে পঞ্জাব অধিনায়ক বলেন, চেন্নাইয়ে এসে চেন্নাইকেই হারাতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমি খুব খুশি দলের এই পারফরম্যান্সে। এই জয়টা দরকার ছিল। বিশেষ করে গত ম্যাচে আমরা যেভাবে হেরেছি সেই রেশটা কাটানো প্রয়োজন ছিল। এই জয়ের জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দেওয়া প্রয়োজন দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের। কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আজকের এই জয় এসেছে। ধাওয়ান আরও বলেন, আমাদের বোলাররাও খুব ভালো পারফরম্যান্স করেছে। প্রথমের দিকে এই পিচকে দেখে মনে হয়েছিল শুষ্ক উইকেট এবং এখানে বাউন্স হবে। তবে পিচের চরিত্র কিছুটা হলেও বদলেছে পরে। অধিনায়ক হিসাবে আমি চেয়েছিলাম আরও বেশি ওভার খেলতে। খুব ভালো পারফরম্যান্স করেছে জিতেশও। সবাই খুব ভালো খেলেছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আমরা জিতেছি।

শচিনের আবেগ

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল ঃ এক থেকে ৯৯৯ পেরিয়ে আইপিএলের এক হাজারতম ম্যাচ। গত ১৫ বছর ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই টুর্নামেন্ট। বিগত ১৫ বছরে ঘটনার কম ঘনঘটা হয়নি আইপিএলে। সাফল্য-বিতর্ক-রেকর্ড নিয়েই ১০০০তম ম্যাচ আইপিএলের। শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট লিগ এই আইপিএল। এক হাজারতম ম্যাচের প্রাক মুহূর্তে এই টুর্নামেন্টের ভূয়সী প্রশংসা করলেন শচিন তেন্ডুলকর। মাস্টার ব্লাস্টারের কাছে এই টুর্নামেন্ট তরুণ ক্রিকেটারদের স্বপ্ন পূরণের একটা মঞ্চ। আইপিএলে এক হাজারতম ম্যাচের আগে আবেগতাড়িত লিটল মাস্টার। কখনও ক্রিকেটার, কখনও অধিনায়ক, কখনওবা মেন্টার হিসাবে আইপিএলের মঞ্চে দেখা গিয়েছে শচিনকে।

হেরে আত্মসমীক্ষায় ধোনিরা

চেন্নাই, ৩০ এপ্রিল ঃ শেষ ওভারে ৯ রান খরচ করা মাথিসা পথিরানাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই মহেন্দ্র সিং ধোনির। কেননা তিনি জানেন আইপিএলের মঞ্চে শেষ ওভারে ২০ রান তুলেও বহু ম্যাচ জয়ের নজির রয়েছে। এমনকি শেষ ওভারে ৩০ রান তুলেও ম্যাচ জিততে দেখা গিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে। সেদিক থেকে দেখলে চাপের মুখে পথিরানার কোনও বাউন্ডারি উপহার না দিয়ে মাত্র ৯ রান খরচ করা খারাপ পারফর্ম্যান্স নয়। তবে চিপকে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের জন্য মাঝের ২টি ওভারের খারাপ বোলিংকে দায়ী করেন মাহি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ১৬তম ওভারে তুষার দেশপান্ডের ২৪ রান ও ১৭তম ওভারে ওভারে জাদেজার ১৭ রান খরচ করার দিকে ইঙ্গিত ধোনির। যদিও মাহি এটাও স্বীকার করে নেন যে, পাওয়ার প্লে-তে পেসারদের যথেচ্ছ রান খরচ করার অভ্যাসও বদলাতে হবে। ধাওয়ানদের কাছে হারের পরে ধোনি বলেন, পথিরানা ভালো বল করেছে। আসলে মাঝে ওভার দুয়েকের খারাপ বোলিংয়ের জন্যই ম্যাচটা হারতে হয়েছে আমাদের। প্রথম ৬ ওভারেও আমাদের ভালো বল করতে হবে। পেসারদের বুঝতে হবে পাওয়ার প্লেতে সঠিক লাইন লেনথ কী হতে পারে। চিপকে ২০০ রান যথেষ্ট বলে উল্লেখ করেও ধোনির দাবি, শেষর দিকে আরও ১০-১৫ রান সংগ্রহ করা উচিত ছিল তাদের। চেন্নাই দলনায়কের এমন দাবি অমূলক নয়। কেননা ক্রিজে সেট ব্যাটসম্যান থাকা সত্ত্বেও স্লগ ওভারে ঝড় তুলতে পারেনি চেন্নাই। ধোনি নিজে শেষ ওভারে জোড়া ছক্কা মেরে দলকে ২০০ রানে পৌঁছে দেন। নাহলে চেন্নাইয়ের ১৯০ রানে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বিস্তর। স্লগ ওভারে ব্যাট চালাতে পারলে সিএসকে অনায়াসে ২১০-২১৫ রানে পৌঁছতে পারত। ১৮ ও ১৯তম ওভারে মিলিয়ে চেন্নাই সাকুল্যে ১৬ রান সংগ্রহ করে। ডেভন কনওয়ে ও জাদেজার মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান ক্রিজে থাকা সত্ত্বেও ওই দুই ওভারে মাত্র ১টি চার মারতে সক্ষম হয় চেন্নাই। এপ্রসঙ্গে ধোনি বলেন, ব্যাটিং ইনিংসের শেষের দিকে আমাদের আরও ১০-১৫ রান তোলা উচিত ছিল। যদিও এই পিচে ২০০ রান খারাপ নয়। পিচ খারাপ ছিল না। স্পিনারদের বল একটু ঘুরছিল এবং স্লো বলগুলি একটু থমকাচ্ছিল বটে। সব মিলিয়ে বোলারদের জন্য অল্প সাহায্য ছিল পিচে। এমন টানটান ম্যাচে হারের পরে ধোনিকে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হতে দেখা যায়। তিনি স্পষ্ট জানান যে, পরিকল্পনায় ভুল নাকি বাস্তবায়নে, আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ মোহনবাগানের পর ইস্টবেঙ্গল। শিলিগুড়িতে রাস্তার নামকরণ হল লাল হলুদ ক্লাবের নামে। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাবের নাম অনুসারে শহরের একটি রাস্তার নাম রাখা হল ইস্টবেঙ্গল রোড। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামে রাস্তার উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম, চেয়ারম্যান দেবশ্রী প্রতুল চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার সহ ক্লাবের কর্মসমিতির সদস্যগণ। ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা, শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সকল সদস্যগণ এবং লাল হলুদ সদস্য-সমর্থকেরা। রবিবার শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের আয়োজনে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর গেট থেকে অনুষ্ঠান মঞ্চ পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়, যাতে অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার কৃষেন্দু রায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু ভট্টাচার্য, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জি সহ আরও অনেকে। শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান্স ক্লাব, শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল সদস্য-সমর্থক, বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্পের ছাত্র-ছাত্রী, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা ও ক্লাবের কর্তারা। মোহনবাগানের পর ইস্টবেঙ্গল। শিলিগুড়িতে রাস্তার নামকরণ হল লাল হলুদ ক্লাবের নামে। কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়িতে মোহনবাগানের নামে রাস্তা হয়েছে। এবার ইস্টবেঙ্গলের নামেও রাস্তা হল গেটওয়ে অব পাহাড়ে। উত্তরবঙ্গের ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের খুশির দিন। প্রিয় ক্লাবের রাস্তার নামকরণ হল শিলিগুড়ি শহরে। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাবের নামে রাখা হল রাস্তার নাম। সরণীর নাম দেওয়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গল রোড। রবিবার শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের আয়োজনে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর গেট থেকে অনুষ্ঠান মঞ্চ পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রাতে অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার কৃষেন্দু রায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারও পা মেলালেন এই পদযাত্রায়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাতে অংশ নেন প্রচুর ইস্টবেঙ্গল সদস্য সমর্থক।

পিএসজি ছেড়ে সৌদির পথে লিওনেল

প্যারিস, ৩০ এপ্রিল ঃ চলতি বর্ষেই পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্তাইন তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি। চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি পিএসজিতেই থাকবেন না বার্সেলোনাতে ফেরত যাবেন নাকি তাঁর পরবর্তী গন্তব্য অন্য কোথাও তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। প্রতিদিন এক একটি করে নতুন কাহিনি সামনে আসছে সকলের। এর মাঝে স্বয়ং লিওনেল মেসি কি তাঁর পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে দিলেন ইঙ্গিতপূর্ণ খবর! অন্ততপক্ষে তাঁর নয়া ইন্সটাগ্রাম পোস্টকে ঘিরে সেই জল্পনাই দানা বেঁধেছে। অনেকেই এই পোস্ট দেখার পরে মনে করছেন লিওনেল মেসির পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে সৌদি আরব! এই মুহূর্তে বিশ্ব ফুটবলের সেরা দুই তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিও মেসি। রোনাল্ডো ইতিমধ্যেই সৌদি আরবে ফুটবলে খেলছেন। লিওনেল মেসি সৌদি আরবের পর্যটন বিষয়ক শুভেচ্ছাদূত। ফলে সৌদি আরবের পর্যটনকে নিয়ে মাঝে মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার চালান। ইনস্টাগ্রামে মেসি সৌদি আরবকে নিয়ে একটি স্পন্সরড পোস্ট করেছেন। তাঁর সর্বশেষ পোস্টে তিনি সৌদি আরবের ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রশ্ন কেউ ভেবেছিল সৌদি আরবে এত সবুজ রয়েছে! অনেকেই এই পোস্টকে ঘিরে ভেবেছেন হয়ত সৌদি আরবেই যাওয়ার কথা বলেছেন মেসি! তবে আবার আরেকপক্ষ মনে করছে এটি মেসির হয়তো প্রচারেরই অংশ। উপরে নীল আকাশ এবং নিচে সবুজ ঘাস। একই সঙ্গে রয়েছে সারিবদ্ধ খেজুরগাছ। এমন একটি ছবি দিয়ে মেসি লিখেছেন, কে ভেবেছিল, সৌদি আরব এত সবুজ? যখনই পারি, আমি দেশের অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সেখানে যেতে চাই। পিএসজির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে এই বছরের জুনে।

দীর্ঘ ৫৮ বছরের খরা কাটিয়ে ডাবলসে সোনা জয় ভারতের

দুবাই, ৩০ এপ্রিল ঃ দুবাইয়ে এবার ব্যাডমিন্টন কোর্টে বাজিমাত সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টির জুটির। পদক নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। আজ নির্ধারিত হলো পদকের রং। ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ডাবলসে এই প্রথম ভারতের ঘরে সোনা এলো। এই ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতা থেকে ভারতে সোনা আসার ৫৮ বছরের খরাও মেটালেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। ১৯৬৫ সালে সিঙ্গলসে সোনা জিতেছিলেন দীনেশ খান্না। লখনউয়ে তাইল্যান্ডের সাংগব রাত্তানুসর্নকে হারিয়ে। তার এত বছর পর ফের সোনা ভারতের ঝুলিতে। গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিল সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। এদিনের ফাইনালে তাঁদের সামনে ছিল অষ্টম বাছাই মালয়েশিয়ার ওং ইউ সিন ও তেও এ ই-র জুটি। প্রথম গেম হেরে পিছিয়ে পড়েছিলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। যদিও এরপরই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান। ভারতের ডাবলস জুটি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ষষ্ঠ বাছাই হিসেবে। দুবাইয়ে ৬৭ মিনিট ধরে চলা ফাইনালে আজ ভারতীয় জুটির জয় ১৬-২১, ২১-১৭, ২১-১৯ ব্যবধানে। ফলাফল দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কতটা হাড্ডাহাড্ডি টক্কর হয়েছে। শেষ হাসি হাসলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। এর আগে এশীয় ব্যাডমিন্টনের ডাবলসে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স ছিল ১৯৭১ সালে। সেবার দীপু ঘোষ ও রামন ঘোষের জুটি জিতেছিল ব্রোঞ্জ। প্রথম গেমের মাঝামাঝি মালয়েশীয় জুটি এগিয়ে ছিল মাত্র এক পয়েন্টে (১৩-১২)। যদিও এরপর টানা ৬টি পয়েন্ট জিতে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যায়। সহজেই জিতে নেয় প্রথম গেম। দ্বিতীয় গেমেও চিরাগরা একটা সময় পিছিয়ে ছিলেন ৭-১৩ ব্যবধানে। এরপর টানা পাঁচ পয়েন্ট জিতে লড়াইয়ে ফেরে ভারতীয় জুটি। আগ্রাসী মেজাজে খেলে ১৫-১৪তে এগিয়েও যায়। এরপর টানা ৬টি পয়েন্ট জিতে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। দ্বিতীয় গেম তাঁরা জিতে নেন দাপুটে কামব্যাকের মাধ্যমেই। তৃতীয় গেমের মাঝামাঝি পর্যায়ে মালয়েশীয় জুটি তিন পয়েন্টের লিড আদায় করে নিয়েছিল। একটা সময় ১১-১৫ ব্যবধানে পিছিয়েও পড়েন চিরাগ-সাত্ত্বিক জুটি। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতে নেন টানা চারটি পয়েন্ট। ১৮-১৭তে এগিয়ে যাওয়ার পর চিরাগ দুটি পয়েন্ট নিশ্চিত করেন ক্রস কোর্ট স্ম্যাশের মাধ্যমে। দুবার চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচায় মালয়েশীয় জুটি। যদিও তেওর দিকে বডি স্ম্যাশ পাঠিয়ে সাত্ত্বিক ম্যাচ তথা সোনার পদক সুনিশ্চিত করেন।

নতুন মরশুমে বাগানের পথে ইশান

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ গত মরশুমে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এটিকে মোহনবাগান। সেইসাথে গোল্ডেন গ্লাভস ও উঠেছে দলের গোলরক্ষক বিশাল কাইথের হাতে। মরশুমের শুরুতে মুম্বই-হায়দরাবাদের দাপটের সামনে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রথম দিকে লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট বেগ পেতে হলেও দ্বিতীয় লেগে কেরালা বধের পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি হুয়ান ফেরেন্দোর ছেলেদের। নকআউট পর্বে অনায়াসেই তারা পরাজিত করে ওড়িশা এফসি কে। তারপর সেমিতে হায়দরাবাদ ও ফাইনালে বেঙ্গালুরু। উভয় ক্ষেত্রেই ট্রাইবেকারে মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ম্যাচ। সেখানেই দুই হেভিওয়েটকে টেক্কা দিয়ে ট্রফি জিতে নেয় মেরিনার্সরা। তবে চিন্তা থেকে গিয়েছে দলের অন্দরে। আসলে প্রথম একাদশে ম্যাকহিউয়ের পাশাপাশি দিমিত্রি ও বুমোসরা থাকলেও গোটা মরশুম জুড়ে দক্ষ স্ট্রাইকারের অভাবে ভুগেছে এটিকে মোহনবাগান। যারফলে, বহু জেতা ম্যাচ মাঠেই রেখে আসতে হয়েছে তাদের। দিমিত্রি-কে স্ট্রাইকার হিসেবে ব্যবহার করা হলেও সেখানে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য নন এই অজি তারকা। যারফলে, নতুন মরশুমের জন্য দক্ষ স্ট্রাইকারের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে দল। এই পরিস্থিতিতে তাদের নজর গিয়ে পড়েছে দেশীয় তারকা ইশান পন্ডিতার উপরে। বর্তমানে তিনি জামশেদপুর এফসির সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও আগামী মাসেই চুক্তি শেষ হচ্ছে তাদের। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই এবার এই তরুন তারকাকে দলে আনতে চায় এটিকে মোহনবাগান। তবে শুধু মোহনবাগানই নয়। তাকে দলে নিতে আগ্রহী ইমামি ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। পাশাপাশি লড়াইতে রয়েছে কেরালা। শেষ পর্যন্ত কোথায় সই করবেন তিনি? এই নিয়েই বড়বড় ইঙ্গিত মিলল এবার। আজ নিজের ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন লিস্টন কোলাসো। সেখানেই কমেন্ট করতে দেখা যায় জামশেদপুরের এই তারকা ফুটবলারকে। যেখানে 'সুন' বলে একটি ইমোজি ব্যবহার করেন তিনি। সেই নিয়েই নতুন করে দেখা দিয়েছে জল্পনা। অনেকেই মনে করতে শুরু করেছেন যে আগামী মরশুমের জন্য হয়ত মোহনবাগানকেই বেছে নিয়েছেন ইশান।

বেনজেমার হ্যাটট্রিকে বড় ব্যবধানে জয় রিয়ালের

বার্সেলোনা, ৩০ এপ্রিল ঃ করিম বেনজেমার হ্যাটট্রিকে আলমেরিয়াকে ৪-২ গোলে পরাজিত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার এই জয়ে টেবিল টপার বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান আটে নামিয়ে এনেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। এই নিয়ে লা লিগার চলতি মরসুমে সর্বমোট ১৭ গোল করলেন ফরাসি তরাকা বেনজেমা। সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে থাকা বার্সেলোনার পোলিশ তারকা রবার্ট লিওয়ানদোস্কির চেয়ে মাত্র এক গোলে পিছিয়ে আছেন তিনি। গতকাল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচের প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক পূর্ন করেছেন বেনজেমা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রিয়ালের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেছেন রদ্রিগো। অপরদিকে সফরকারী আলমেরিয়ার হয়ে দুটি গোল পরিশোধ করেছেন যথাক্রমে ল্যাজারো ও লুকাস রবার্তন। খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে পড়ায় রিয়ালের খেলার মধ্যে আগ্রাসী ভাব কিছুটা কম দেখা গেলেও স্বাধীন আক্রমনের মাধ্যমে ম্যাচটিকে যথেষ্ঠ উপভোগ্যে করে তুলেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষে কোচ কার্লো আনচেলোত্তি বলেন, করিম, ভিনি (ভিনিসিয়াস), রিদ্রগোদের দক্ষতায় আক্রমনে এই দলটি খুবই বিপজ্জনক। আমরা খুবই ভালো ফুটবল খেলি। আজকের মতো আমরা এমন সব ম্যাচ খেলেছি যেখানে আক্রমনের স্তর খুবই ভালো ছিল। চির প্রতিদ্বন্দ্বি বার্সেলোনার মতো সপ্তাহের মাধ্যভাগে পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়েছিল রিয়ালকেও। দুর্বল জিরোনার কাছে ৪-২ গোলে পরাজিত হয়েছিল তারা। ওই ম্যাচে চার গোলের সবকটিই করেছিলেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার কাস্তেলানোস। সম্ভবত সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতেই কোচ কার্লো আনচেলোত্তি টনি ক্রুসকে ফের ব্যবহার না করে মধ্যমাঠে অরেলিয়ান চৌমেনিকে মোতায়েন করেছিলেন। ওই সফরে বেনজেমাও দলের বাইরে ছিলেন। যার খেসারত দিতে হয়েছে রিয়ালকে। তবে গতকাল জিরোনা ম্যাচের হতাশা পেছনে ফেলে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে রিয়াল। ফলে পঞ্চম মিনিটেই গোলের দেখা পায় আয়োজক দলটি। ভিনিসিয়াস-বেনজেমা জুটিতে ভর করেই এগিয়ে যায় রিয়াল। বাঁ দিক থেকে একজনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে বক্সের বাইরে বেনজেমাকে খুঁজে নেন ভিনিসিয়াস। বল পেয়ে বেনজেমা সহজেই লক্ষ্যভেদ করেন (১-০)। ১৭ মিনিটেই দ্বিতীয় গোলের দেখা পেয়ে যায় রিয়াল। ডান দিক থেকে বক্সে ঢুকে রদ্রিগো প্রতিপক্ষের বাধা টপকে অসাধারণ দক্ষতায় বল কাটব্যাক করেন। বল পেয়েই আলমেরিয়ার গোলরক্ষক ফার্নান্দো মার্টিনেসকে পরাস্ত করেন রিয়ালের অধিনায়ক (২-০)। ওই গোলেই রেকর্ডবুকে নিজের অবস্থান আরও ওপরে নিয়ে যান ফরাসি ফরোয়ার্ড। মেক্সিকান স্ট্রাইকার হুগো সানচেজকে ছাড়িয়ে লা লিগার ইতিহাসের চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতার স্থান দখল করেন তিনি। এই নিয়ে বেনজেমার গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫। ৪২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন বেনজেমা। বক্সে লুকাস ভাজকুয়েজকে ফাউল করলে রিয়ালের পক্ষে পেনাল্টি দেন রেফারি। স্পট কিকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে এবারের লিগে ১৭তম গোলটি করেন বেনজেমা। ফলে ব্যক্তিগত গোল সংখ্যা ২৩৬ উন্নীত হয় বেনজেমার। বিরতির ঠিক আগে শ্রোতের বিপরীতে ব্যবধান কমায় আলমেরিয়া। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের পাস থেকে গোল করেন ব্রাজিলিয় ফরোয়ার্ড ল্যাজারো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আরও একটি গোল করে রিয়াল। বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে চলতি লিগে নিজের ষষ্ঠ গোলটি করেন রদ্রিগো। নিজেদের ভুলে ৬১ মিনিটে আরও একটি গোল খায় রিয়াল। রক্ষনের ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে দর্শনীয় হেডে গোলটি করেন লুকাস রবার্তন। এই জয়ে ৩২ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানেই থাকল রিয়াল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ন লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615